সপ্তম শ্রেণি

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড
৬৯-৭০, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১০০০
কর্তৃক প্রকাশিত।

প্রথম সংস্করণ রচনা ও সম্পাদনা

ড. করুণাময় গোস্বামী
ড. সন্‌জীদা খাতুন
সুধীন দাশ
ফেরদৌসী রহমান
মিহির লালা
মোঃ মুত্তালিব বিশ্বাস
রওশন আরা মোস্তফিজ
রথীন্দ্রনাথ রায়

প্রথম প্রকাশ : ডিসেম্বর ২০০০
পরিমার্জিত সংস্করণ : নভেম্বর ২০১৯
পরিমার্জিত সংস্করণ : অক্টোবর ২০২৪

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য

মুদ্রণে :

প্রসঙ্গ কথা

বর্তমানে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার উপযোগ বহুমাত্রিক। শুধু জ্ঞান পরিবেশন নয়, দক্ষ মানবসম্পদ গড়ে তোলার মাধ্যমে সমৃদ্ধ জাতিগঠন এই শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য। একই সাথে মানবিক ও বিজ্ঞানমনস্ক সমাজগঠন নিশ্চিত করার প্রধান অবলম্বনও প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা। বর্তমান বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিনির্ভর বিশ্বে জাতি হিসেবে মাথা তুলে দাঁড়াতে হলে আমাদের মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিত করা প্রয়োজন। এর পাশাপাশি শিক্ষার্থীদের দেশপ্রেম, মূল্যবোধ ও নৈতিকতার শক্তিতে উজ্জীবিত করে তোলাও জরুরি।

শিক্ষা জাতির মেরুদণ্ড আর প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার প্রাণ শিক্ষাক্রম। আর শিক্ষাক্রম বাস্তবায়নের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপকরণ হলো পাঠ্যবই। জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০-এর উদ্দেশ্যসমূহ সামনে রেখে গৃহীত হয়েছে একটি লক্ষ্যাভিসারী শিক্ষাক্রম। এর আলোকে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড (এনসিটিবি) মানসম্পন্ন পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন, মুদ্রণ ও বিতরণের কাজটি নিষ্ঠার সাথে করে যাচ্ছে। সময়ের চাহিদা ও বাস্তবতার আলোকে শিক্ষাক্রম, পাঠ্যপুস্তক ও মূল্যায়নপদ্ধতির পরিবর্তন, পরিমার্জন ও পরিশোধনের কাজটিও এই প্রতিষ্ঠান করে থাকে।

বাংলাদেশের শিক্ষার স্তরবিন্যাসে মাধ্যমিক স্তরটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। বইটি এই স্তরের শিক্ষার্থীদের বয়স, মানসপ্রবণতা ও কৌতূহলের সাথে সংগতিপূর্ণ এবং একইসাথে শিক্ষাক্রমের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জনের সহায়ক। বিষয়জ্ঞানে সমৃদ্ধ শিক্ষক ও বিশেষজ্ঞগণ বইটি রচনা ও সম্পাদনা করেছেন। আশা করি বইটি বিষয়ভিত্তিক জ্ঞান পরিবেশনের পাশাপাশি শিক্ষার্থীদের মনন ও সৃজনের বিকাশে বিশেষ ভূমিকা রাখবে।

শিল্পকলার চর্চা কোমলমতি শিক্ষার্থীর মানস গঠনে ইতিবাচক প্রভাব ফেলে। শিক্ষার্থীর মধ্যে নান্দনিকতা ও সৌজন্যবোধ তৈরিতে সহায়ক হয়। শিল্পকলার অন্যতম শাখা সংগীত তাল-লয়, সুর ও বাণীর সমন্বয়ে সৃষ্ট। সংগীতে আগ্রহী শিক্ষার্থীদের পাঠ্য হিসেবে ধারাবাহিকভাবে এ সকল বিষয়ের একটি পূর্ণাঙ্গ ধারণা প্রদানের লক্ষ্যে ঐচ্ছিক বিষয় হিসেবে শিক্ষাক্রমে সপ্তম শ্রেণির জন্য **সংগীত** বিষয়টি সংযুক্ত করা হয়। এ বইয়ের তত্ত্বীয় অংশে সংগীতের নীতি, ইতিহাস, গুণীজনের জীবন ও কর্ম বিষয়ে ধারণা দেওয়া হয়েছে। ব্যবহারিক অংশে শাস্ত্রীয়সংগীত ও বিভিন্ন ধারার বাংলা গানের সন্নিবেশ করা হয়েছে। তত্ত্বীয় জ্ঞানের পাশাপাশি ব্যবহারিক জ্ঞান শিক্ষার্থীর এ বিষয়ে উচ্চশিক্ষার ভিত রচনা করবে। কর্মজীবনে এ বিষয়টিকে পেশা হিসেবে গ্রহণেও উদ্বুদ্ধ করবে।

পাঠ্যবই যাতে জবরদস্তিমূলক ও ক্লান্তিকর অনুষঙ্গ না হয়ে উঠে বরং আনন্দাশ্রয়ী হয়ে ওঠে, বইটি রচনার সময় সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখা হয়েছে। সর্বশেষ তথ্য-উপাত্ত সহযোগে বিষয়বস্তু উপস্থাপন করা হয়েছে। চেষ্টা করা হয়েছে বইটিকে যথাসম্ভব দুর্বোধ্যতামুক্ত ও সাবলীল ভাষায় লিখতে। ২০২৪ সালের পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে প্রয়োজনের নিরিখে পাঠ্যপুস্তকসমূহ পরিমার্জন করা হয়েছে। এক্ষেত্রে ২০১২ সালের শিক্ষাক্রম অনুযায়ী প্রণীত পাঠ্যপুস্তকের সর্বশেষ সংস্করণকে ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে। বানানের ক্ষেত্রে বাংলা একাডেমির প্রমিত বানানরীতি অনুসৃত হয়েছে। যথাযথ সতর্কতা অবলম্বনের পরেও তথ্য-উপাত্ত ও ভাষাগত কিছু ভুলত্রুটি থেকে যাওয়া অসম্ভব নয়। পরবর্তী সংস্করণে বইটিকে যথাসম্ভব ত্রুটিমুক্ত করার আন্তরিক প্রয়াস থাকবে। এই বইয়ের মানোন্নয়নে যে কোনো ধরনের যৌক্তিক পরামর্শ কৃতজ্ঞতার সাথে গৃহীত হবে।

পরিশেষে বইটি রচনা, সম্পাদনা ও অলংকরণে যাঁরা অবদান রেখেছেন তাঁদের সবার প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাই।

অক্টোবর ২০২৪

প্রফেসর ড. এ কে এম রিয়াজুল হাসান

চেয়ারম্যান

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

সূচিপত্র

প্রথম অধ্যায়

সংগীতের নীতি

প্রথম পরিচ্ছেদ

পরিভাষা

শাস্ত্রীয়সংগীত

শাস্ত্রীয় নিয়মে রচিত সংগীতকে শাস্ত্রীয়সংগীত বলে। শাস্ত্রীয় কণ্ঠসংগীতের মূল ধারা চারটি। ধ্রুপদ, খেয়াল, ঠুমরি ও টপ্পা। শাস্ত্রীয়সংগীতে বন্দিশে যে বাণী বা কথা রয়েছে তা সুর প্রকাশের মাধ্যম মাত্র। বন্দিশকে কেন্দ্র করে বিস্তার, তান, বাট, লয়কারী ইত্যাদি সুরকর্মই শাস্ত্রীয়সংগীতের বৈশিষ্ট্য। ধ্রুপদ, ধামার, খেয়াল, তারানা, সার্গামগীত প্রভৃতিতে রাগের বিশুদ্ধতা রক্ষা করতে হয়। শাস্ত্রীয়সংগীতে মূলত একটি রাগকে উপস্থাপন করা হয়। কণ্ঠ এবং যন্ত্র উভয় প্রকার নিবদ্ধ গানকে (তাল যুক্ত) বন্দিশ বলে।

নাদ

সংগীত সৃষ্টির উপযোগী যেকোনো ধ্বনিকেই নাদ বলে। নাদ দুই প্রকার– আহত নাদ ও অনাহত নাদ।

আহত নাদ

আঘাত বা ঘর্ষণজনিত কারণে যে নাদ বা ধ্বনির সৃষ্টি হয় তাকে আহত নাদ বলে। আহত নাদ দুই প্রকার– সাংগীতিক ধ্বনি ও অসাংগীতিক ধ্বনি বা কোলাহল।

অনাহত নাদ

আঘাত বা ঘর্ষণ ব্যতিত যে নাদ বা ধ্বনির সৃষ্টি হয় তাকে অনাহত নাদ বলে।

শ্রুতি

স্বর পরিমাপের একককে শ্রুতি বলে। সময়ের পরিমাপের একক হিসেবে যেমন সেকেণ্ডকে ধরা হয় তেমনি স্বর পরিমাপের একক হিসেবে শ্রুতিকে ধরা হয়। একটি সপ্তকে ২২টি শ্রুতি থাকে।

বর্জিত স্বর

রাগে যেসব স্বর বর্জন করা হয় তাকে বর্জিত স্বর বলে।

পকড়

যে সংক্ষিপ্ত স্বর সমাবেশ দ্বারা রাগের রূপ প্রকাশিত হয় তাকে পকড় বলে।

তান

রাগে ব্যবহৃত স্বর বা স্বরসমূহের দ্রুত প্রয়োগকে তান বলে। এই তান সাধারণত আরোহ-অবরোহ এবং বক্র গতিতে সম্পন্ন হয়।

লক্ষণগীত

প্রতিটি রাগে কিছু লক্ষণ বা বৈশিষ্ট্য থাকে। যে গীতিশৈলীতে রাগের লক্ষণগুলোর বর্ণনা থাকে তাকে লক্ষণগীত বলে।

বন্দিশ

সংগীতের স্বর কিংবা তবলার বাণীতে যে বৈশিষ্ট্যপূর্ণ রচনাকে অবলম্বন করে সার্বিক উপস্থাপনা করা হয়, তাকে বন্দিশ বলে।

পাল্টা

সংগীতে সাতটি স্বরের নানারকম স্বরবিন্যাসের মাধ্যমে আরোহণ এবং অবরোহণ করাকে পাল্টা বলে।

রাগ

শাস্ত্রীয় নিয়মে সাধারণত কমপক্ষে পাঁচ স্বর এবং অনধিক সাত স্বরের ব্যবহারে যে ভাবের সৃষ্টি হয় তাকে রাগ বলে। রাগের দশ লক্ষণ এই শাস্ত্রীয় নিয়মের অধীন।

জনক রাগ

প্রচলিত রাগগুলোকে পণ্ডিত বিষ্ণুনারায়ণ ভাতখণ্ডে দশটি বিভাগে অন্তর্ভুক্ত করেন যা ঠাট নামে পরিচিত। এই ঠাটগুলোর প্রত্যেকটি একেকটি প্রচলিত ধারার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়ায় এদেরকে জনক রাগ বলে। জনক রাগের নামগুলোকে মুলত দশটি ঠাটের নামকরণ করা হয়েছে।

জন্য রাগ

জনক রাগের সমাঙ্গিক অন্য রাগগুলোকে জন্য রাগ বলে।

রাগের লক্ষণ

যে বৈশিষ্ট্যসমুহের প্রয়োগের মাধ্যমে একটি রাগের স্বরূপ প্রকাশিত হয় তাকে রাগের লক্ষণ বলে। প্রাচীন এবং বর্তমান কালে রাগের দশটি লক্ষণ মানা হয়।

স্বরলিপি

কণ্ঠ বা যন্ত্রে পরিবেশিত সুরসমূহের স্বর ও তালের নিয়মবদ্ধ লিখিত রূপকে স্বরলিপি বলে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ
তাল ও ছন্দ প্রকরণ

তাললিপি পরিচিতি

তাল লেখার পদ্ধতিকে বলে তাললিপি। এতে মাত্রা, সম, তালি, খালি ও বিভাগ চিহ্নগুলো নির্দেশ করে ঠেকার উল্লেখ থাকে। তালযন্ত্রে বোলসমূহ বিভাগ অনুযায়ী বাজাবার ক্রিয়াকে বলা হয় ঠেকা। ঠেকার নিচ দিয়ে ১, ২, ৩ এইভাবে মাত্রা সংখ্যা লেখা হয় এবং ঠেকার ওপরে নির্দিষ্ট জায়গায় তাল চিহ্নগুলো লেখা হয়।

তবলার বর্ণ

তবলার তালকে প্রকাশের জন্য যে বাণী ব্যবহার করা হয় তাকে বর্ণ বলে। সংগীতে যেমন সাতটি স্বরের ব্যবহার রয়েছে। তেমনি তবলায় দশটি বর্ণ রয়েছে। বর্ণ দুই প্রকার— মৌলিক বর্ণ ও যৌগিক বর্ণ। যে বর্ণ এককভাবে প্রকাশিত হয় তাকে মৌলিক বর্ণ বলে। যেমন— তা বা না, তি বা তিন, তে, টে বা রে, থুন, দি বা দিন, ক, গ। যে বর্ণ তবলা এবং বাঁয়া উভয়ের সমন্বয়ে প্রকাশিত হয় তাকে যৌগিক বর্ণ বলে। যেমন— ধা, ধিন।

তবলার বর্ণঃ তা বা না, তি বা তিন, টে বা রে, থু বা থুন, দি বা দিন

বাঁয়ার বর্ণঃ ক বা কে, গ বা গে

তবলা-বাঁয়ার যৌথ বর্ণঃ ধা, ধিন

তাল চিহ্ন পরিচিতি

	আকারমাত্রিক পদ্ধতিতে	ভাতখণ্ডে পদ্ধতিতে
সম	+	×
দ্বিতীয় আঘাত বা তালি	২	২
তৃতীয় আঘাত বা তালি	৩	৩
চতুর্থ আঘাত বা তালি	৪	৪
অনাঘাত বা খালি	০	০
বিভাগ	।	।

তালঃ ত্রিতাল

মাত্রা	১৬
বিভাগ	৪
ছন্দ	৪/৪ মাত্রার ছন্দ
সম বা তালি	প্রথম মাত্রায় সম, পঞ্চম মাত্রায় এবং ত্রয়োদশ মাত্রায় তালি
খালি বা ফাঁক	নবম মাত্রায়
পদ	সমপদী

ত্রিতালের তাললিপি

মাত্রা	১	২	৩	৪		৫	৬	৭	৮		৯	১০	১১	১২		১৩	১৪	১৫	১৬		১
বোল	ধা	ধিন	ধিন	ধা	।	ধা	ধিন	ধিন	ধা	।	না	তিন	তিন	না	।	তা	ধিন	ধিন	ধা	।	ধা
চিহ্ন	×					২					০					৩					×

তাল: তেওড়া

মাত্রা	৭
বিভাগ	৩
ছন্দ	৩/২/২ মাত্রার ছন্দ
সম বা তালি	প্রথম মাত্রায় সম ও চতুর্থ মাত্রা এবং ষষ্ঠ মাত্রায় তালি
খালি বা ফাঁক	নেই
পদ	বিসমপদী

তেওড়া তালের তাললিপি

মাত্রা	১	২	৩		৪	৫		৬	৭		১
বোল	ধা	দেন	তা	।	তেটে	কতা	।	গদি	ঘেনে	।	ধা
চিহ্ন	×				২			৩			×

তাল: ঝাঁপতাল

মাত্রা	১০
বিভাগ	৪
ছন্দ	২/৩/২/৩ মাত্রার ছন্দ
সম বা তালি	প্রথম মাত্রায় সম, তৃতীয় মাত্রা এবং অষ্টম মাত্রায় তালি
খালি বা ফাঁক	ষষ্ঠ মাত্রায়
পদ	বিসমপদী
বাদন	তবলা ও পাখওয়াজ

ঝাঁপতালের তাললিপি

মাত্রা	১	২		৩	৪	৫		৬	৭		৮	৯	১০		১
বোল	ধি	না	|	ধি	ধি	না	|	তি	না	|	ধি	ধি	না	|	ধা
চিহ্ন	×			২				০			৩				×

অনুশীলনী

সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন

১। শাস্ত্রীয়সংগীত কাকে বলে?

২। নাদ কাকে বলে? নাদ কত প্রকার?

৩। শ্রুতি কাকে বলে? শ্রুতি কয়টি?

৪। পকড় কী?

৫। তান কাকে বলে?

৬। পাল্টা কী?

৭। রাগের লক্ষণ কী কী?

৮। জনক রাগ কী?

৯। তালের বর্ণ কয়টি ও কী কী?

১০। আকার মাত্রিক স্বরলিপি পদ্ধতির তালচিহ্নগুলি লেখ।

১১। ভাতখণ্ডে স্বরলিপি পদ্ধতির তালচিহ্নগুলি লেখ।

১২। ত্রিতালের তাললিপি লেখ।

১৩। ঝাঁপতালের তাললিপি লেখ।

১৪। তেওড়া তালের তাললিপি লেখ।

দ্বিতীয় অধ্যায়

ইতিহাস

প্রথম পরিচ্ছেদ

সংগীতের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস

বাংলাদেশের কণ্ঠসংগীতের ইতিহাস

বাংলাদেশ, ভারত ও পাকিস্তান নিয়ে যে বিরাট ভূখণ্ড রয়েছে তা ১৯৪৭ সালের পূর্বে ভারতীয় উপমহাদেশ নামে পরিচিতি ছিল। এ উপমহাদেশের পূর্ব প্রান্তে অবস্থিত দেশের নাম ছিল বঙ্গদেশ। সে বঙ্গদেশের পূর্ব অংশই আজকের বাংলাদেশ। এ হিসেবে কণ্ঠসংগীতের ক্ষেত্রে বঙ্গদেশের যে ঐতিহ্য বাংলাদেশের জনগণ তারই অংশীদার। তবে সংগীতে বাংলাদেশের একান্ত বৈশিষ্ট্যের সন্ধান পাওয়া যায় তার লোকসংগীতের মধ্যে।

প্রাক-মধ্যযুগে অর্থাৎ ত্রয়োদশ শতকের পূর্বে বঙ্গদেশে চর্যাগীতি, নাথগীতি, গীতগোবিন্দ প্রভৃতি নানা প্রকারের গান প্রচলিত ছিল। চর্যাগীতি ছিল বৌদ্ধ ধর্মাচার্যগণের সাধনসংগীত। নাথগীতি ছিল যোগী নামক ধর্মীয় সম্প্রদায়ের সাধন সংগীত। গীতগোবিন্দ ছিল কবি জয়দেব রচিত গীতিকাব্য তথা গীতিনাট্য। উপর্যুক্ত প্রকারের গানগুলোর রচনা ও প্রসার ঘটে খ্রিস্টীয় ৬৫০ থেকে ১২০০ অব্দের মধ্যে। অতঃপর সেগুলোর অনুশীলন ক্রমান্বয়ে অপ্রচলিত হয়ে যায়।

মধ্যযুগে অর্থাৎ ত্রয়োদশ শতকের শুরু থেকে অষ্টাদশ শতকের প্রায় শেষভাগ পর্যন্ত বঙ্গদেশে যে যে রীতির গানের প্রচলন ছিল তার মধ্যে প্রথমে উল্লেখযোগ্য 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন'। এর রচয়িতা বড়ু চণ্ডীদাস। শ্রীকৃষ্ণকীর্তন গাওয়া হতো গীতিনাট্য আকারে পায়ে ঘুঙুর বেঁধে নৃত্য সহযোগে।

এরপরে প্রাক-মধ্যযুগের গীতিগোবিন্দ এবং শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের অনুসরণে রচিত হয় এক প্রকার সাহিত্য। এর নাম পদাবলি। রচয়িতাদের বলা হয় পদকর্তা। ইতিহাসে অনেক পদকর্তার নাম পাওয়া যায়। তাঁদের কয়েক জনের নাম বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, জ্ঞানদাস, কৃষ্ণদাস, বলরাম দাস, মনোহর দাস, হরহরি চক্রবর্তী।

পরবর্তীকালে ষোড়শ শতকে যে কীর্তন গানের সৃষ্টি হয়েছিল তার মূলে ছিল এই পদাবলি কাব্য। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের সঙ্গে কীর্তন গানের সম্পর্ক তেমন ছিল না। পদাবলি গায়নের ব্যাপক অনুশীলন ও বিস্তার ঘটে শ্রীচৈতন্যের দ্বারা। তখন থেকে এর নাম হয়ে যায় কীর্তন। বৈষ্ণব পদাবলি আর পদাবলি কীর্তন এক কথা নয়। অঞ্চলভেদে পদাবলি কীর্তনের গায়ন রীতিরও পরিবর্তন ঘটে। সেসব আঞ্চলিক গায়নরীতির নাম মনোহর শাহী, রানীহাটি বা রেনেটি, মন্দারিণী, ঝাড়খণ্ডী।

চতুর্দশ শতক থেকে অষ্টাদশ শতক পর্যন্ত মঙ্গলগীতি নামে আরেক প্রকার গান বেশ জনপ্রিয় ছিল। এই গানের ভিত্তি দেব-দেবীর মাহাত্ম্য বর্ণনাকল্পে রচিত মঙ্গলকাব্য।

এরপর নাম করতে হয় শাক্ত পদাবলি বা শাক্তগীতির। এ গান শ্যামাসংগীত নামে পরিচিত। এ গীতিধারা খুববেশি প্রসার লাভ করে অষ্টাদশ শতকে।

১৭৮৫ সাল থেকে শুরু হয় বাংলাগানের আধুনিক যুগ। বঙ্গদেশে প্রাচীন ও মধ্যযুগে যেসব রীতির গান ছিল তার সবই ধর্ম বিষয়ক অর্থাৎ ভক্তি রসাত্মক। এসব গানে মানুষের মনের সব চাহিদা মেটেনি। সেসব চাহিদা মেটাতে

রচিত হতে শুরু করল আরেক ধারার গান। এ গান বাংলা টপ্পা নামে চিহ্নিত। কারণ পাঞ্জাব প্রদেশের টপ্পারীতির গানের অনুসরণে এ গান রচিত। এ গান রচিত হয় প্রথমত রামনিধি গুপ্ত এবং দ্বিতীয়ত কালীদাস চট্টোপাধ্যায়ের দ্বারা। তারা নিধুবাবু এবং কালী মির্জা নামে পরিচিত। এঁদের গানে এলো ধর্ম ছাড়া অন্যান্য বিষয় এবং ভক্তিরসের বাইরে ভিন্ন রস। সুরের মধ্যেও এলো ভিন্ন রূপ।

অষ্টাদশ শতকেই বঙ্গদেশে প্রবর্তিত হয় আরও কিছু নতুন প্রকৃতির গান। সেগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য যাত্রা ও কবিগান। তখনকার যাত্রা ছিল পৌরাণিক কাহিনি অবলম্বনে রচিত গীতিপ্রধান নাটক। আর কবিগান ছিল কোনো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের পক্ষে-বিপক্ষে দুই কবির লড়াই। এরা তাৎক্ষণিকভাবে রচিত কবিতাকে গানের মতো করে গেয়ে একে অপরকে পরাজিত করার চেষ্টা করতেন। যাত্রা এবং কবিগান এখনও জনপ্রিয়। সে যুগের কয়েকজন বিখ্যাত যাত্রা-পালাকারের নাম হলো গোবিন্দ অধিকারী, শিশুরাম, লোচন অধিকারী। যাত্রা গানেরও নানান প্রকার ছিল যেমন– বড়ো যাত্রা, ভাসান যাত্রা, নিমাই যাত্রা, কৃষ্ণযাত্রা। সেকালের কয়েকজন বিখ্যাত কবিয়ালের নাম হলো— ভোলা ময়রা, রামবসু, এ্যান্টনি ফিরিঙ্গি। অতপর রাজা রামমোহন রায় প্রবর্তিত ব্রাহ্মধর্মের উপাসনা সংগীত হিসেবে আসে ব্রহ্মসংগীত। বিশেষ ধর্মীয় সম্প্রদায়ের গান হলেও এ গান শিক্ষিত ভদ্র সমাজে সাদরে গৃহীত ও অনুশীলিত হতে থাকে। প্রথম ব্রহ্মসংগীত রচয়িতা রাজা রামমোহন রায়। দ্বিতীয় উল্লেখযোগ্য রচয়িতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর। তৃতীয় এবং সবিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য রচয়িতা কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ব্রহ্মসংগীতের রচনারীতি পরবর্তী অনেকের রচনায় প্রভাব বিস্তার করে। যেমন– রজনীকান্ত সেন, অতুলপ্রসাদ সেন প্রমুখের গান।

বাংলাগানের ভুবনে উনিশ শতকের শেষ ভাগ থেকে বিশ শতকের চতুর্থ দশক পর্যন্ত যাঁদের রচনা উল্লেখযোগ্য তারা হচ্ছেন– রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, রজনীকান্ত সেন, অতুলপ্রসাদ সেন, কাজী নজরুল ইসলাম ও মুকুন্দ দাস। এঁদের সবাই ছিলেন বাগ্গেয়কার অর্থাৎ নিজে গান বেঁধে নিজে গাওয়ার মতো যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তি। এ প্রসঙ্গে স্মরণীয় যে, অতীতেও বাংলাগানের রীতি প্রবর্তনে ও উন্নতি সাধনের পিছনে ছিলেন বাগ্গেয়কার। রামপ্রসাদ সেন, রামনিধি গুপ্ত, কমলাকান্ত ভট্টাচার্য, দাশরথি রায়, মধুসূদন কিন্নর, গোবিন্দ অধিকারী, গোপাল উড়ে প্রমুখ ছিলেন বাগ্গেয়কার।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর থেকে শুরু করে মুকুন্দ দাস পর্যন্ত যে ছয় জন বাগ্গেয়কারের নাম উল্লেখ করা হয়েছে, তাঁদের গান বাঙালি শ্রোতার বড়ো প্রিয়। এঁদের গানের বিষয়বৈচিত্র্য, সুরমাধুর্য শ্রোতার মনে স্থায়ী আসন করে নিয়েছে। এঁদের গানের মাধ্যমে আমরা অতীতের গানের নমুনাও পাই। এঁদের গানে বাংলাগানের ভবিষ্যত রূপটিও যেন বেঁধে দিয়েছে। পরবর্তীকালে বিশ শতকের চতুর্থ দশক থেকে বাংলা আধুনিক নামে যে গানের প্রচলন হয় তাতে আছে উক্ত ছয় জনেরই প্রভাব। তাঁদের প্রভাবকে অস্বীকার করে এখন পর্যন্ত কেউ বাংলাগানের কোনো রুচিকর উৎকর্ষ সাধন করতে পারেনি।

বাংলাগানের ঐতিহ্য আলোচনা প্রসঙ্গে শাস্ত্রীয়সংগীতের আলোচনাও চলে আসে। চর্যাপদ, গীতগোবিন্দ, শ্রীকৃষ্ণকীর্তন প্রভৃতি গানের শুরুতে রাগনাম উল্লেখ থাকত বটে তবে তার দ্বারা এ প্রমাণিত হয় না যে, তখন শাস্ত্রীয়সংগীতের চর্চা হতো। এ ধরনের উল্লেখ ছিল প্রথাগত ব্যাপার মাত্র। শাস্ত্রীয়সংগীত বলতে বর্তমানে যে ধ্রুপদ, খেয়াল, ঠুমরি, টপ্পা বোঝায় নিধুবাবুর আগের রচয়িতাদের গান তার কোনোটার মধ্যেই পড়ে না। কলি বা স্তবকে ভাগ করে রচিত হতো বলে এগুলোর কোনো কোনোটাকে বড়ো জোর প্রবন্ধগীত বলা যেতে পারে।

বাংলার মাটিতে শাস্ত্রীয়সংগীতের চর্চা শুরু হয় আঠারো শতকের শেষ ভাগে; প্রথমত রামনিধি গুপ্ত ও কালী মীর্জা রচিত টপ্পাশৈলীর গানের মাধ্যমে এবং দ্বিতীয়ত বিষ্ণুপুর ঘরানার ধ্রুপদ ও খেয়ালের মাধ্যমে। ক্রমে শাস্ত্রীয়সংগীতের চর্চা সম্প্রসারিত হয় স্থানে স্থানে। সেসব স্থানের মধ্যে বর্তমান বাংলাদেশের রাজশাহী, গৌরীপুর, মুক্তাগাছা ইত্যাদি স্থানের নাম করা যায়। পরবর্তীকালে জোড়াসাঁকোর ঠাকুর বাড়ি এবং আরও পরবর্তীকালে কোলকাতাকে কেন্দ্র করে শাস্ত্রীয়সংগীতের চর্চা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পায়। এ চর্চায় বিশেষ করে ঠুমরি চর্চায় আরও বেশি ইন্ধন যুগিয়েছিল উনিশ শতকের শেষভাগে কোলকাতার মেটিয়াবুরুজে নির্বাসিত নওয়াব ওয়াজেদ আলী শাহ'র দরবার। এ দরবারেই ঠুমরি গানের চর্চা হতো।

লোকসংগীত

বাংলাগানের ঐতিহ্য বিষয়ে এ যাবৎ যে যে প্রকৃতি ও রীতির গানের উল্লেখ করা হলো তারই পাশাপাশি লোকসংগীতের আলোচনা অবশ্য কর্তব্য। লোকসংগীতের ধারাবাহিকতা এমনই যে, কোনো শতক বা যুগ দিয়ে তাকে চিহ্নিত করা যায় না; তা আবহমানকালের সম্পদ। লোকসংগীতকে সুরকাঠামো ও গায়ন ভঙ্গির নিরিখে ভাগ করা হয়েছে ভাটিয়ালি, ভাওয়াইয়া, সারি, বাউল ইত্যাদি নামে। বিষয়বৈচিত্র্যের দিক থেকেও এগুলো বিভিন্ন নামে চিহ্নিত। এসব গানের প্রবর্তক হিসেবে কোনো বিশেষ ব্যক্তিকে চিহ্নিত করা যায় না, তবে কখনো কখনো কোনো কোনো গানের রচয়িতার নাম জানা যায় মাত্র। একাধিক গানের রচয়িতা হিসেবে কারও নাম পাওয়া গেলে তখন ব্যক্তি নামে চিহ্নিত করে বলা হয়— সৈয়দ শাহনূরের গান, লালনের গান, হাসন রাজার গান, পাগলা কানাইয়ের গান, বিজয় সরকারের গান, শিতালং শাহের গান, উকিল মুন্সীর গান, রশিদ উদ্দিনের গান, মনমোহন দত্তের গান, রমেশ শীলের গান, মহেশচন্দের গান, মোমতাজ আলী খানের গান, আবদুল লতিফের গান, ভবা পাগলার গান, কালুশাহের গান ইত্যাদি। বাংলার লোকসংগীতের প্রভাব বিভিন্ন যুগের বিভিন্ন প্রকার গানের ওপর পড়লেও এ সংগীতের ওপর বহিরাগত গানের প্রভাব খুব কমই পড়েছে।

উল্লেখযোগ্য লোকসংগীতের কয়েকটি ধারা সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো:

জারি

বাংলাদেশের লোকসংগীতের একটি অন্যতম সম্পদ হলো জারিগান। জারি শব্দের অর্থ শোক বা কান্না। জারিগান সমবেত সংগীত। প্রায় ১০-১২ জনের একটি দল গঠিত হয়। প্রধানত কারবালার যুদ্ধের বিষাদময় ঘটনা এখানে বর্ণনা করা হয়। শুধুমাত্র কারবালা প্রসঙ্গ ছাড়াও আরও বিভিন্ন বিষয়ে জারিগান রচিত হতে দেখা যায়।
একটি গানের অংশবিশেষ তুলে ধরা হলো:

কাসেম, যায়রে- যুদ্ধে যায় চলিয়া,
সখিনা বিদায় দিল হাসিয়া কান্দিয়া,
কাসেম যায় যায়রে...... ।

সারি

সারি গান বাংলাদেশের জনপ্রিয় একটি গান। এটি মূলত নৌকা বাইচের গান। এদিক বিবেচনায় সারি গান কর্মসংগীতের অন্তর্ভুক্ত। নৌকা বাইচের সময় সারি গান পরিবেশিত হয়। সিলেটের হাওড় অঞ্চল, ময়মনসিংহ, ঢাকা, বরিশাল ও পাবনা জেলা নৌকা বাইচের জন্য প্রসিদ্ধ। একটি প্রচলিত সারি গান তুলে ধরা হলোঃ সোনার বান্ধাইলে নাও, পিতলের গুরা রে, ও রঙ্গের ঘোড়া দোড়াইয়া যাও।

বিচ্ছেদী

যে গানের বাণী ও সুরে প্রিয়জন হারানোর বেদনা, করুণ সুর প্রভৃতি বিশেষভাবে প্রকাশিত থাকে তাকেই বিচ্ছেদী গান বলা হয়। মানবজীবনভিত্তিক এ গান হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের লোকসমাজে প্রচলিত আছে। শরিয়ত, মারফতি গানে অধরাকে ধরার জন্যে ব্যাকুল ভাব এই গানে পাওয়া যায়। হিন্দু সমাজে রাধাকৃষ্ণের প্রেম কাহিনি রূপকভাবে ব্যবহৃত হয়েছে। বিচ্ছেদী গান নিম্নরূপঃ

তোমারো লাগিয়ারে
সদাই প্রাণ আমার কান্দে বন্ধুরে,
প্রাণ বন্ধু কালিয়ারে'।

বারোমাসি

বারোমাসি গান লোকসংগীতের একটি উল্লেখযোগ্য ধারা যা সাধারন মানুষের কাছে বারোমাস্যা নামে পরিচিত। বছরের বারো মাসের সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনার কথা বারোমাসি গানে বর্ণনা করা হয়। এই গান শুরু হয় সাধারণত বৈশাখ মাসের বর্ণনা দিয়ে এবং শেষ হয় চৈত্র মাসের বর্ণনা দিয়ে। বারোমাসির গানগুলো বাংলাদেশের দক্ষিণ পূর্বাঞ্চলে প্রচলন বেশি। বাংলাদেশে প্রচলিত বারোমাসি গানের অংশ বিশেষ তুলে ধরা হলোঃ

বৈশাখ গেল জ্যৈষ্ঠ আইলো
গাছে পাকা আম
আমি কাহার মুখে রস লাগাইতাম
ঘরে নাই মোর শ্যামরে।

টুসু

টুসুগান মূলত পূজার গান। এই গান পৌষ মাসে গীত হয়। বীরভূম, বাঁকুড়া, কুচবিহার এই অঞ্চলে টুসুগান বিশেষভাবে প্রচলিত। একটি টুসুগান তুলে ধরা হলোঃ

ওলো তোরা টুসু লিহে যাসনে বাঁধেলো
ঐ বাঁধেতে ভূত আছে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ
সংগীতগুণীদের জীবনী

আমির খসরু (১২৫২—১৩২৫)

মধ্যযুগে সংগীতের দিক থেকে একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় আলাউদ্দীন খিলজীর রাজত্বকাল। তাঁর দরবারে অন্যতম সংগীতকার ছিলেন আমীর খসরু। আমীর খসরু ভারতে আগমনকারী একটি সম্ভ্রান্ত তুর্কি পরিবারে উত্তর প্রদেশের পাতিয়ালিতে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা সৈফুদ্দীন লাচিন তুর্কিদের একজন নেতৃত্ব স্থানীয় ব্যক্তি ছিলেন। আমীর খসরু একাধারে ছিলেন কবি, সাহিত্যিক, রাজনীতিবিদ, ঐতিহাসিক, গীতরচয়িতা, সংগীত শিল্পী, দার্শনিক, মরমী সাধক এবং যোদ্ধা। সুলতান আলাউদ্দীনের রাজত্বকালে তিনি উর্দু ভাষা প্রচলনে সাহায্য করেন। খসরু 'গজল', মসনবী, কাসিদা, রুবাইৎ এবং নানা ধরনের কবিতা ও গদ্য রচনা করেছেন। আমীর খসরুর মাতৃভাষা পারসি, তুর্কি, আরবি, হিন্দি ও সংস্কৃতেও দখল ছিল। মুসলমান আমলের একটা বৈশিষ্ট্য হলো ভারতীয় শাস্ত্রীয়সংগীতে মিশ্রণের দ্বারা সৌন্দর্য সম্পাদন। আমীর খসরুকে এ ব্যাপারে পুরোধা বলা চলে। মূল ভারতীয় রাগকে পারস্য সংগীতের সঙ্গে মিশিয়ে দিয়ে তিনি রাগের পারসি নামকরণের প্রথাও চালু করেন। সুর মিশ্রণে আমীর খসরু বারোটি রাগের সৃষ্টি করেন বলে জানা যায়। তিনি ইমন এবং বসন্ত রাগ রচনা করেন। কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায় এবং বিষ্ণুনারায়ণ ভাতখণ্ডে বলেছেন যে, আমীর খসরুই ইমন-পুরিয়া, ইমন-ভূপাল, ইমন-কল্যাণ, ঝিঝোঁটি প্রভৃতি নতুন রাগের সৃষ্টি করেন। যন্ত্রসংগীতেও আমীর খসরুর অবদান উল্লেখযোগ্য। সেতার এবং তবলার আকৃতি ও বাদন পদ্ধতির পরিবর্তন করেছিলেন তিনি। আমীর খসরু এবং তাঁর শিষ্যরা যে গান গাইতেন তাকে 'কাওয়ালি' বলা হয়।

ওস্তাদ মোহাম্মদ হোসেন খসরু (১৯০৩—১৯৫৯)

ওস্তাদ মোহাম্মদ হোসেন খসরু ১৯০৩ সালে ২ এপ্রিল কুমিল্লায় (শহরের বিখ্যাত দারোগা বাড়িতে) জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম জাইদুল হোসেন এবং মাতার নাম আফিয়া খাতুন। তাঁদের আসল বাড়ি ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার কসবা গ্রামে। মোহাম্মদ হোসেন খসরুর পিতা একজন বিশিষ্ট বংশীবাদক ছিলেন। তিনি খুব ভালো বাঁশি বানাতেও পারতেন। শৈশব হতেই মোহাম্মদ হোসেনের সংগীতের প্রতি প্রবল আকর্ষণ ছিল। অতি অল্প বয়সেই তিনি পিতার কাছে বাঁশি বাজানো শিখেন। ওস্তাদ জানে আলম চৌধুরী ছিলেন তখনকার দিনে কুমিল্লার প্রখ্যাত সংগীতজ্ঞ। তিনি ছিলেন সম্পর্কে মোহাম্মদ হোসেন খসরুর নানা। মোহাম্মদ হোসেন বাঁশি ছেড়ে নানার কাছে কণ্ঠসংগীতের তালিম নিতে শুরু করেন। অল্প কিছুদিনের মধ্যেই একজন পরিপূর্ণ শিল্পীরূপে মোহাম্মদ হোসেন খসরুর সুনাম ছড়িয়ে পড়ে। মোহাম্মদ হোসেন খসরু অত্যন্ত মেধাবী ছাত্র ছিলেন। ১৯১৮ সালে তিনি দুইটি বিষয়ে লেটার মার্কসহ প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ১৯২৩ সালে কুমিল্লার ভিক্টোরিয়া কলেজ থেকে তিনি ডিস্টিংশনসহ বিএ পাশ করেন। তিনি কিছুদিন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ও কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশুনা করেছেন। এত মেধাবী ছাত্র হওয়া সত্ত্বেও সংগীতের প্রতি গভীর অনুরাগের জন্য তিনি তাঁর বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা জীবন শেষ করতে পারেননি। তিনি এম এ প্রথম পর্বে এবং আইন পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণি লাভ করেছিলেন।

তাঁর স্মৃতিশক্তি এবং সুরজ্ঞান ছিল অত্যন্ত তীক্ষ্ম। যা শুনতেন, তা অতি সহজেই আয়ত্ত করে ফেলতেন। স্মৃতি শক্তি এবং একাগ্রতা ছিল তার সংগীত সাধনায় সফলতার অন্যতম কারণ।

অসাধারণ মেধা ও সাধনার বলে মোহাম্মদ হোসেন একজন গুণী সংগীতশিল্পী হয়ে উঠলেন। ১৯২৮ সালে মোহাম্মদ হোসেন খসরু শাস্ত্রীয়সংগীতে উচ্চতর শিক্ষালাভের উদ্দেশ্যে লক্ষ্মৌ যান। ত্রিপুরার মহারাজ তার সুনাম শুনে তাকে দরবারে সংগীত পরিবেশনের জন্য আমন্ত্রণ জানান। সেখানে বেনারস থেকে আগত মিশিরজি' নামে দুই ভাই সংগীত পরিবেশন করতে এসেছিলেন। তারা মোহাম্মদ হোসেনের গান শুনে খুব তারিফ করেন এবং তাঁকে বেনারসে যাওয়ার জন্য অনুরোধ করেন। রামপুরের বিখ্যাত ওস্তাদ মেহেদী হোসেন খানও ত্রিপুরার রাজদরবারে সংগীত পরিবেশনের জন্য রামপুর থেকে এসেছিলেন। ওস্তাদ মেহেদী হোসেন খান খসরুর গান শুনে খুশি হয়ে তাঁকে সাগরেদ করার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। মেহেদী হোসেন খাঁর কাছেই কোলকাতায় মোহাম্মদ হোসেন খসরু নাড়া বেঁধে তার শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। ১৯২৮ সাল থেকে ১৯৩০ সাল পর্যন্ত তিনি লক্ষ্মৌ, বারানসী (বেনারস) ও দিল্লীর অনেক সংগীতগুণিদের নিকট ধ্রুপদ, খেয়াল, টপ্পা, ঠুমরি প্রভৃতি গানের তালিম নেন। মোহাম্মদ হোসেন খসরুর যেমন বহুমুখী সংগীত প্রতিভা ছিল, তেমনি বহুমুখী তালিমও তিনি লাভ করেন। গুরু মেহেদী হোসেন খাঁর কাছে তিনি ধ্রুপদ', 'ধামার', 'সাদ্রা' ও 'হোরী' অঙ্গের রাগ-রাগিণীর তালিম নেন। লক্ষ্মৌ দিল্লী, রামপুর, আগ্রা ও বেনারসে অবস্থানকালে ওস্তাদ নাসিরুদ্দিন খাঁর কাছে ধ্রুপদ; ওস্তাদ ওয়াজির খাঁ, ওস্তাদ মোহাম্মদ আলী খা, জান বাঈ, ওস্তাদ আল্লাদিয়া খাঁ ও ওস্তাদ বাদল খাঁর কাছে খেয়াল এবং ঠুমরির তালিম নেন ওস্তাদ আব্দুল করিম খাঁ ও ওস্তাদ মঈজুদ্দিন খাঁর কাছে। তিনি ওস্তাদ মসিত খাঁর কাছে তবলায় তালিম গ্রহণ করেন। ১৯৩১ সালে কোলকাতা প্রত্যাবর্তনের পূর্বে তিনি কিছুদিন লক্ষ্মৌর বিখ্যাত 'মরিস কলেজ অব মিউজিক প্রতিষ্ঠানে সহ-অধ্যক্ষের দায়িত্ব পালন করেন।

মোহাম্মদ হোসেনের ডাক নাম ছিল 'খোরশেদ'। আমিরুল ইসলাম শর্কী নামে তার এক সংগীতজ্ঞ বন্ধু ছিলেন।

শর্কী সাহেব বন্ধু খোরশেদের মধ্যে বিখ্যাত সংগীতবিদ আমীর খসরুর গুণাবলির পরিচয় পেয়ে 'খোরশেদ' নাম বদলে 'খসরু' রাখলেন। তখন থেকে তিনি 'খসরু' নামে পরিচিত হতে লাগলেন। তাঁর রচনা ক্ষমতা ছিল অসাধারণ। তিনি বাংলা, উর্দু ও হিন্দিতে অনেক গান ও গজল রচনা করেছেন। তিনি ছিলেন গানপাগল ভাবুক প্রকৃতির মানুষ। গানের আসরে বসলে ঘণ্টার পর ঘণ্টা গান গাইতেন।

মোহাম্মদ হোসেন খসরু ১৯৩২ সালে সমবায় বিভাগে সরকারি চাকরি গ্রহণ করেন। সরকারি এ চাকরিতে তিনি প্রথমে নারায়ণগঞ্জ ও পরে ময়মনসিংহে কর্মরত ছিলেন। সেকালে ময়মনসিংহ ছিল বিখ্যাত সংগীতকেন্দ্র। সেখানকার মুক্তাগাছা, গৌরীপুর, রামগোপালপুর, কালীপুর প্রভৃতি স্থানের জমিদারের সংগীত দরবারসমূহ সেকালের শ্রেষ্ঠ সংগীতগুণিদের দ্বারা অলংকৃত থাকত। ওস্তাদ মোহাম্মদ হোসেন খসরুর ময়মনসিংহে থাকার সময়টি তাঁর জন্য অত্যন্ত আনন্দময় ছিল। এ সময়ে বিভিন্ন দরবারে গান পরিবেশন করে প্রচুর খ্যাতি অর্জন করেন। ১৯৩৩ সালে নারায়ণগঞ্জে অল ইস্ট বেঙ্গল মিউজিক কনফারেন্স বা পূর্ববঙ্গ সংগীত সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এ সম্মেলনে শাস্ত্রীয়সংগীতে অসাধারণ পাণ্ডিত্যের জন্য তাঁকে 'ওস্তাদ' খেতাবে ভূষিত করা হয়। বাংলার গভর্নরের কুমিল্লা সফর উপলক্ষে এক সংগীত সভার আয়োজন করা হয়, তাতে ওস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁ ও ওস্তাদ মোহাম্মদ হোসেন খসরু বিশেষভাবে আমন্ত্রিত হন। এ অনুষ্ঠানে শাস্ত্রীয়সংগীত পরিবেশন করে তিনি সবাইকে মুগ্ধ করেন। এ সময় থেকেই বিশ্বখ্যাত সংগীতজ্ঞ ওস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁর সঙ্গে তাঁর অত্যন্ত প্রীতিপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপিত হয়।

১৯৩৮ সালে তিনি কোলকাতায় বদলি হন এবং ১৯৪৬ সাল পর্যন্ত সেখানে অবস্থান করেন। এ সময়ে তাঁর সংগীত চর্চা খুবই প্রবল হয়ে ওঠে এবং সংগীতজ্ঞ হিসেবে তিনি বিপুল খ্যাতি লাভ করেন। 'নিখিল ভারত সংগীত সম্মেলন' ও 'নিখিল বঙ্গ সংগীত সম্মেলন' এ বিচারকের দায়িত্ব পালন ছিল তাঁর গভীর সংগীত জ্ঞানের স্বীকৃতি। সেসব সম্মেলনে তিনি নিজেও সংগীত পরিবেশন করেন। ১৯২২ সালে বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামের সাথে তার বন্ধুত্ব হয়। কবি ওস্তাদ খসরুর কাছে বহু রাগ-রাগিণীর তালিম নেন। বিভিন্ন গানে সুরারোপের ক্ষেত্রে তিনি কবিকে সহায়তা করেন। নজরুলের কয়েকটি গানে তিনি সুরারোপ করেন এবং নিজে দুইটি নজরুলের গান রেকর্ড করেন।

১৯৪৭ সালে ভারত বিভাগের পর তিনি ১৯৪৮ সালে ঢাকায় চলে আসেন। ঢাকা বেতারে তিনি সংগীত প্রশিক্ষক হিসেবে যোগদান করেন। বেতারে তিনি নিয়মিত শাস্ত্রীয়সংগীত পরিবেশন করতেন। ১৯৫৬ সালে তিনি বুলবুল ললিতকলা একাডেমির (বাফা) অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন। তিনি বুলবুল ললিতকলা একাডেমি ও ঢাকা বোর্ডের প্রবেশিকা ও উচ্চ মাধ্যমিক সার্টিফিকেট শ্রেণির সংগীত বিষয়ের সিলেবাস প্রণয়ন করেন।

বিশ্ববরেণ্য ওস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁ তাঁর সংগীত পারদর্শিতায় মুগ্ধ হয়ে হোসেন খসরুকে 'দেশমণি' উপাধিতে আখ্যায়িত করেন। ১৯৫৪ সালে ওস্তাদ খসরু করোনারী থ্রম্বোসিসে আক্রান্ত হন। তিনি ৬ আগস্ট ১৯৫৯ সালে কুমিল্লায় শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

১৯৬১ সালে পাকিস্তান সরকার ওস্তাদ মোহাম্মদ হোসেন খসরুকে মরণোত্তর 'প্রাইড অব পারফরমেন্স' সম্মানে ভূষিত করেন। ১৯৭৮ সালে তিনি মরণোত্তর 'বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি' পদকে ভূষিত হন। কৃতী গায়ক, শাস্ত্রীয়সংগীতে পণ্ডিত মোহাম্মদ হোসেন খসরু স্মরণীয় হয়ে আছেন।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১—১৯৪১)

যেসব মহান ব্যক্তির কথা স্মরণ করে বাঙালি মাত্রই গর্ব অনুভব করে, কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি বাংলাসাহিত্যে নোবেল পুরস্কার অর্জন করে বিশ্বের কাছে বাঙালির মুখ উজ্জ্বল করেছেন। রবীন্দ্রনাথ ছিলেন বহুমুখী প্রতিভা ও সৃষ্টিক্ষমতার অধিকারী। একাধারে তিনি ছিলেন কবি, ঔপন্যাসিক, গল্পকার, নাট্যকার, প্রবন্ধকার, সংগীতকার, কণ্ঠশিল্পী, নাট্যশিল্পী, চিত্রশিল্পী ও সমাজসেবক।

কোলকাতার জোড়াসাঁকো এলাকার বিখ্যাত ঠাকুর পরিবারে বাংলা ১২৬৮ সালের ২৫ বৈশাখ, ১৮৬১ খ্রিস্টাব্দের ৭ মে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পিতামহ প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুরের সময় থেকেই ঠাকুর পরিবারে সবাই ছিলেন সুশিক্ষিত, সুরুচিসম্পন্ন, কুসংস্কারমুক্ত সংস্কৃতিসেবী। সেখানে সাধারণ শিক্ষাচর্চার পাশাপাশি কাব্য, সাহিত্য, সংগীত, নাট্যকলা ও চিত্রকলা প্রভৃতি বিষয়ে নিয়মিত চর্চা হতো। এমনি এক উন্নত পরিবার ও পরিবেশে লালিত পালিত হওয়ার ফলে রবীন্দ্রনাথও বহু প্রতিভা ও গুণের অধিকারী হতে পেরেছিলেন।

রবীন্দ্রনাথের পিতামহ প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর সংগীতজ্ঞ ছিলেন। তিনি পাশ্চাত্য সংগীতের সমঝদার ছিলেন। রবীন্দ্রনাথের পিতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর রাগসংগীতের, বিশেষ করে ধ্রুপদ গানের অনুশীলন করতেন। বাংলার নিজস্ব বাউল, কীর্তন, প্রভৃতি গানের প্রতিও তাঁর বিশেষ আকর্ষণ ছিল। সেকালের অনেক বিখ্যাত সংগীতগুণি এই ঠাকুর পরিবারে সাদরে স্থান পেয়েছিলেন। তাঁদের মধ্যে যদুভট্ট, বিষ্ণু চক্রবর্তী, শ্যামসুন্দর মিশ্র, শ্রীকণ্ঠ সিংহ, রাধিকাপ্রসাদ গোস্বামী, মওলা বখ্‌শ প্রমুখের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। সংগীতসূত্রে তখনকার বহু গুণিজনের আগমন ঘটত এই পরিবারে। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের দুই ভাই গিরীন্দ্রনাথ এবং নগেন্দ্রনাথও সংগীতে পারদর্শী ছিলেন।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অগ্রজদের মধ্যে দ্বিজেন্দ্রনাথ, সত্যেন্দ্রনাথ, হেমেন্দ্রনাথ ও জ্যোতিরিন্দ্রনাথ সংগীতে দক্ষতা অর্জন করেন। রবীন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠ ভগিনী স্বর্ণকুমারী দেবীও সংগীতজ্ঞ ছিলেন। স্বর্ণকুমারী দেবীর কন্যা সরলা দেবী ছিলেন আরেক প্রতিভাময়ী সংগীতশিল্পী। বলা যায়, ঠাকুর পরিবারের প্রায় সবার মধ্যেই সংগীতের চর্চা ছিল। এমন এক সাংগীতিক পরিবেশের প্রভাব রবীন্দ্রনাথের ওপর খুব বেশি করেই পড়েছিল। বাল্য বয়স থেকেই তাঁর সংগীত শিক্ষা শুরু হয়। অল্প বয়স থেকেই তিনি সুগায়ক হয়ে ওঠেন। কিশোর বয়স থেকেই তিনি সংগীত রচনা করতে শুরু করেন ও সুনাম অর্জন করেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত গান 'রবীন্দ্রসংগীত' নামে পরিচিতি।

রবীন্দ্রনাথ ছিলেন দেবেন্দ্রনাথের সন্তানদের মধ্যে সর্বকনিষ্ঠ। তের-চৌদ্দ বছর বয়স থেকেই তিনি তার ভাই জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের অনুপ্রেরণায় ও প্রশিক্ষণে গান রচনার কাজে হাত দেন। তাঁর সত্যিকারের সংগীত রচনা শুরু হয় বিশ বছর বয়স থেকে। তারপর জীবনের প্রায় শেষ দিন পর্যন্ত অর্থাৎ আশি বছর বয়স পর্যন্ত গান রচনা করেন। রবীন্দ্রনাথের গানের সংখ্যা দুই সহস্রাধিক। এই গানগুলি গীতবিতান গ্রন্থে সংকলিত আছে।

শাস্ত্রীয়সংগীত থেকে শুরু করে লোকসংগীত পর্যন্ত গানের যত প্রকার ধারা বা শৈলী আছে তার প্রায় সমস্তই রবীন্দ্রনাথের গানে ব্যবহৃত হয়েছে। হিন্দুস্তানি শাস্ত্রীয়সংগীতের ধ্রুপদ, ধামার, খেয়াল, ঠুমরি এবং বাংলাগানের ভাটিয়ালি, সারি, বাউল, কীর্তন, পাঁচালি প্রভৃতি আঙ্গিকের গান পাওয়া যায় রবীন্দ্রসংগীতের ভাণ্ডারে। এছাড়াও তার মধ্যে পাওয়া যাবে উপমহাদেশের বিভিন্ন প্রদেশ যথা— পাঞ্জাব, মহীশুর, চেন্নাই, (মাদ্রাজ) গুজরাট, লক্ষ্মৌ, কর্ণাটক প্রভৃতি প্রদেশের গানের রীতি ও সুরভঙ্গি। অন্যদিকে পাশ্চাত্য সুরের প্রয়োগেও তিনি কিছু গান রচনা করেন।

উপমহাদেশের মার্গ ও দেশিসংগীতে ব্যবহৃত তালসমূহের অধিকাংশই, যেমন— চৌতাল, ত্রিতাল, একতাল, ধামার, সুরফাঁক তাল, ঝাঁপতাল, আড়াঠেকা, কাওয়ালি, কাহারবা, তেওড়া, দাদরা, রূপক ইত্যাদি তাল রবীন্দ্রসংগীতে ব্যবহৃত হয়েছে। এ ছাড়াও ব্যবহৃত হয়েছে রবীন্দ্রনাথের নিজের উদ্ভাবিত ও প্রবর্তিত কিছু তাল-ছন্দ, যেমন— ষষ্ঠি, ঝম্পক, রূপকড়া, নবতাল, একাদশী, নবপঞ্চতাল ইত্যাদি।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর সমুদয় গানকে অর্থাৎ গীতবিতানকে মোটামুটিভাবে ছয় ভাগে, ছয়টি পর্যায়ে বিভক্ত করে গেছেন। পর্যায়গুলো হচ্ছে— পূজা, স্বদেশ, প্রেম, প্রকৃতি, আনুষ্ঠানিক ও বিচিত্র। কিন্তু উল্লিখিত পর্যায়ের মধ্যে ফেলা হয়নি এমন বহু গান আছে- পরিশিষ্ট, প্রেম ও প্রকৃতি, জাতীয়সংগীত, নাট্যগীতি ইত্যাদি শিরোনামে। বিষয়, রস, উদ্দেশ্য ইত্যাদি বিচারে তাঁর গান বহু বিচিত্র। আরাধনার গান, উদ্দীপনার গান, হাসির গান, উপলক্ষের গান, ঋতুর গান, শিশু-কিশোরদের গান প্রভৃতি অনেক প্রকার গান রচনা করেছেন।

পৃথক পৃথকভাবে গান রচনা ছাড়াও তিনি গীতিনাট্য ও নৃত্যনাট্য রচনা করেছেন। তাঁর তিনটি গীতিনাট্যের নাম হলোঃ বাল্মীকিপ্রতিভা, মায়ারখেলা ও কালমৃগয়া। তিনটি নৃত্যনাট্যের নাম হলোঃ চিত্রাঙ্গদা, শ্যামা, চণ্ডালিকা। গীতিনাট্যগুলোতে আছে সংলাপ আকারে গানের সমাবেশ। আর নৃত্যনাট্যগুলোতে ঘটেছে নৃত্যাভিনয়ের পরিপূরক হিসেবে গানের সংযোজন।

রবীন্দ্রনাথ অনেক মঞ্চনাটক রচনা করেন, সেগুলোর প্রযোজনা করেন এবং তার কোনো কোনোটিতে অভিনয়ও করেন। এসব মঞ্চনাটকের মধ্যেও বহু গান আছে।

১৯০১ সালে তিনি বীরভূম জেলার বোলপুরে শান্তিনিকেতন নামে এক আদর্শ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন। পরে সেখানে 'বিশ্বভারতী' নামে বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়।

১৯১৩ সালে তিনি তাঁর ইংরেজিতে অনুদিত 'গীতাঞ্জলি' কাব্যগ্রন্থের জন্য নোবেল পুরস্কারে ভূষিত হন।

১৯৪০ সালে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে কবিকে ডক্টরেট ডিগ্রি দেওয়া হয়।

বাংলা ১৩৪৮ সালের ২২ শ্রাবণ, ইংরেজি ১৯৪১ সালের ৭ আগস্ট আশি বছর বয়সে এই মহান পুরুষের জীবনাবসান ঘটে।

বিশ্বকবি, মহান সংগীতকার রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর অগাধ সৃষ্টিকর্ম দিয়ে বাংলা সাহিত্য ও সংগীত ভুবনকে সমৃদ্ধ করে গেছেন। বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে তাঁর গান গেয়ে মানুষ উজ্জীবিত ও অনুপ্রাণিত হয়েছে, শক্তি সঞ্চয় করেছে। বাংলাদেশের জাতীয় সংগীত "আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালবাসি" রবীন্দ্রনাথের রচনা।

কাজী নজরুল ইসলাম

বাংলা সাহিত্যের অনন্য সাধারণ কবি, প্রাবন্ধিক, নাট্যকার, শিল্পী ও সুরস্রষ্টা কাজী নজরুল ইসলাম। এই অমিত প্রতিভাধর কবি (১৩০৬ বঙ্গাব্দের ১১ জ্যৈষ্ঠ অনুযায়ী ১৩ মোহর্‌রম ১৩১৭ হিজরি ২৪মে ১৮৯৯ সালে) জন্মগ্রহণ করেন ভারতের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের বর্ধমান জেলার আসানসোল মহকুমার অন্তর্গত জামুরিয়া থানার চুরুলিয়া গ্রামের এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে। তাঁর পিতার নাম কাজী ফকির আহ্‌মদ, মাতা কাজী জাহেদা খাতুন। চার ভাই-বোনের ভিতর কবি ছিলেন দ্বিতীয়। বড়ো ভাই কাজী সাহেবজান, দ্বিতীয় কাজী নজরুল ইসলাম, তৃতীয় কাজী আলি হোসেন এবং বোন কাজী উম্মে কুলসুম। কথিত আছে, চার ভাইয়ের অকাল মৃত্যুর পর কবির জন্ম হওয়ায় সবাই তাঁকে 'দুখু মিঞা' বলে ডাকত। আবার অনেকে বলেন শিশুকালে পিতৃবিয়োগ হওয়ায় নিদারুণ দারিদ্র্যের ভিতর তাঁর বাল্যকাল অতিবাহিত হয়। সেই কারণেই তাঁকে 'দুখু মিঞা' বলে ডাকা হতো। মাত্র নয় বৎসর বয়সে ৭ চৈত্র ১৩১৪ বঙ্গাব্দ ১৬ সফর ১৩২৬ হিজরি ২০ মার্চ ১৯০৮ সালে নজরুলের পিতার মৃত্যু হয়। ফলে সংসারে দারিদ্র্য চরমে ওঠে। এ সময়ে নজরুল গ্রামের মক্তবের ছাত্র ছিলেন। এই মক্তব থেকেই তিনি প্রাথমিক পরীক্ষায় পাশ করেন। কিন্তু নিদারুণ দারিদ্র্য আর সাংসারিক অশান্তির কারণে তার স্বাভাবিক পড়াশোনা বন্ধ হয়ে যায়। সংসার চালানোর জন্য মাত্র দশ বৎসর বয়সে বালক নজরুলকে মক্তবে শিক্ষকতা করতে হয়। শুধু তাই নয়, মসজিদে ইমামতি, মাজার শরিফে খিদমতগিরি, গ্রামে মোল্লাগিরি করতে হয় অর্থ উপার্জনের জন্য। অত্যন্ত সৎ ধার্মিক মুসলমান পরিবারে জন্মগ্রহণ করার ফলে পিতার ধর্মপরায়ণতা, সততার দ্বারা বাল্যকালেই নজরুল প্রভাবিত হয়েছিলেন এবং পরবর্তীতেও তা অটুট ছিল। নজরুলের স্বাভাবিক পড়াশোনা বাধাপ্রাপ্ত হলেও তাঁর জ্ঞানপিপাসা থেমে থাকেনি। স্কুলের বিধিবদ্ধ পড়াশোনার বাইরে যাকিছু শিক্ষণীয় সবকিছুই তাঁকে বিশেষভাবে আকর্ষণ করত। কবি আরবি ও ফারসি ভাষার প্রথম পাঠ গ্রহণ করেন মক্তবের শিক্ষক কাজী ফজলে আহমদের কাছে। তার পিতৃব্য (পিতার চাচাত ভাই) বজলে করিম ফারসি ভাষায় সুপণ্ডিত ছিলেন এবং ফারসি ভাষায় কবিতা লিখতেন। তাঁর সাহচর্যে কবি আরবি ও ফারসি মিশ্রিত বাঙলা কাব্য রচনা শুরু করেন। উক্ত ভাষা ও সাহিত্যচর্চা, ইমামতি, খিদমতগিরি পরবর্তীকালে সম্পূর্ণ নতুন ধারার ইসলামি সংগীত বিশেষভাবে গজল গানে যথোপযুক্ত আরবি, ফারসি, উর্দু শব্দ প্রয়োগে সহায়তা করে।

কবি মাত্র বারো বছর বয়সে অর্থ উপার্জনের জন্য 'লেটো' দলে যোগ দেন। লেটোগান, কবি ও যাত্রা সম্বলিত এক প্রকার গীতি। দুই দলের মধ্যে কবিতা ও গানের মাধ্যমে যেকোনো একটি বিষয়কে ভিত্তি করে লড়াই, এর প্রধান উপজীব্য। কবি প্রাথমিকভাবে খুব সাধারণ অবস্থায় লেটো দলে যোগ দিলেও খুব কম সময়ের মধ্যেই নিজ প্রতিভাবলে দলের শ্রেষ্ঠতম ওস্তাদ পদটি অধিকার করে নিয়েছিলেন। ওস্তাদ হওয়ার সুবাদে তাঁকে প্রায়ই দলের অনুরোধ মতো বিভিন্ন বিষয়ে লেটো গান লিখতে হয়েছে। যার ফলে তিনি পরবর্তীকালে ভক্তিগীতি ও বিভিন্ন ফরমায়েসী সংগীত রচনায় অনায়াসে সাফল্য লাভ করেন।

সদাচঞ্চল কবি কোনো এক জায়গায় বেশিদিন থাকতে পারতেন না। কাজেই এখানেও ব্যতিক্রম ঘটলো না। হঠাৎ করেই লেটোদল ছেড়ে বর্ধমানের মাথরুন স্কুলে ষষ্ঠ শ্রেণিতে ভর্তি হলেন। শিক্ষক ছিলেন কবি কুমুদরঞ্জন মল্লিক। কিছুদিনের মধ্যেই আর্থিক অনটনের কারণে আবার স্কুল ত্যাগ করেণে। এরপর কিছুদিন বাসুদেবের সখের কবিগানের আসরে ঢোলক বাজিয়ে গান করেছিলেন। এই সময় তিনি পালাগান, স্বরচিত কবিতায় সুরারোপ করতে ব্যস্ত ছিলেন। এই সময়টি পরবর্তীকালে স্বনামধন্য সুরকার ও সংগীতজ্ঞ হিসেবে প্রতিষ্ঠা পাওয়ার ব্যাপারে বিশেষভাবে সহায়তা করে।

একদিন এই সখের কবিগানের আসরে নজরুলের গান শুনে এক খ্রিষ্টান গার্ড সাহেব মুগ্ধ হন এবং তাকে বাবুর্চির কাজ দিয়ে তার প্রাসাদপুরের বাংলায় নিয়ে যান। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই সেই গার্ড সাহেবের দেওয়া চাকরি ছেড়ে আবার চলে আসেন আসানসোল। এবার তিনি চাকরি নেন এম-বক্শের চা রুটির দোকানে। বিনা পয়সায় খাওয়া দাওয়াসহ বেতন ছিল মাসে এক টাকা। কিন্তু থাকার কোনো জায়গা ছিল না। সারাদিন পরিশ্রম করে পরিশ্রান্ত নজরুল পাশের একটি তিন তলা বাড়ির নিচে ঘুমিয়ে থাকতেন। ঐ বাড়িতে কাজী রফিজউল্লাহ নামে পুলিশের এক সাব-ইন্সপেকটর থাকতেন। তিনি কবিকে পাঁচ টাকা বেতনে গৃহভৃত্যের কাজে নিযুক্ত করেন। কাজী রফিজউল্লাহ এবং তার স্ত্রী নজরুলকে খুব স্নেহ করতেন। তাদের বাড়ি ছিল ময়মনসিংহ জেলার কাজীর শিমলা গ্রামে। তারা কবি নজরুলকে তাদের বাড়িতে নিয়ে আসেন এবং দরিরামপুর হাই স্কুলে সপ্তম শ্রেণিতে ভর্তি করে দেন। কিন্তু এখানেও কবি মাত্র কয়েক মাস থাকেন এবং বার্ষিক পরীক্ষা দিয়ে কাউকে কিছু না জানিয়ে চলে যান। তারপর আবার তিনি রাণিগঞ্জ চলে যান এবং শিয়ারসোল রাজ হাইস্কুলে অষ্টম শ্রেণিতে ভর্তি হন। সেখানে তিনি দশম শ্রেণি পর্যন্ত লেখাপড়া করেন। তার মেধা ও প্রতিভার পুরস্কার হিসেবে রাজ পরিবার থেকে মাসিক সাত টাকা বৃত্তি ও বিনা খরচে ছাত্রাবাসে থাকা ও খাওয়ার সুযোগ পান। এখানে কবির পরিচয় ঘটে প্রখ্যাত সাহিত্যিক শ্রী শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় এর সাথে এবং অচিরেই এই পরিচয় গভীর বন্ধুত্বে পরিণত হয়।

কবি শিয়ারসোল রাজ হাইস্কুলের ছাত্র থাকাকালীন শিক্ষক হিসেবে পেয়েছিলেন হাফিজ নুরন্নবী সাহেবকে। তিনি নজরুলের মেধা, কাব্যপ্রীতি ও ফারসি ভাষায় দখল দেখে মুগ্ধ হন এবং স্কুলে তাঁর দ্বিতীয় ভাষা হিসেবে সংস্কৃত ছাড়িয়ে ফারসি পড়ার ব্যবস্থা করেন। পরবর্তীকালে নজরুলের ফারসি ভাষায় জ্ঞান, ফারসি সাহিত্য পড়া এবং তাঁর কবিতায় ব্যবহার সবকিছুতেই সেই শিক্ষকের অবদান অনস্বীকার্য। সংগীতের প্রতি কবির আগ্রহ ছিল প্রথম থেকেই। উক্ত স্কুলে আরও একজন শিক্ষক ছিলেন শ্রী সতীশ চন্দ্র কাঞ্জিলাল। শাস্ত্রীয়সংগীতে তার যথেষ্ট দখল ছিল। উক্ত শিক্ষকের সাহচর্যে এসে কবির সংগীতের প্রতি আগ্রহ বেড়ে গিয়েছিল। সতীশচন্দ্র অত্যন্ত যত্নের সাথে কবিকে শাস্ত্রীয়সংগীতের তালিম দিতে থাকেন। কিন্তু সদাচঞ্চল কবি এখানেও বেশিদিন থাকতে পারলেন না।

প্রি-টেস্ট পরীক্ষা দেওয়ার পর চারিদিকে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের দামামা বেজে উঠল। সৈন্য যোগাড়ের তোড়জোড় চলছিল। অর্থের প্রয়োজনে কবি বাধ্য হয়ে ১৯১৭ সালে ৪৯ নম্বর বাঙালি পল্টনে যোগ দিয়ে প্রথমে লাহোরের নৌশরাতে চলে যান। সেখানে তিন মাস ট্রেনিং নেওয়ার পর তিনি করাচি সেনানিবাসে চলে যান। ১৯১৭ সাল থেকে ১৯২০ সাল পর্যন্ত তিনি সেনা বিভাগে চাকরি করেন এবং হাবিলদার পদে উন্নীত হন। সৈনিক জীবনের কঠোর নিয়ম শৃঙ্খলার মধ্যে থেকেও নজরুলের সাহিত্য চর্চা থেমে থাকেনি বরং প্রকৃত সাহিত্যচর্চা এখানেই শুরু হয়। তাঁর প্রথম গল্প 'বাউণ্ডুলের আত্মকাহিনি', প্রথম কবিতা 'মুক্তি' এখানেই রচিত হয়। এই সময় তাঁর পরিচয় ঘটে এক পাঞ্জাবি মৌলভী সাহেবের সাথে। তিনি ফারসি সাহিত্যে সুপণ্ডিত ছিলেন। পূর্বে নজরুলের ফারসি জানা থাকার কারণে মৌলভি সাহেবের কাছে বিখ্যাত পারস্য কবিদের অমূল্য কাব্যগ্রন্থ পাঠের সুযোগ পান। পরবর্তীকালে নজরুল হাফিজের গজল ও রুবাইয়াত এর অনুবাদ করেন এবং ১৯৩০ সালে অনুবাদগুলো পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়।

যুদ্ধের পর বাঙালি পল্টন ভেঙে দেওয়া হলো। নজরুল সোজা চলে এলেন কোলকাতায় বন্ধু শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় এর বাড়িতে। পরে বঙ্গীয় মুসলিম সাহিত্য সমিতির অফিসে চলে আসেন এবং সমিতির সার্বক্ষণিক কর্মী মুজাফফর আহমদকে বন্ধু এবং একমাত্র সাথি হিসেবে পান। প্রকৃতপক্ষে এখানেই নজরুলের সাহিত্যিক জীবনের এক নতুন অধ্যায় শুরু হয়। তৎকালীন বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় নজরুলের কবিতা, গান, গল্প, প্রবন্ধ একের পর এক প্রকাশিত হতে থাকে। এই সময় কুমিল্লা জেলার অন্তর্গত দৌলতপুর গ্রামের আলি আকবর খান নামে এক ভদ্রলোকের সঙ্গে তার আলাপ হয় এবং তার অনুরোধে হঠাৎ করে কুমিল্লা এসে হাজির হন। সেটা ছিল ১৯২১ সালের এপ্রিল ১৩২৭ বঙ্গাব্দের চৈত্র মাসে। সেখানে কয়েক মাস থাকার পর ১৩২৮ সালে ৩ আষাঢ় ১৯২১ সালের ১৭ জুন শুক্রবার আলি আকবর খান সাহেবের ভাগ্নী নার্গিস আসার খানমের সঙ্গে তার বিবাহ সম্পন্ন হয়। কিন্তু এই বিবাহ আদৌ সুখের হয়নি। এমনকি বিয়ের দিনগত রাত্রেই কবি দৌলতপুর ত্যাগ করে কুমিল্লা চলে আসেন। সেখানে বিখ্যাত সেনগুপ্ত পরিবারে তিনি অত্যন্ত আদরের সাথে কিছুদিন বাস করেন। তারপর নজরুলের অকৃত্রিম বন্ধু মুজাফফর আহমদ তাঁকে কোলকাতা ফিরিয়ে নিয়ে যান এবং তালতলা লেনের এক বাড়িতে বসবাস শুরু করেন, সেখানেই লিখেছিলেন তাঁর চিরস্মরণীয় কবিতা 'বিদ্রোহী' । ১৩২৮ সালের কার্তিক সংখ্যা মোসলেম ভারত পত্রিকায় কবিতাটি প্রকাশিত হয়। কিন্তু জনসমক্ষে ব্যাপকভাবে প্রচারিত হয় ১৩২৮ সালের ২২ পৌষ ১৯২২ সালের ৬ জানুয়ারি 'সাপ্তাহিক বিজলী'র মাধ্যমে। কবিতাটি প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সুধীমহলের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয় এবং সারা বাংলায় তুমুল আলোড়ন সৃষ্টি হয়। বাইশ বছর বয়সের এক তরুণের পক্ষে এমন বলিষ্ঠ কবিতা লেখা সত্যিই অবিশ্বাস্য ব্যাপার।

নজরুল বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন দৈনিক, সাপ্তাহিক, অর্ধ-সাপ্তাহিক পত্রিকা সম্পাদনার ও সাংবাদিকতার কাজ করেন। যেমন—দৈনিক নবযুগ, সেবক এবং মোহাম্মদীতে সাংবাদিকতা ও 'ধূমকেতু', 'লাঙল' 'গণবাণী' ইত্যাদি পত্রিকার সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেন। বিশেষ করে 'ধুমকেতু' পত্রিকা সে সময়ে ইংরেজ বিরোধী আন্দোলনে বাঙালি তথা ভারতবাসীদের ভীষণভাবে উদ্বুদ্ধ করেছিল । ১৯২২ সালের ধূমকেতু পূজা সংখ্যায় নজরুলের কবিতা 'আনন্দময়ীর আগমনে' প্রকাশিত হওয়ার পর তিনি এবং 'ধূমকেতু' ইংরেজ সরকারের কোপানলে পড়ে এবং উক্ত সংখ্যাটি বাজেয়াপ্ত করা হয়। শুধু তাই নয় উক্ত অপরাধে নজরুলকে গ্রেপ্তার করে কারাগারে পাঠানো হয়। হুগলী জেলে থাকাকালে রাজনৈতিক বন্দিদের ওপর অমানুষিক ব্যবহারের প্রতিবাদে নজরুল ৩৯ (ঊনচল্লিশ) দিন অনশন ধর্মঘট করেন। এই অনশনের পর নজরুলের খ্যাতি আরও বেড়ে যায়। এই সময় ১০ মাঘ ১৩২৯ বঙ্গাব্দ কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তার 'বসন্ত' নাটকটি কবি নজরুলের নামে উৎসর্গ করেন।

তারপর ১৩৩১ বঙ্গাব্দের ১২ বৈশাখ অনুযায়ী ১৯২৪ সালের ২৪ এপ্রিল কুমিল্লার গিরীবালা দেবীর কন্যা প্রমীলা সেনগুপ্তকে বিবাহ করেন। সাহিত্য ও সংগীতের মাধ্যমে পরাধীনতার শৃঙ্খল মুক্ত করার জন্য নজরুল সমগ্র দেশবাসীকে ভীষণভাবে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন। আজীবন দারিদ্র্য আর প্রতিকূল পরিবেশে থেকেও তিনি শোষণ, অত্যাচার, সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে সোচ্চার ছিলেন। তৎকালীন কোলকাতায় হিন্দু মুসলিম দাঙ্গার সময় সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে নজরুল সক্রিয়ভাবে লেখনী ধরেন। রচনা করেছেন অসংখ্য মানবতাবাদী অসাম্প্রদায়িক গান।

কবি নজরুল হুগলীতে থাকাকালে তার প্রথম পুত্র আজাদ কামালের জন্ম হয়। কিন্তু কয়েকদিনের মধ্যেই তার অকাল মৃত্যু ঘটে। এরপর ১৯২৬ সালের ৯ সেপ্টেম্বর দ্বিতীয় পুত্র বুলবুলের জন্ম হয় কৃষ্ণনগরে এবং তার নামানুসারে তার সংগীত গ্রন্থের নামকরণ করেন 'বুলবুল' । এই সময় নজরুল গজল গান রচনায় মেতে ওঠেন এবং বেশকিছু অসাধারণ গজল গান রচনা করেন।

নজরুলের যশখ্যাতি যেমনভাবে সারা দেশে ছড়িয়ে পড়েছিল সে তুলনায় মোটেও তার অর্থ প্রাপ্তি ঘটেনি। এর কারণ হয়ত তার শিশুর মতো সরল মন। অনেকেই তাকে ব্যবহার করে অর্থ উপার্জন করেছেন কিন্তু তিনি তার সামান্যই ভোগ করতে পেরেছেন। এই নিদারুণ অর্থ কষ্টের ভিতর ১৯৩৭ সালের ২৪ বৈশাখ ইংরেজি ১৯৩০

সালের ৭ মে বুধবার পুত্র বুলবুল বসন্তরোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করে। এই মৃত্যু কবির মনে গভীর ক্ষত সৃষ্টি করেছিল। তিনি শোকে মুহ্যমান হয়ে পড়েছিলেন। এই অশান্তি থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য তিনি এক আধ্যাত্মিক গৃহযোগী বরোদাচরণ গুপ্তের সান্নিধ্যে আসেন। কিছুদিন নির্বাসিত জীবন যাপন করার পর তিনি মানসিক শান্তি লাভ করেন। তাঁর বিশৃঙ্খল জীবনে শৃঙ্খলা ফিরে আসে। এই সময়ে নজরুল বেশকিছু অসাধারণ শ্যামাসংগীত ও ভক্তিগীতি রচনা করেন।

তার অসাধারণ কাব্যগ্রন্থের ভিতর কয়েকটির নাম: ব্যথার দান, অগ্নিবীণা, যুগবাণী, দোলনচাপা, বিষের বাঁশি, ভাঙার গান, রিক্তের বেদন, ঝিঙে ফুল, পূবের হাওয়া, ছায়ানট, সিন্ধু হিল্লোল, সর্বহারা, ফণি-মনসা, বাঁধনহারা, জিঞ্জির, বুলবুল, চক্রবাক, সন্ধ্যা, প্রলয়-শিখা, কুহেলিকা ইত্যাদি। ১৯২৮ সালে নজরুল গ্রামোফোন রেকর্ড কোম্পানির সঙ্গে যুক্ত হন। এসময় কবি সংগীত চর্চা ও গবেষণায় মগ্ন হয়ে যান।

তিনি ছায়াছবি ও রঙ্গমঞ্চের সাথেও যুক্ত হন এবং কয়েকটি ছায়াছবিতেও অভিনয় করেন। আলেয়া, বিদ্যাপতি, সাপুড়ে, মহুয়া প্রভৃতিতে গীত রচনা, সুর ও সংগীত পরিচালকের দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৩৭ সাল থেকে ১৯৪২ সাল পর্যন্ত কবি বেতারের সঙ্গে যুক্ত থেকে অসংখ্য গুরুত্বপূর্ণ অনুষ্ঠান উপহার দেন। ১৯৪০ সালের দিকে কোলকাতা বেতার থেকে 'হারামণি ও নবরাগমালিকা' নামে দুইটি অনুষ্ঠান তার পরিকল্পনা ও পরিচালনায় অনুষ্ঠিত হতো এবং প্রচুর জনপ্রিয়তা পেয়েছিল।

১৯৪০ সালের শেষের দিকে কবি অনুভব করেছিলেন তার অসুস্থতার কথা। এর কিছুদিন পর তার স্ত্রী প্রমীলা নজরুল পক্ষাঘাতে আক্রান্ত হন। এই সময়টি নজরুলের জীবনে সবচেয়ে দুঃসময় হিসেবে চিহ্নিত হয়ে আছে। নিদারুণ অর্থকষ্ট, স্ত্রীর অসুস্থতা কবিকে বিপর্যস্ত করে ফেলেছিল। এই দুঃসহ মানসিক যন্ত্রণা বোধহয় আর সহ্য করতে পারেননি কবি। ১৯৪২ সালের ১০ জুলাই এক দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে তিনি নির্বাক হয়ে গেলেন। কিন্তু তাঁর চিকিৎসার কোনো ব্যবস্থা হয়নি। প্রায় দশ বৎসর পর ১৯৫২ সালের ২৭ জুন নজরুল সমিতি গঠিত হয়।

কবিকে প্রথমে রাঁচি সেন্ট্রাল হাসপাতালে পাঠিয়ে কিছুদিন চিকিৎসা করা হয়। কিন্তু কোনো সুফল পাওয়া যায়নি। শেষে ১৯৫৩ সালের ১০ মে সস্ত্রীক কবিকে লন্ডন পাঠানো হয়। তারপর ভিয়েনা। সেখানকার ডাক্তারগণ কবির অসুস্থতা যে পর্যায়ে পৌছেছে তাতে আরোগ্য লাভের কোনো আশা বলে নেই অভিমত প্রকাশ করেন। ফলে ১৫ ডিসেম্বর কবিকে পুনরায় কোলকাতায় ফিরিয়ে আনা হয়।

কবি নির্বাক হয়ে যাওয়ার পর ১৯৪৫ সালে কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে 'জগত্তারিণী' পুরস্কারে ভূষিত করে। ১৯৬০ সালে ভারত সরকার 'পদ্মভূষণ' উপাধিতে ভূষিত করে। ১৯৬৯ সালে রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয় সম্মানসূচক 'ডি-লিট' উপাধিতে ভূষিত করে।

কবি পত্নী প্রমীলা নজরুল ১৯৬২ সালের ৩০ জুন শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। ১৯৭১ সালের স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর শেখ মুজিবুর রহমানের ঐকান্তিক চেষ্টায় ভারত সরকার এই লোকপ্রিয় কবিকে বাংলাদেশে নিয়ে আসার অনুমতি দেন। তারপর ১৯৭২ সালের ২৪ মে কবিকে ঢাকা আনা হয় এবং ২৫ মে দেশব্যাপী বিপুল উৎসাহ ও উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে কবির ৭৩তম জন্মদিন পালন করা হয়। বাংলাদেশ সরকার, দেশের সকল মানুষ তাঁকে রাজকীয় সম্মানে ভূষিত করলেন। অপরিসীম শ্রদ্ধায় সরকার ১৯৭৫ সালের জানুয়ারি মাসে কবিকে নাগরিকত্ব প্রদান করেন এবং দেশের সর্বোচ্চ পুরস্কার একুশে পদকে ভূষিত করেন। এছাড়াও

১৯৭৫ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সম্মানসূচক ডি-লিট উপাধিতে ভূষিত করেন। বাংলাদেশ সরকার ও বাংলাদেশের মানুষ তাকে আমাদের জাতীয় কবির মর্যাদা ও স্বীকৃতি দিয়ে সম্মানিত করেন। ১৯৭৬ সালের ২৯ আগস্ট ১৩৮৩ বাং সালের ১২ ভাদ্র রবিবার তৎকালীন ঢাকা পি জি হাসপাতালে বর্তমানে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় হাসপাতালে কবি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় মসজিদের পাশে পরিপূর্ণ রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় তাঁকে সমাহিত করা হয়।

কাজী নজরুল ইসলামের সংগীত জীবন

কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিভিন্ন সময় বিভিন্ন গুণিজনের সাহচর্যে আসেন এবং সংগীত চর্চা করেন। কিশোর বয়সে অর্থের প্রয়োজনে লেটো দলে যোগ দিয়ে দলপতির কাছে গান শিখে আবার অন্যদের শিক্ষা দিতেন। তাঁর প্রতিভা ও অনুশীলনের ফলে অত্যন্ত কম সময়ের মধ্যে তিনি লেটো দলের দলপতির পদে উন্নীত হয়ে দায়িত্বপালন করেন। এই সময় তিনি হারমোনিয়াম, বাঁশি ও তবলা বাদনে সবিশেষ পারদর্শী হয়ে ওঠেন। তারপর শিয়ারসোল রাজ হাইস্কুলের ছাত্র থাকাকালীন উক্ত স্কুল শিক্ষক শ্রী সতীশচন্দ্র কাঞ্জিলালের কাছে শাস্ত্রীয়সংগীতের তালিম নেন। এছাড়াও কবি মুর্শিদাবাদের তৎকালীন প্রখ্যাত ওস্তাদ কাদের বক্‌স এবং মঞ্জু সাহেবের কাছে শাস্ত্রীয়সংগীতের তালিম নেন। চুঁচুড়ার প্রখ্যাত সেতার বাদক প্রকৃতি গঙ্গোপাধ্যায়-এর কাছে কিছুদিন সেতার শেখেন। এছাড়া নজরুল বিশেষভাবে শাস্ত্রীয়সংগীতের তালিম নেন তৎকালীন প্রখ্যাত সংগীতগুণি গ্রামোফোন কোম্পানির সংগীত প্রশিক্ষক ওস্তাদ জমিরুদ্দিন খাঁর কাছে। নজরুলের সংগীত চর্চা ও গবেষণা বাংলাগানের ভাণ্ডারকে করেছে সমৃদ্ধ ও বৈচিত্র্যময়।

বাংলায় গজল গান ও ইসলামি সংগীতের তিনিই প্রবর্তক। প্রচলিত ও লুপ্তপ্রায় রাগ-রাগিণীর চর্চা ছাড়াও তিনি বেশ কয়েকটি রাগ সৃষ্টি করেন। তিনি প্রাচীন কয়েকটি ছন্দের প্রচলন ও নবনন্দন নামে একটি তাল সৃষ্টি করেন। কবিসৃষ্ট কয়েকটি রাগের নাম এখানে উল্লেখ করা হলো। যেমনঃ রাগ— বেণুকা, উদাসী ভৈরব, অরুণভৈরব, সন্ধ্যামালতী, বনকুন্তলা, নির্ঝরিণী, অরুণরঞ্জণী, দোলনচাঁপা, আশাভৈরবী ইত্যাদি। নজরুল যে সকল সংস্কৃত ছন্দ তাঁর গানে ব্যবহার করেছেন সেগুলো হলোঃ প্রিয়া (৭ মাত্রা) মনিমালা (২০ মাত্রা) মঞ্জুভাষিণী (১৮ মাত্রা) স্বাগত (১৬ মাত্রা)।

বাংলাগানে কবি নজরুল যে অবদান রেখে গেছেন তা চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। বাংলাগানের এমন কোনো শাখা নেই যেখানে কবির বিচরণ ছিল না। ধ্রুপদ, খেয়াল, টপ্পা, ঠুমরি, কাজরি, গজল, দেশাত্মবোধক, হাসির গান, ইসলামি, জাগরণী, ভাটিয়ালি, ছাত্রদলের গান, মার্চ সংগীত, শ্যামা সংগীত, ঝুমুর, কীর্তন, বাউল, ভজন সকল পর্যায়ের গান রচনা করে কবি বাংলাগানের ভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করে গিয়েছেন। নজরুল তিন হাজারেরও অধিক গান রচনা করে গেছেন। এককভাবে কোনো গীতিকবি ও সুরকারও এত বিপুল সংখ্যক গান রচনা করেননি। বাংলাগানের ইতিহাসে নজরুলের অবদান স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে চিরদিন।

জসীমউদ্‌দীন (১৯০৩—১৯৭৬)

পল্লি বাংলার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য তথা গ্রামীণ জীবনের সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না, ব্যথা-বেদনা, আশা-আকাঙ্খার সার্থক রূপকার কবি জসীমউদ্‌দীন। গ্রাম বাংলার চিত্র তাঁর কবিতায় এমনভাবে প্রতিফলিত, যে জন্য পল্লিকবির সম্মানিত আসনটি তাঁর।

পল্লিকবি জসীমউদ্‌দীনের জন্ম ফরিদপুর জেলার তাম্বুলখানা গ্রামে ১৯০৩ সালের ১ জানুয়ারি। তার পৈতৃক নিবাস ফরিদপুরের অনতিদূরে অবস্থিত গোবিন্দপুর গ্রামে। পিতার নাম মৌলভি আনসারউদ্দীন। তিনি ছিলেন স্কুল শিক্ষক। বাল্যকালে জসীমউদ্‌দীন ছিলেন খুবই চঞ্চল প্রকৃতির। গাঁয়ের ছেলেদের সাথে সারাদিন ঘুরে বেড়াতেন বনে বাদাড়ে, নদীতীরে। জসীমউদ্‌দীন যখন দ্বিতীয় শ্রেণিতে পড়তেন তাঁর পাঠশালার সাথি এক বন্ধুর বাড়িতে তখন কোলকাতা থেকে নিয়মিত 'সন্দেশ' এবং অন্যান্য পত্রিকা আসত। তিনি গভীর মনোযোগ দিয়ে এসব পত্রিকা পড়তেন এবং তাঁর দারুণ ভালো লাগত।

কবি ফরিদপুরের হিতৈষী স্কুলের পড়া শেষ করে ভর্তি হলেন ফরিদপুর জেলা স্কুলে। এই স্কুলে থাকতেই জসীমউদ্‌দীনের মধ্যে কবিতা লেখার নেশা জেগেছিল। কিন্তু কবির মনে হলো এই সুদূর গ্রামে পড়ে থাকলে কবি হওয়া যাবে না। তাই তাঁকে কোলকাতা যেতে হবে। মিশতে হবে বৃহত্তর গুণি সমাজের সাথে। তিনি কোলকাতায় চলে এলেন। সেখানে তাঁর সঙ্গে পরিচয় হলো জাতীয় মঙ্গলের কবি মোজাম্মেল হক ও বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামের সাথে। নজরুল কিশোর জসীমউদ্‌দীনের কবিতায় নতুন ভাবধারা উপলব্ধি করলেন এবং কবিতার জগতে সর্বত্র সহায়তা ও সান্নিধ্য লাভের সুযোগ করে দিলেন। এভাবেই কোলকাতায় কাটলো তার কিছুদিন। কবির মনে অন্য বাসনা জাগলো পড়ালেখা করতে হবে- প্রকৃত শিক্ষায় শিক্ষিত হতে হবে; তবে না সার্থক কবি হওয়া যাবে। এমন বাসনা নিয়ে ফিরে এলেন ফরিদপুরে। ফরিদপুর জেলা স্কুল থেকে ম্যাট্রিক পাশ করলেন। তারপর ফরিদপুর রাজেন্দ্র কলেজ থেকে বিএ পাশ করেন এবং উচ্চ শিক্ষার জন্য চলে যান কোলকাতায়। দেশে আই এ পড়ার সময়েই তিনি কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ড. দীনেশচন্দ্র সেন এর সহযোগিতায় একটি বৃত্তি পেয়েছিলেন। এ বৃত্তি ছিল পল্লি অঞ্চলের গান, গাঁথা, পুঁথিকাব্য সংগ্রহ করার কাজ। তিনি গ্রামে গ্রামে ঘুরে ঘুরে এসব সংগ্রহ করতেন। তার বিনিময়ে পেতেন মাসে ৭০ টাকার বৃত্তি। তিনি এমএ পাশ করার সময় পর্যন্তও এই বৃত্তি পেয়েছিলেন।

ড. দীনেশচন্দ্র সেন তাঁকে অত্যন্ত স্নেহ করতেন। কোলকাতায় তাঁর কবি হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভের ক্ষেত্রে ড. দীনেশচন্দ্র সেনেরই অবদান সবচেয়ে বেশি। তিনিই কবির প্রথম কাব্য 'নকশী কাঁথার মাঠ' প্রকাশ করার ব্যবস্থা করে দেন এবং কবির 'কবর' কবিতাটি প্রবেশিকা বাংলা সংকলনে অন্তর্ভুক্ত করান। তখন জসীমউদ্‌দীন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। ড. দীনেশচন্দ্র সেন যখন পত্রিকায় জসীমউদ্‌দীনকে নিয়ে 'A Young Muslim Poet' শিরোনামে একটি নিবন্ধ প্রকাশ করেন তখনি জসীমউদ্‌দীনের নাম ছড়িয়ে পড়ে এবং তিনি সুধী সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হন।

কোলকাতায় পড়ার সময়েই তাঁর পরিচয় ঘটে জোড়াসাঁকোর ঠাকুর পরিবারের সাথে এবং প্রথম পরিচয় হয় শিল্পী অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সাথে। তারপর পরিচয় ঘটে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সাথে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সে সময় প্রকাশিত 'নকশী কাঁথার মাঠ' এবং 'রাখালী' কাব্য পাঠ করে জসীমউদ্‌দীনের কবি প্রতিভার ভূয়সী প্রশংসা করেন। শুধু তাই নয় পরবর্তীতে রবীন্দ্রনাথ একটি বাংলা কবিতার সংকলন প্রকাশ করেন এবং সেই সংকলনে জসীমউদ্দীনের 'রাখালী' কাব্যের অন্তর্গত 'উড়ানীর চর' কবিতাটি অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন। এটা ছিল জসীমউদ্‌দীনের জন্য কবি হিসেবে বিশ্বকবি কর্তৃক স্বীকৃতি লাভ এবং বিরল সম্মান।

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে পরিচয় হওয়ার পর তিনি প্রায়ই জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়িতে আসতেন। এভাবে একদিন তাঁর পরিচয় হয় গল্পকার প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে। প্রভাতকুমারের বাড়িতে নিয়মিত গল্পের আসর বসত। জসীমউদ্‌দীন ছিলেন সে আসরের একজন সদস্য। প্রভাত কুমারের এক মেয়ের নাম ছিল 'হাসু'। ফুটফুটে ছোট্ট মেয়ে হাসু। তার সঙ্গে কবির খুব ভাব হয়ে গিয়েছিল। তিনি মেয়েটাকে কোলে নিয়ে আদর করতেন। আর ছড়া গান শোনাতেন। পরে এই হাসুকে নিয়েই তিনি লিখেছিলেন একটি ছড়ার বই 'হাসু'।

জসীমউদ্‌দীন ১৯৩১ সালে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে এম এ ডিগ্রি লাভ করেন। ১৯৩১ থেকে ১৯৩৭ সাল পর্যন্ত তিনি কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। ১৯৩৭ সাল থেকে ১৯৪৩ সাল পর্যন্ত তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিভাগে অধ্যাপনা করেন। ১৯৪৪ সালে কবি প্রাদেশিক সরকারের প্রচার বিভাগে সং পাবলিসিটি অফিসার হিসেবে নিযুক্ত হন। তিনি দীর্ঘদিন সরকারি প্রচার বিভাগে চাকুরি করেন এবং ওখান থেকেই অবসর গ্রহণ করেন। কবি জসীমউদ্‌দীন লোকসাহিত্যের আজীবন প্রবক্তা ছিলেন। বহু আন্তর্জাতিক লোকসাহিত্য সম্মেলনে তিনি দেশের প্রতিনিধিত্ব করেছিলেন। ১৯৫০ সালে কবি আন্তর্জাতিক লোকসংগীত সভায় যোগদানের জন্য আমেরিকা এবং ১৯৫১ সালে যুগোশ্লাভিয়া যান। ১৯৫৬ সালে 'নিখিল ব্রহ্ম বঙ্গসাহিত্য' সম্মেলনে লোকসংস্কৃতির শাখার সভাপতি হয়ে ইয়াঙ্গুন (রেঙ্গুন) ভ্রমণ করেন। এছাড়া তিনি যুক্তরাজ্য, রাশিয়া, ফ্রান্স, জার্মানি, ইটালি, তুরস্ক প্রভৃতি দেশ ভ্রমণ করেন। তিনি সারা জীবন কাব্য সাধনা করে গেছেন সাধকের মতো। পল্লির মানুষ ও তাদের সরল জীবনই ছিল কবির কাব্য সাধনার বিষয়বস্তু।

জসীমউদ্‌দীন রচিত কাব্য 'রাখালী', 'নকশী কাঁথার মাঠ', 'সোজন বাদিয়ার ঘাট' 'হাসু', 'বালুচর', 'ধানক্ষেত', 'রঙ্গিলা নায়ের মাঝি', 'রূপবতী', 'পদ্মাপার', 'এক পয়সার বাঁশি', 'মাটির কান্না', 'সখিনা' এবং 'বেদের মেয়ে' (নাটক) বাংলা সাহিত্য ভাণ্ডারের অমূল্য সম্পদ। তার 'নকশী কাঁথার মাঠ' বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত হয়েছে। 'চলে মুসাফির' তাঁর রচিত অন্যতম ভ্রমণ কাহিনি।

কবি জসীমউদ্‌দীন পল্লিকবি হিসেবে যেমন বাংলা সাহিত্য ভাণ্ডার সুষমামণ্ডিত করেছেন ঠিক তেমনি সমৃদ্ধ করেছেন বাংলা লোকসংগীত। তাঁর লেখা ও সুরে ভাটিয়ালি, মারফতি, মুর্শিদি প্রভৃতি গান আব্বাসউদ্দিন আহমেদ কোলকাতার 'হিজ মাস্টার্স ভয়েস' এবং 'গ্রামোফোন কোম্পানি'তে রেকর্ড করেন। এছাড়াও তাঁর লেখা গান অনেক প্রতিষ্ঠিত শিল্পীই গেয়েছেন। তাঁদের মধ্যে আবদুল আলীম, মোস্তফা জামান আব্বাসী, ফেরদৌসী রহমান, ফওজিয়া ইয়াসমীন, সোহরাব হোসেন, বেদার উদ্দীন আহমেদ, রথীন্দ্রনাথ রায়, ইন্দ্রমোহন রাজবংশী, বিপুল ভট্টাচার্য প্রমুখ শিল্পীর নাম উল্লেখযোগ্য। ১৯৭৬ সালের ১৪ মার্চ পল্লিকবি জসীমউদ্‌দীন ঢাকায় শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

আব্বাসউদ্দিন আহমেদ (১৯০১—১৯৫৯)

আব্বাসউদ্দিন আহমেদ ১৯০১ সালের ২৭ অক্টোবর কুচবিহার থেকে বারো মাইল দূরে বলরামপুর গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন। মা হিরামুন্নেসা ও বাবা তৎকালের খ্যাতনামা উকিল ও জমিদার জাফর আলী আহমেদ। বাবার ইচ্ছে আব্বাসউদ্দিনও হবে বড়ো উকিল, ব্যারিস্টার। কিন্তু ছোট্ট আব্বাসের মন শুধু গানের দিকে। বাড়ি থেকে লুকিয়ে এ গ্রাম থেকে সে গ্রামে যাত্রা গান, পালা গান শুনে বেড়াতেন। তিনি যে শুধু গানেই মাতোয়ারা ছিলেন তা নয় পড়াশোনাতেও অত্যন্ত মেধাবী ছিলেন। ক্লাসের পরীক্ষাতে বরাবরই প্রথম হতেন। তিনি ম্যাট্রিক এবং আই এ পাশ করেন কৃতিত্বের সাথে। সে সময়ে সবাই আব্বাসউদ্দিনকে কোলকাতা যাওয়ার জন্য উৎসাহ দিতে লাগলেন যাতে সেখানে গিয়ে রেকর্ডে গান গেয়ে তিনি আরো বড়ো শিল্পী হতে পারেন। এর মধ্যে কাজী নজরুল ইসলামের সাথে তাঁর পরিচয় ঘটে কুচবিহারের কলেজে মিলাদ মাহফিলে এবং পরে দার্জিলিং- এর এক গানের অনুষ্ঠানে। তিনি কোলকাতা গিয়ে গ্রামোফোন কোম্পানিতে রেকর্ড করেন দুইটি গান।

আব্বাসউদ্দিন রেকর্ডে গান করতে এসে পরিচিত হন তখনকার দিনের খ্যাতনামা শিল্পী কে মল্লিকের সাথে। কথায় কথায় জানতে পারলেন কে মল্লিকের আসল নাম কাসেম মল্লিক। তিনি আসল নাম ব্যবহার না করে এ নামে রেকর্ড করেছেন প্রচুর শ্যামাসংগীত, ভজন, যাতে লোকে বুঝতে না পারে তিনি একজন মুসলমান গায়ক কিন্তু

আব্বাসউদ্দিনকে তার নাম পাল্টাবার জন্য অনেক অনুরোধ করা সত্ত্বেও তিনি তাঁর নিজের নামই ব্যবহার করার সিদ্ধান্তে অটল থাকেন। তার গাওয়া প্রথম রেকর্ডের গান দুইটি ছিল আধুনিক-'কোন বিরহীর নয়ন জলে' এবং অপর পৃষ্ঠায় 'স্মরণ পারের ওগো প্রিয়'। এই গানগুলো বেশ জনপ্রিয়তা পায় এবং আব্বাসউদ্দিন আরো গান রেকর্ড করার আমন্ত্রণ পান। ইতোমধ্যে বিভিন্ন অনুষ্ঠান থেকে গান গাইবার জন্য তাঁর ডাক আসতে থাকে এবং কোলকাতার সংগীত জগতে একটি বিশিষ্ট স্থান দখল করে নেন। এ সময়ই তিনি কবি কাজী নজরুল ইসলামের আরো কাছাকাছি আসার সুযোগ পান। কবি তার জন্য অনেক আধুনিক প্রেমের গান লেখেন যেমন, 'স্নিগ্ধ শ্যাম বেণী বর্ণা', 'আসিবে তুমি জানি প্রিয়' ইত্যাদি।

আব্বাসউদ্দিনের অনুরোধে কাজী নজরুল ইসলাম লেখেন তাঁর প্রথম ইসলামী গান "ও মন রমজানের ঐ রোজার শেষে এলো খুশির ঈদ'। ঈদুল ফিতরের সময় যখন এ গান বাজারে বের হলো তখন সমস্ত বাংলার মুসলমানদের মধ্যে প্রচণ্ড আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। এভাবে মুসলমানদের ঘরে সুরের জাদু ছড়াতে থাকেন আব্বাসউদ্দিন। নজরুল আরো প্রচুর গান লেখেন এবং আল্লা-রাসূলের গান গেয়ে আব্বাসউদ্দিন বাংলার মুসলমানের ঘরে ঘরে জাগালেন এক নব উদ্দীপনা।

সে সময় তিনি কবি গোলাম মোস্তফার গানও অনেক গেয়েছেন। তিরিশ দশকের শেষের দিকে এবং চল্লিশের দশকের গোড়ার দিকে শেরে বাংলা একে ফজলুল হকের মতো মানুষের জনসভায় আব্বাসউদ্দিনের গান না হলে চলত না। সে সময় মাইক্রোফোন ছাড়াই শিল্পী হাজার হাজার জনতাকে তাঁর গান দিয়ে মন্ত্রমুগ্ধ করে রাখতেন।

আব্বাসউদ্দিনের আরেকটি বিরাট কাজ হলো গ্রাম বাংলার অবহেলা অনাদরে ছড়িয়ে থাকা ধূলোমাখা সম্পদ পল্লিগীতিকে তিনি নিয়ে এলেন শহুরে মানুষের কাছে। মাটির গান, মাঝি-মাল্লার গান, চাষি-মজুরের গান ধরে রাখেন রেকর্ডে। এ সময় আব্বাসউদ্দিন এবং জসীমউদ্দীন একসঙ্গে রেকর্ড করেন অপূর্ব সুন্দর সুরে পল্লিগীতি, ভাটিয়ালি, জারি, সারি, মুর্শিদি যা বাঙালি মানুষের মন নিমেষেই কেড়ে নেয়। আব্বাসউদ্দিনের সঙ্গে বাজালেন বিশিষ্ট দোতারাবাদক কানাইলাল শীল। এসব গান স্থান পায় বাংলার ভদ্র সমাজে যা ছিল অবহেলিত, অনাদৃত। আব্বাসউদ্দিনের কণ্ঠে বেজে ওঠে 'নদীর কূল নাই কিনার নাই' এবং আরো অনেক গান যা সব স্তরের মানুষকে করেছিল মাতোয়ারা।

আব্বাসউদ্দিন উত্তরাঞ্চলের ভাওয়াইয়া গানকেও জনপ্রিয় করে তুলেছিলেন। 'ওকি গাড়িয়াল ভাই', 'কিসের মোর বাঁধন কিসের মোর বাড়া', 'তোরষা নদীর উথাল পাথাল' প্রভৃতি ভাওয়াইয়া গানকে তিনি কুড়িয়ে আনেন উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে এবং রেকর্ড করেন গ্রামোফোন কোম্পানিতে।

১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগের পর শিল্পী ঢাকায় চলে আসেন এবং সরকারি চাকরি নেন। তিনি দেশের প্রতিনিধি হয়ে মায়ানমার (বার্মা), হংকং, ম্যানিলা, জার্মানি প্রভৃতি দেশে বিভিন্ন উৎসবে যোগদান করেন। তিনি ছিলেন একজন সমাজ সচেতন ব্যক্তি। পরাধীন দেশের মানুষকে উজ্জীবিত করার জন্য তিনি অসংখ্য দেশাত্মবোধক গান এবং জাগরণী গান গেয়েছেন।

আব্বাসউদ্দিন একজন উঁচুদরের শিল্পী ছিলেন। তাঁর গান শুনে গ্রামের মানুষের মনোবল দ্বিগুণ বেড়ে যেত। তাঁর গাওয়া 'ওঠরে চাষী জগতবাসী ধর কষে লাঙ্গল' গানটি সে সময় গ্রামের মানুষের মনে দেশকে স্বাধীন করে গড়ে তোলার ক্ষেত্রে অনুপ্রেরণা সৃষ্টি করেছে।

১৯৫৯ সালে ঢাকায় তিনি মৃত্যুবরণ করেন। সংগীতে তাঁর অবদানের জন্য তিনি চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ
বাদ্যযন্ত্র পরিচিতি

হারমোনিয়াম

হারমোনিয়াম একটি বিদেশি যন্ত্র। এটি আবিষ্কার করেন জামার্নির ড বেইন। গান শিখতে হলে প্রথমে হারমোনিয়ামের প্রয়োজন হয়। কারণ সংগীত শিক্ষা করার প্রথম অবস্থায় শিক্ষার্থীর জন্য সাহায্যকারী যন্ত্রের প্রয়োজন। সেজন্য প্রথমেই একটি সুরেলা হারমোনিয়াম প্রয়োজন। কারণ হারমোনিয়াম শিক্ষার্থীকে সুর চেনাতে সাহায্য করে। হারমোনিয়াম সাধারণত ৪৪০ কম্পন সংখ্যার মান (Standard) এ সুর করা হয়।

প্রাথমিক পর্যায়ে গান করার সময় হারমোনিয়াম প্রয়োজন। কণ্ঠ কিছুটা সুরে বসার পর তানপুরা নিয়ে চর্চা করার অভ্যাস করা উচিত। তানপুরা নিয়ে চর্চা করলে ধীরে ধীরে সুরের বুনিয়াদ দৃঢ় হয়, কণ্ঠ নিয়ন্ত্রণে আসে।

হারমোনিয়ামের পরিচিতি

চিত্রঃ হারমোনিয়াম

সংগীত শেখার সময় সহযোগী যন্ত্র হিসেবে হারমোনিয়ামের ব্যাপকতা রয়েছে। শিক্ষার্থীদের জন্য বক্স হারমোনিয়াম সবচেয়ে উপযোগী। এই হারমোনিয়াম প্রধানত দুই প্রকার। যেমন— সিংগেল রিড এবং ডাবল রিড। সিংগেল রিড হারমোনিয়ামে এক সেট রিড এবং ডাবল রিড হারমোনিয়ামে দুই সেট রিড থাকে। সাধারণত হারমোনিয়াম সাধারণত তিন অকটেভের মধ্যে হয়। হারমোনিয়ামের বেলো সঞ্চালনের মাধ্যমে সৃষ্ট বাতাসের সাহায্যে যা দিয়ে শব্দ সৃষ্টি করা হয় তাকে রিড বলে। হারমোনিয়ামের মূল অংশ চারটি। এগুলো হলোঃ বেলো (Blow), রিড, স্টপার বা চাবি এবং টপ বোর্ড।

হারমোনিয়ামে মূলত বাতাসের সাহায্যে রিডগুলো বাজানো হয়। যে অংশ দিয়ে হারমোনিয়ামে বাতাস সৃষ্টি করা হয় তাকে বেলো বলে। বেলো এক পাটি এবং একাধিক পাটিও হয়ে থাকে। সাধারণত একদিকে খুলে বাজাতে হয়। হারমোনিয়ামের যে অংশতে বাতাসকে নিয়ন্ত্রণ করা হয় তাকে স্টপার বা চাবি বলা হয়। স্টপারগুলি বন্ধ থাকলে হারমোনিয়ামে আওয়াজ হয়না। হারমোনিয়ামের ওপরে যে টানা থাকে তাকে টপবোর্ড বলে। বাজানোর সময় লক্ষ রাখতে হবে হাতের কনুই যেন ওঠানামা না করে অথবা শরীরে না লাগে। হারমোনিয়াম বাজানো শেষ হলে বেলো টেনে ধীরে ধীরে রিড চাপ দিয়ে বাতাস বের করে দেওয়ার পর বেলোটিকে আটকে স্টপারগুলো বন্ধ করে দিতে হয়।

হারমোনিয়ামে বিভিন্ন পর্দার পরিচিতি

হারমোনিয়ামে সাধারণত তিন অকটেভ পর্যন্ত থাকে। কারণ মানুষের কণ্ঠ তিন অকটেভের মধ্যেই সীমিত। প্রচুর সাধনার ফলে কেউ কেউ হয়ত তিন অকটেভের ওপরেও যেতে পারে।

গান গাইবার জন্য তিনটি অকটেভের বেশি স্বরের প্রয়োজন পড়েনা। হারমোনিয়ামে নিচের সাদা পর্দা থাকে মোট বাইশটি এবং কালো পর্দা থাকে মোট পনেরোটি। হারমোনিয়ামে একেবারে বাঁ দিকের শেষ পর্দাটির নাম সি। সি থেকে সি পর্যন্ত এক অকটেভ অর্থাৎ আটটি স্বর। সি থেকে বি পর্যন্ত অর্থাৎ সা থেকে নি পর্যন্ত এক সপ্তক। সি থেকে বি পর্যন্ত প্রথমে খাদ বা মন্দ্র স্বর । অর্থাৎ সপ্তকের হিসাবে উদারা সপ্তক। আবার দ্বিতীয় সি থেকে তৃতীয় বি পর্যন্ত মধ্য স্বর অর্থাৎ মুদারা সপ্তক এবং তৃতীয় সি থেকে চতুর্থ বি পর্যন্ত উচ্চ স্বর অর্থাৎ তারা সপ্তক। বোঝার সুবিধার্থে হারমোনিয়ামের তিন অকটেভ পর্যন্ত পর্দার স্কেল, পর্দার নামসহ দেওয়া হলোঃ
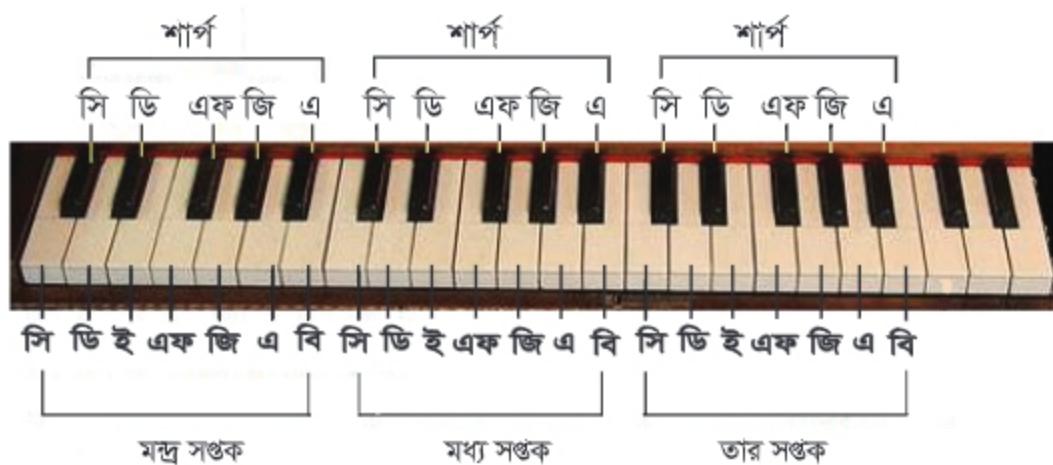
চিত্রঃ হারমোনিয়ামের বিভিন্ন পর্দার পরিচিতি

তবলা

ডাইনা এবং বাঁয়া এ দুটিকে একসঙ্গে বলা হয় তবলা। বাঁয়া বাম হাতে বাজানো হয়। তবলা ডান হাতে বাজানো হয়। তবলা কাঠের তৈরি হয়ে থাকে এবং বাঁয়া মাটির বা তামার তৈরি হয়ে থাকে। তবলা ও বাঁয়ার মুখে যে চামড়া থাকে তাকে ছাউনি বলা হয়। ছাউনির বেড়ির মতো চামড়াকে বলা হয় বেষ্টনী। এই বেষ্টনী চামড়ার দড়ি দিয়ে নিচে ছোটো বেষ্টনীর সঙ্গে বাঁধা থাকে। এই চামড়ার দড়ির নাম দোয়ালি। বাঁয়াতে দোয়ালির পরিবর্তে সুতার ডুরি ব্যবহার করা হলে তাতে পিতলের আটটি রিং ব্যবহার করা হয়। রিং-এর সাহায্যে বাঁয়ায় আওয়াজ ভারী অথবা পাতলা করা যায়। ঘাটের সংখ্যা মোট আটটি। তবলায় আটটি কাঠের গুলি বা গুটি থাকে। এই গুল্লির সাহায্যে দোয়ালি টেনে হাতুড়ির সাহায্যে ঘাটগুলোর সুর বাঁধা হয়।

চিত্রঃ তবলা-বাঁয়া

তবলার ছাউনির মাঝখানে এবং বাঁয়ার ছাউনির এক পাশে গোলাকার কালো অংশকে বলা হয় গাব বা খিরণ। ছাউনির চারপাশে প্রায় আধ ইঞ্চি পরিমাণ অতিরিক্ত চামড়া ঘেরা জায়গাকে বলা হয় কানী। গাব এবং কানীর মাঝের অংশকে বলা হয় সুর বা ময়দান। খড়ের ওপর কাপড় পেঁচিয়ে তৈরি করা হয় বৃত্তাকার বিড়া। তবলা-বাঁয়া দুটি বিড়ার ওপর রেখে বাজানো হয়।

তানপুরা

তানপুরা তত জাতীয় যন্ত্র। তানপুরার আদি নাম তাম্বুরা। তাম্বুরা একটি অতি প্রাচীন যন্ত্র। তানপুরা যন্ত্রটির গঠন প্রকৃতি সহজ ও সাধারণ। একটি গোলাকার শুকনো লাউয়ের সঙ্গে খোদাই করা একটি কাঠের খণ্ড জোড়া লাগানো হয়। এই লম্বা কাষ্ঠ খণ্ডকে বলা হয় দণ্ড। দণ্ডের আকৃতি অর্ধগোলাকার। এই দণ্ডের ওপর আরেকটি

চিত্র: তানপুরা

অর্ধগোলাকার কাষ্ঠখণ্ড যুক্ত করা হয়। পরের অর্ধ গোলাকৃতি কাষ্ঠখণ্ডটিকে বলা হয় পটরী। লাউয়ের ওপর একটি কাঠের তবলীর আচ্ছাদন লাগানো হয়। তবলীর আকৃতিও ঈষৎ গোলাকার। লাউয়ের নিম্নাংশে একটি হাড়ের লেংগুট লাগানো হয়। তবলীর ওপর একটি কাঠের বা হাড়ের তৈরি সোয়ারী স্থাপন করা হয়। তানপুরার মাথার দিকে দুইটি তারগহন পটরীর সঙ্গে যুক্ত থাকে। দণ্ডের দুইপাশে পটরীর মাথার দিকে দুইটি কাঠের গোল বয়লা লাগানো হয়। বয়লাতে তার আবদ্ধ থাকে। তানপুরাতে সাধারণত চারটি তার ব্যবহৃত হয়। সুর মেলানোর জন্য প্রতিটি তারে মেনকা সংযোজন করা হয়।

বাঁশি

বাঁশি শুষির জাতীয় যন্ত্র। বাঁশ দিয়ে তৈরি বলেই এই যন্ত্রের নাম বাঁশি। বাঁশি বাজাতে হয় ফুঁ দিয়ে। বাঁশির সুর গানের বাণীকেও ফুটিয়ে তুলতে পারে। বর্তমানে বাঁশ ছাড়া পিতল, কাঠ বা মাটি দিয়েও বাঁশি তৈরি করা হয়। বাঁশির অনেক প্রকারভেদ আছেঃ সরল বাঁশি, আড় বাঁশি, টিপরা বাঁশি এবং লয় বাঁশি ইত্যাদি।

চিত্রঃ বাঁশি

মন্দিরা

মন্দিরা ঘনবাদ্য। কাঁসার নির্মিত দুটি বাটি দু'হাতে ধরে পরস্পরের কিনারায় মৃদু টোকা দিয়ে ধ্বনি সৃষ্টি করা হয়। বাটি দু'টির তলায় মোটা সুতা বাঁধা থাকে। বাটির গা স্পর্শ না করে সুতা ধরে বাজাতে হয়।

তাল, লয় ও ছন্দ নিরুপণে মন্দিরা সাহায্য করে। জারি, কীর্তন, মুর্শিদি, মারফতি, কবিগান, বিচার গান, বিচ্ছেদী প্রভৃতি গানে মন্দিরা ব্যবহৃত হয়। অনেক সময় রবীন্দ্রসংগীতেও মন্দিরা ব্যবহৃত হয়।

চিত্রঃ মন্দিরা

অনুশীলনী

রচনামূলক প্রশ্ন

১। সংক্ষেপে বাংলাদেশের কণ্ঠসংগীতের ইতিহাস লেখ।

২। লোকসংগীতের উল্লেখযোগ্য কয়েকটি ধারা সম্পর্কে আলোচনা কর:

(ক) জারি (খ) সারি (গ) বারোমাসি (ঘ) বিচ্ছেদী (ঙ) টুসু।

৩। আমীর খসরু সম্পর্কে যা জান সংক্ষেপে লেখ।

৪। ওস্তাদ মোহাম্মদ হোসেন খসরুর জীবনী লেখ।

৫। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জীবনী ও তাঁর সৃষ্টিকর্ম সম্পর্কে যা জান লেখ।

৬। কাজী নজরুল ইসলামের জীবনী আলোচনা কর।

৭। জসীমউদ্‌দীনের জীবনী ও সৃষ্টিকর্ম সম্পর্কে আলোচনা কর।

৮। আব্বাসউদ্দীনের জীবনী লেখ।

৯। হারমোনিয়াম কে আবিস্কার করেন? হারমোনিয়ামের গঠন প্রণালী বর্ণনা কর।

১০। তবলা-বাঁয়ার সচিত্র পরিচিতি লেখ।

১১। চিত্রসহ তানপুরার বর্ণনা দাও।

১২। নজরুলের শৈশব জীবন সম্পর্কে লেখ।

১৩। নজরুলের জীবনী বিস্তারিতভাবে আলোচনা কর।

১৪। নজরুলের সংগীত জীবন সম্পর্কে লেখ এবং বাংলাগানে তাঁর অবদান মূল্যায়ন কর।

১৫। বাংলা সাহিত্যে নজরুলের অবদান লেখ।

সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন

১। তবলা-বাঁয়ার চিত্র এঁকে বিভিন্ন অংশ চিহ্নিত কর।

২। বাঁশি কী জাতীয় বাদ্যযন্ত্র? বিভিন্ন প্রকার বাঁশির নাম লেখ।

৩। মন্দিরা কী জাতীয় বাদ্যযন্ত্র? মন্দিরার চিত্র এঁকে দেখাও।

৪। কী কী গানে মন্দিরা ব্যবহৃত হয়?

৫। তবলি ও ব্রিজ কী?

৬। মানকা কাকে বলে?

৭। লেটো গান কী?

৮। নজরুলের পাঁচটি কাব্যগ্রন্থের নাম লেখ।

৯। নজরুল কী কী পুরস্কারে ভূষিত হয়েছিলেন?

১০। নজরুলের কয়েকজন সংগীত গুরুর নাম লেখ।

১১। নজরুল সৃষ্ট পাঁচটি রাগের নাম লেখ।

১২। নজরুল সৃষ্ট পাঁচটি তালের নাম লেখ।

১৩। নজরুল কত সালে সেনাবাহিনীতে যোগদান করেন এবং কত সালে তাঁর বিদ্রোহী' কবিতা প্রকাশিত হয়?

১৪। কী অপরাধে এবং কত সালে নজরুলকে কারাগারে পাঠানো হয়?

১৫। নজরুল কত সালে গ্রামোফোন কোম্পানি যোগ দেন এবং তাঁর গানের সংখ্যা কত?

তৃতীয় অধ্যায়
শাস্ত্রীয়সংগীত

ব্যাবহারিক

স্বরলিপি পদ্ধতি

ভাতখণ্ডে স্বরলিপি পদ্ধতি

১। শুদ্ধ স্বর লেখার জন্য কোনো চিহ্নের প্রয়োজন হয় না - যেমন - সা রে গ ম প ধ নি

২। কোমল বা বিকৃত স্বর লেখার জন্য স্বরের নিচে- ড্যাশ বা আড়া চিহ্ন ব্যবহার হয় এবং তীব্র স্বর লেখার জন্য স্বরের উপরে খাড়া বা লম্ব চিহ্ন ব্যবহার হয়, যেমন - রে গ ধ নি এবং র্ম

৩। উদারা বা মন্দ্র সপ্তকের স্বর লেখার জন্য স্বরের নিচে বিন্দু ব্যবহার হয়, যেমন - নি় ধ় প় ম়

৪। তার সপ্তকের স্বর লিখতে স্বরের উপর বিন্দু বা ফোটা বসে, যেমন- সা রে গ ম

৫। স্বর দীর্ঘ হলে স্বরের পরে ড্যাশ বা আড়া দাগ বসে, যেমন- সা - - রে গ প - - ম ।

৬। বাণী বা কবিতা দীর্ঘ হলে- অক্ষরের পর অবগ্রহ বা এস (S) চিহ্ন বলে, যেমন- ধ ন S । ধা ন্ ন । পু ষ পে । ভ রা S ।

৭। স্পর্শ স্বর বা কণ স্বর লিখতে- স্বরের উপরে ডান পাশে ছোটো স্বর বসে, যেমন- নি রে^গ গ, প^ম প -^গরে গ - ।

৮। মীড়ের চিহ্ন স্বরের উপরে উল্টা অর্ধচন্দ্র বসে যেমন- প গ সা ধ় ।

৯। গীত স্বর ও তালের ছন্দ বিভাজনে কমা ব্যবহার হয়, যেমন- মা ধু রী । ক রে ছো। দাS ন, আ মা র

১০। মুড়কী লিখতে প্রথম বন্ধনী ব্যবহার হয়, যেমন একমাত্রায় চার স্বর পধমপ =(প) সারেনি়সা (সা)

১১। গমক ও খটকা লিখতে দীর্ঘ স্বরের স্থানে স্বর ব্যবহার হয়, যেমন-

গমক

সা সা নি় - ধ়

নি S ত S S

খটকা

নি ^পগ র্ম প

নি ত উ ঠ

১২। একমাত্রায় একের অধিক স্বর লিখতে অর্ধচন্দ্র ব্যবহার হয়, যেমন- গমপ সা ধপ গমগ পমগরে সা-রেগ

১৩। অর্ধমাত্রা লিখতে কমা ব্যবহার হয়, যেমন সা, ধ, গম,প

১৪। তালচিহ্ন স্বর ও বাণীর নিচে বসে চিহ্নসমূহ

সম এর গুণ চিহ্ন-	×
খালির শুন্য চিহ্ন-	০
খণ্ডের সংখ্যা-	২,৩,৪
খণ্ডের দাড়ি চিহ্ন	। ।

যেমন- সাঁ - ধ প । ম গ ম রে ।
আঁ ঽ মা রো জী ঽ ব নে

১৫। তাললিপি- ত্রিতাল ১৬ মাত্রা

মাত্রা সংখ্যা	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১
বোল বা ঠেকা	ধা	ধিন্	ধিন্	ধা	ধা	ধিন্	ধিন্	ধা	না	তিন্	তিন্	না	তা	ধিন্	ধিন্	ধা	ধা
তাল চিহ্ন	×				২				০				৩				×

আকারমাত্রিক স্বরলিপি পদ্ধতি

১। স র গ ম প ধ ন– সপ্তক। খাদ-সপ্তকের চিহ্ন স্বরের নীচে হসন্ত, যথা- প্‌, ধ্‌, এবং উচ্চ-সপ্তকের চিহ্ন স্বরের মাথায় রেফ, যথা– র্স, র্র, র্গ।

২। কোমল র = ঋ, কোমল গ = জ্ঞ, কড়ি ম = ক্ষ, কোমল ধ = দ এবং কোমল ন = ণ ।

৩। ঋ^{১} = অতিকোমল ঋষভ। অতিকোমল ঋষভের স্থান স ও ঋ স্বরদ্বয়ের মধ্যবর্তী। জ্ঞ^{১}, দ^{১}, ণ^{১}= যথাক্রমে অতিকোমল গান্ধার, ধৈবত ও নিষাদ। ঋ^{২}= অণুকোমল ঋষভ। অনুকোমল ঋষভের স্থান ঋ ও র স্বরদ্বয়ের মধ্যবর্তী। জ্ঞ^{২}, দ^{২}, ণ^{২} = যথাক্রমে অনুকোমল গান্ধার, ধৈবত ও নিষাদ।

৪। একমাত্রা= ।, অর্ধমাত্রা = ঃ, সিকিমাত্রা= ০, দুইটি অর্ধমাত্রা; যথা– সরা। চারটি সিকিমাত্রা; যথা– সরগমা। দুইটি সিকিমাত্রা; যথা – সরঃ, একটি সিকিমাত্রা; যথা – স০। একটি অর্ধমাত্রা ও দুইটি সিকিমাত্রা মিলিয়া এক মাত্রা; যথা–সঃগরঃ। একটি দেড়মাত্রা ও একটি অর্ধমাত্রা মিলিয়া দুইমাত্রা, যথা— রাঃ গঃ ।

৫। কোনো আসল স্বরের পূর্বে যদি কোনো নিমেষকালস্থায়ী আনুষঙ্গিক স্বর একটু ছুঁইয়া যায় মাত্র, তাহা হইলে সেই স্বরটি ক্ষুদ্র অক্ষরে আসল স্বরের বাম পার্শ্বে লিখিত হয়, যথা– ^{ম}রা ^{গ}রা। আসল স্বরের পরে যদি কখনো অন্য স্বরের ঈষৎ রেশ লাগে, তখন ঐ স্বর ক্ষুদ্র অক্ষরে দক্ষিণ পার্শ্বে লিখিত হয়, যথা- রা^{ম}।

৬। বিরামের চিহ্ন ও মাত্রাসমূহের চিহ্ন একই; হাইফেন-বর্জিত হইলে এবং স্বরাক্ষরের গায়ে সংলগ্ন না থাকিলেই সেই মাত্রা, বিরামের মাত্রা বলিয়া বুঝিতে হইবে। সুরের ক্ষণিক স্তব্ধতাকে বিরাম বলে।

৭। তাল-বিভাগের চিহ্ন এক-একটি দাঁড়ি। সমে ও সম্ হইতে তালের এক ফেরা হইয়া গেলে দাঁড়ির স্থলে I এরূপ একটি 'দণ্ড' চিহ্ন বসে। প্রায় প্রত্যেক কলির আরম্ভে দুইটি দণ্ড বসে। যেখানে গান একেবারে শেষ হয় সেখানে চারটি দণ্ড বসে। যথা- II II

৮। মাত্রাসমষ্টি ভিন্ন ভিন্ন গুচ্ছে বিভক্ত, প্রত্যেক গুচ্ছের প্রথম মাত্রার শিরোদেশে ১, ২, ৩, ৪, ০ ইত্যাদি সংখ্যা বিভিন্ন তালাঙ্ক নির্দেশ করে। শূন্য-চিহ্নে (০) ফাঁক ও যে সংখ্যায় রেফ-চিহ্ন থাকে (র্১) তাহাতেই সম্ বুঝিতে হইবে।

৯। আস্থায়ীতে প্রত্যাবর্তনের চিহ্নস্বরূপ দুইটি করিয়া দণ্ড বসে। কোনো কলির শেষে II এই যুগল দণ্ড এবং সব-শেষে II II দুই জোড়া দণ্ড দেখিলেই আস্থায়ীর প্রথমে যেখানে যুগল দণ্ড আছে সেইখান হইতে আবার আরম্ভ করিবে।

১০। আস্থায়ীর আরম্ভে, II এই যুগল দণ্ডের বাহিরে গানের অংশ গান ধরিবার সময় একবার মাত্র গাহিবে; কারণ প্রত্যেক কলির শেষে এই অংশটুকু "" এরূপ উদ্‌ধৃতি-চিহ্নের মধ্যে পুনঃ পুনঃ লিখিত হইয়া থাকে।

১১। অবসানের চিহ্ন, শিরোদেশে যুগল দাঁড়ি, যথা— সা॥। হয় এইখানে একেবারে থামিবে, নয় এইখানে থামিয়া গানের অন্য কলি ধরিবে।

১২। পুনরাবৃত্তির চিহ্ন { } এই গুম্ফবন্ধনী; এবং পুনরাবৃত্তিকালে কতকগুলি স্বর বাদ দিয়া যাইবার চিহ্ন ( ) এই বক্রবন্ধনী, যথা – { সা রা (গা মা) }। মা পা।

১৩। পুনরাবৃত্তিকালে কোনো সুরের পরিবর্তন হইলে, শিরোদেশে [ ] এই সরল বন্ধনীচিহ্নের মধ্যে পরিবর্তিত
[রা গা]
স্বরগুলি স্থাপিত হয়, যথা–{সা রা গা}। কলির শেষে যুগল দণ্ডের মধ্যে ও সব-শেষে দুই প্রস্থ যুগল দণ্ডের মধ্যে [ ] এই সরল বন্ধনী থাকিলে, যথা– I [ ] I, II [ ] II, আস্থায়ীতে ফিরিয়া পরিবর্তিত সুর গাহিতে হয়।

১৪। কোনো একটি স্বর যখন অন্য একটি স্বরে বিশেষরূপে গড়াইয়া যায়, তখন স্বরের নীচে ‿ এইরূপ মীড় – চিহ্ন থাকে, যথা– গা -পা ।

১৫। যখন স্বরের নীচে গানের অক্ষর থাকে না, তখন সেই স্বর বা স্বরগুলির বাম পার্শ্বে হাইফেন (-) বসে এবং গানের পঙ্‌ক্তিতে শুন্য (০) দেওয়া হয়।

যথা– সা -া -া -া । অথবা– সা -রা -গা -মা।
মা ০ ০ ০ মা ০ ০ ০

একই স্বর পৃথক ঝোঁকে উচ্চারিত হলে সেই স্বরের বাম পার্শ্বেও হাইফেন বসে; যথা–

যথা – সা -সা -রা -রা । অথবা- সা -সা -রা -রা ।
মা ০ ০ ০ গা ০ ০ ন্ ।

১৬। নীচে গানের অক্ষর স্বরান্ত না হইলে উপরে স্বরের বাম পার্শ্বে হাইফেন (-) বসে,

যথা– সা -রা -গা -মা । সা -া -া -া ।
গা ০ ০ ন্ গা ০ ০ ন্

উচ্চারণ । স্বরলিপির ভিতরে প্রায় সব কথার বানান যথাসাধ্য উচ্চারণ - অনুযায়ী বিশ্লেষ করিয়া দেখাইতে যত্ন করা হইয়াছে । ে= এ এবং ে= অ্যা, যেরূপ বেদনা ও বেলা শব্দের প্রথম ব্যঞ্জনাশ্রিত একারের মুদ্রণে ইঙ্গিত করা হইয়াছে । তাহা ছাড়া 'অবেলায়' বিশ্লেষিত হইলে ছাপা হয় – অ বে লা য় । তেমনি 'মনে' বিশ্লেষিত হইলে ছাপা হয় – ম নে।

কণ্ঠ সাধনা

১। সা রে গ ম প ধ নি সা̇
১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮
সা̇ নি ধ প ম গ রে সা

২। সা রে গ ম প ধ নি সা̇ রে̇
সা̇ নি ধ প ম গ রে সা নি়

৩। সা রে গ ম প ধ নি সা̇ রে̇ গ̇ রে̇
সা̇ নি ধ প ম গ রে সা নি় ধ় নি়

৪। সা রে গ ম প ধ নি সা̇ রে̇ গ̇ ম̇ গ̇ রে̇
সা̇ নি ধ প ম গ রে সা নি় ধ় প় ধ় নি়

৫। প্রতিটি স্বর থেকে শুধু আরোহণ

ক) ১ স রে
২ সা রে গা
৩ সা রে গ ম
৪ সা রে গ ম প
৫ সা রে গ ম প ধ
৬ সা রে গ ম প ধ নি
৭ সা রে গ ম প ধ নি সা̇
৮ সা রে গ ম প ধ নি সা̇ রে̇
৯ সা রে গ ম প ধ নি সা̇ রে̇ গ̇
গ̇ রে̇ সা̇ নি ধ প ম গ রে সা

খ) ১ প ধ
২ প ধ নি
৩ প ধ নি সা̇
৪ প ধ নি সা̇ রে̇
৫ প ধ নি সা̇ রে̇ গ̇
৬ গ̇ রে̇ সা̇ নি ধ প ম গ রে সা

৬। প্রতিটি স্বর থেকে শুধু অবরোহণ

ক) ১ রে সা

২ গ রে সা

৩ ম গ রে সা

৪ প ম গ রে সা

৫ ধ প ম গ রে সা

৬ নি ধ প ম গ রে সা

৭ র্সা নি ধ প ম গ রে সা

৮ র্রে র্সা নি ধ প ম গ রে সা

৯ র্গ র্রে র্সা নি ধ প ম গ রে সা

৭। প্রতিটি স্বর থেকে আরোহণ-অবরোহণ

১ সারে গম পধ নির্স র্রের্গ র্গর্রে র্সানি ধপ মগ রেসা

২ রেগ মপ ধনি সার্রে র্গর্গ র্রের্সা নিধ পম গরে সা

৩ গম পধ নির্সা র্রের্গ র্গর্রে র্সানি ধপ মগ রেসা

৪ মপ ধনি র্সার্রে র্গর্গ র্রের্সা নিধ পম গারে সা

৫ পধ নিসা র্রের্গ র্গর্রে র্সানি ধপ মগ রেসা

৬ ধনি র্সার্রে র্গর্গ র্রের্সা নিধ পম গরে সা

৭ নির্সা র্রের্গ র্গর্রে র্সানি ধপ মগ রেসা

৮ র্সার্রে র্গর্গ র্রের্সা নিধ পম গারে সা

৯ র্রের্গ র্গর্রে র্সানি ধপ মগ রেসা

৮। যে স্বর থেকে অবরোহণ সে স্বর থেকে আরোহণ-অবরোহণ

ক) ১ রেসা রেগ মপ ধনি র্সার্রে র্গর্গ র্রের্সা নিধ পম গরে সা

২ গরে সাগ মপ ধনি র্সার্রে র্গর্গ র্রের্সা নিধ পম গরে সা

৩ মগ রেসা মপ ধনি সার্রে র্গর্গ র্রের্সা নিধ পম গরে সা

৪ পম গরে সাপ ধনি র্সার্রে র্গর্গ র্রের্সা নিধ পম গরে সা

৫ ধপ মগ রেসা ধনি র্সার্রে র্গর্গ র্রের্সা নিধ পম গরে সা

৬ নিধ পম গরে সানি র্সার্রে র্গর্গ র্রের্সা নিধ পম গরে সা

৭ র্সানি ধপ মগ রেসা র্সার্রে র্গর্গ র্রের্সা নিধ পম গরে সা

৮ র্রের্সা নিধ পম গরে সার্রে র্গর্গ র্রের্সা নিধ পম গরে সা

৯। দুই স্বরের তিন এর প্রকার

ক)

১ সা রে রে	১ র্সা নি নি
২ রে গ গ	২ নি ধ ধ
৩ গ ম ম	৩ ধ প প
৪ ম প প	৪ প ম ম
৫ প ধ ধ	৫ ম গ গ
৬ ধ নি নি	৬ গ রে রে
৭ নি র্সা র্সা	৭ রে সা সা
৮ র্সা র্রে র্রে	৮ সা নি্ নি্

খ)

১ সা রে সা	১ র্সা নি র্সা
২ রে গ রে	২ নি ধ নি
৩ গ ম গ	৩ ধ প ধ
৪ ম প ম	৪ প ম প
৫ প ধ প	৫ ম গ ম
৬ ধ নি ধ	৬ গ রে গ
৭ নি র্সা নি	৭ রে সা রে
৮ র্সা র্রে র্সা	৮ সা নি্ সা

১০। দুই স্বরের চার এর প্রকার

ক)

১ সারে সারে	১ র্সানি র্সানি
২ রেগ রেগ	২ নিধ নিধ
৩ গম গম	৩ ধপ ধপ
৪ মপ মপ	৪ পম পম
৫ পধ পধ	৫ মগ মগ
৬ ধনি ধনি	৬ গরে গরে
৭ নির্সা নির্সা	৭ রেসা রেসা
৮ র্সার্রে র্সার্রে	৮ সানি্ সানি্

খ)

১ সারে রেসা	১ র্সানি নির্সা
২ রেগ গরে	২ নিধ ধনি
৩ গম মগ	৩ ধপ পধ
৪ মপ পম	৪ পম মপ
৫ পধ ধপ	৫ মগ গম
৬ ধনি নিধ	৬ গরে রেগ
৭ নির্সা র্সানি	৭ রেসা সারে
৮ র্সার্রে র্রের্সা	৮ সানি্ নি্সা

১১। দুই স্বরের পাঁচ এর প্রকার

ক)

১ সাসা রেরেরে	১ র্সার্সা নিনিনি
২ রেরে গগগ	২ নিনি ধধধ
৩ গগ মমম	৩ ধধ পপপ
৪ মম পপপ	৪ পপ মমম
৫ পপ ধধধ	৫ মম গগগ
৬ ধধ নিনিনি	৬ গগ রেরেরে
৭ নিনি র্সার্সার্সা	৭ রেরে সাসাসা
৮ সাসা র্রের্রের্রে	৮ সাসা নি্নি্নি্

বি: দ্র: প্রতিটি স্বরগম বরাবর ও দ্বিগুণ লয়ে তালি দিয়ে স্বর উচ্চারণে ও আ-কারে শিখতে হবে।

রাগঃ খাম্বাজ
শাস্ত্রীয় পরিচয়

রাগ	খাম্বাজ
ঠাট	খাম্বাজ
ব্যবহৃত স্বর	আরোহে শুদ্ধ নিষাদ, অবরোহে কোমল নিষাদ ও অবশিষ্ট স্বর শুদ্ধ এবং আরোহে ঋষভ বর্জিত।
জাতি	ষাড়ব-সম্পূর্ণ
বাদী	গ (গান্ধার)
সম্বাদী	নি (নিষাদ)
সময়	রাত্রি দ্বিতীয় প্রহর (সর্বকালীন)
অঙ্গ	পূর্বাঙ্গ প্রধান
প্রকৃতি	চঞ্চল (শৃঙ্গার রসাত্মক)
আরোহণ	সা, গ ম প ধ নি, সা
অবরোহণ	সা নি ধ, প ম গ, রে সা
পকড়	নিধ, মপধ, মগ, প, মগ রেসা।

রাগঃ খাম্বাজ
স্বরমালিকা

তালঃ ত্রিতাল-মধ্যলয়

স্থায়ী

ধা	ধিন	ধিন	ধা।	ধা	ধিন	ধিন	ধা।	না	তিন	তিন	না।	তা	ধিন	ধিন	ধা
								গ	গ	সা	গ	ম	প	গ	ম
নি	ধ	-	ম	প	ধ	-	ম	গ	-	গ	ম	প	ধ	নি	সাঁ
সাঁ	নি	ধ	প	ম	গ	রে	সা								
×				২				০				৩			

অন্তরা

								গ	ম	নি	ধ	প	ধ	নি	সাঁ
সাঁ	গঁ	ম	গঁ	নি	নি	সা	-	র্সঁ	রেঁ	সাঁ	নি	ধ	নি	ধ	প
×				২				০				৩			
ধ	ম	প	গ	ম	গা	রা	সা	নি	সা	গ	ম	প	গ	া	ম
নি	ধ	া	ম	প	ধা	া	ম	গ	া	গ	ম	প	ধ	ন	সাঁ
সাঁ	নি	ধ	প	ম	গ	রে	সা								
×				২				০				৩			

রাগ: খাম্বাজ
স্বরমালিকা

তাল: ঝাঁপতাল

স্থায়ী

গ	ম	গ	রে	সা	গ	-	-	ম	গ
প	-	-	-	-	প	ধ	(ম)	গ	-
গ	ম	প	ধ	নি	সাঁ	-	নি	ধ	প
ধ	ম	প	গ	ম	প	ম	গ	রে	সা ॥
×		২			০		৩		

অন্তরা

ম	গ	ম	নি	ধ	নি	নি	সাঁ	-	সাঁ
প	নি	সাঁ	রেঁ	গঁ	সাঁ	রেঁ	নি	-	সাঁ
সাঁ	-	প	ধ	নি	প	ধ	ম	গ	প
গ	ম	নি	ধ	প	ম	গ	রে	-	সা
×		২			০		৩		

বি: দ্র: প্রতিটি স্বরমালিকা মধ্যলয়ে স্বর উচ্চারণে, আ-কারে ও দ্বিগুণ লয়ে শিখতে হবে।

রাগ: খাম্বাজ
লক্ষণগীত

ত্রিতাল-মধ্যলয়

স্থায়ী

দোনো নি খাম্বাজ মে রাখিয়ে
আরোহণ মে ঋষভ হটায়ে
দোনো নি খাম্বাজ মে রাখিয়ে ॥

অন্তরা

গ নি সম্বাদ দ্বিতীয় প্রহর
নিশি গাবত
গুণিজন ষাড়ব-সম্পূরণ ॥

ধা	ধিন	ধিন	ধা	ধা	ধিন	ধিন	ধা	না	তিন	তিন	না	তা	ধিন	ধিন	ধা
								নি	-	সাঁ	-	নি̱	ধ	প	ম
								দো	ऽ	নো	ऽ	নি	ऽ	ऽ	খ
গ	-	ম	প	ধ	নি	সাঁ	-	গ	ম	প	ধ	নি̱	ধ	প	-
ম	ऽ	জ	মে	র	খি	য়ে	ऽ	আ	ऽ	রো	ऽ	হ	ন	মে	ऽ
গ	ম	প	ধ	নি	-	সাঁ	-	নি̱	ধ	পধ	নিসাঁ	নি̱	ধ	প	ম
ঋ	ষ	ভ	হ	টা	ऽ	য়ে	ऽ	দো	ऽ	নোঃ	ऽऽ	নি	ऽ	খা	ऽ
গ	—	ম	প	ধ	নি	সাঁ	—								
ম	বা	জ	মে	রা	খি	য়ে	ऽ								
×				২				০				৩			

অন্তরা

								গ	ম	প	ধ	নি̱	ধ	প	-
								গ	নি	স	ম্	বা	ऽ	ऽ	দ
নি	নি	সাঁ	রেঁ	নি	সাঁ	নি̱	ধ	নি	সাঁ	গঁ	মঁ	গঁ	রেঁ	সাঁ	সাঁ
দ্বি	তী	য়	প্র	হ	র	নি	শি	গা	ऽ	ব	ত	গু	ণী	জ	ন
নি	নি	সাঁ	রেঁ	নি	সাঁ	নি̱	ধ								
ষা	ড়	ব	সম্	পু	ऽ	র	ণ								
×				২				০				৩			

রাগ: কাফী
শাস্ত্রীয় পরিচয়

রাগ	কাফী
ঠাট	কাফী
ব্যবহৃত স্বর	গ নি কোমল (গ নি) ও অবশিষ্ট স্বর শুদ্ধ ব্যবহার হয়। কাফী সংকীর্ণ শ্রেণির রাগ হওয়ায় কখনো কখনো শুদ্ধ গ এবং নি ব্যবহার করা হয়।
জাতি	সম্পূর্ণ-সম্পূর্ণ
বাদী	প (পঞ্চম)
সম্বাদী	সা (ষড়জ)
সময়	দ্বিতীয় প্রহর (সর্বকালীন)
অঙ্গ	পূর্বাঙ্গ
প্রকৃতি	চঞ্চল
আরোহণ	সা, রে গ ম প, ধ নি র্সা
অবরোহণ	র্সা নি ধ প, ম গ রে সা
পকড়	সাসা, রেরে, গগ, মম, প

রাগঃ কাফী
স্বরমালিকা

ত্রিতাল- ১৬ মাত্রা

স্থায়ী

সা সা রে রে	গ গ ম ম	প - প ম	প ধ নি র্সা
নি ধ প ম	গ গ রে -	রে প ম প	ম গ রে সা ।।
০	৩	×	২

অন্তরা

ম ম প ধ	নি নি র্সা -	র্রে র্গ র্রে র্সা	নি ধ নি নি
ধ ধ প প	প ধ প ম	প - প ম	প ধ নি র্সা
নি ধ প ম	গ গ রে -	রে প ম প	ম গ রে সা ।।
০	৩	×	২

রাগঃ কাফী
স্বরমালিকা

ত্রিতাল- ১৬ মাত্রা

স্থায়ী

ধা ধিন ধিন ধা	ধা ধিন ধিন ধা	না তিন তিন না	তা ধিন ধিন ধা
		রে গ রে সা	রে গ ম ম
প - ধ প	ম গ রে সা	রে গ রে সা	রে গ ম ম
প - - -	ধ নি র্সা র্রে	র্সা নি ধ প	নি নি ধ প
ম প গ রে	ম গ রে সা		
×	২	০	৩

অন্তরা

		ম ম প ধ	নি ধ র্সা -
র্সা র্রে র্গ র্রে	র্সা নি র্সা -	ধা নি র্সা ধ	নি ধ প ম
গ ম রে প	ম গ রে সা	রে গ ম প	ধ নি র্সা র্রে
র্সা নি ধ প	ম গ রে সা		
×	২	০	৩

রাগঃ কাফী
লক্ষণগীত

ত্রিতাল-মধ্যলয়

স্থায়ী

গ নি কোমল সম্পূরণ রাখিয়ে
প সা সম্বাদ সুহাবে লুভাবে ॥

অন্তরা

মধ্য রাত্রি মে
সব কো সুহাবত হোরি
গাবত ফাগুন মে ॥

স্থায়ী

ধা	ধিন	ধিন	ধা	ধা	ধিন	ধিন	ধা	না	তিন	তিন	না	তা	ধিন	ধিন	ধা
								সা	সা	রে	রে	গ	গ	ম	ম
								গা	নি	কো	ঽ	ম	ল	স	ম্
প	-	প	ম	প	নি	ধ	প	প	নি	ধ	নি	প	ধ	নি	সাঁ
পু	ঽ	র	ণ	রা	খি	য়ে	ঽ	প	সা	স	ম্	বা	ঽ	দ	সু
নি	ধ	ম	প	গ	-	রে	সা								
হা	ঽ	বে	লু	ভা	ঽ	বে	ঽ								
×				২				০				৩			

অন্তরা

								ম	-	প	নি	সাঁ	নি	সাঁ	-
								ম	ঽ	ধ্য	রা	ঽ	ত্রি	মে	ঽ
রেঁ	গঁ	রেঁ	সাঁ	নি	ধ	সাঁ	সাঁ	সাঁরেঁ	গঁ	রেঁ	সাঁ	নি	ধ	প	প
স	ব	কো	সু	হা	ঽ	ব	ত	হোঽ	ঽ	রি	ঽ	গা	ঽ	ব	ত
ম	প	নি	ধ	মগ	-	রে	সা								
ফা	ঽ	গু	ন	মেঽ	ঽ	ঽ	ঽ								
×				২				০				৩			

রাগঃ ভৈরব
শাস্ত্রীয় পরিচয়

রাগ	ভৈরব
ঠাট	ভৈরব
ব্যবহৃত স্বর	রে, ধ কোমল (রে, ধ) ও অবশিষ্ট স্বর শুদ্ধ ব্যবহার হয়।
জাতি	সম্পূর্ণ-সম্পূর্ণ
বাদী	ধ (ধৈবত কোমল)
সম্বাদী	রে (ঋষভ কোমল)
সময়	প্রাতঃকাল (দিবা প্রথম প্রহর)
অঙ্গ	উত্তরাঙ্গ
প্রকৃতি	গম্ভীর
আরোহণ	সা রে, গ ম, প ধ, নি সাঁ
অবরোহণ	সাঁ নি ধ, প ম, গ রে, সা
পকড়	সা গ ম প, ধ প, ম, প গ ম রে রে সা

রাগঃ ভৈরব
স্বরমালিকা

ত্রিতাল-মধ্যলয়

স্থায়ী

ধা ধিন ধিন ধা	ধা ধিন ধিন ধা	না তিন তিন না	তা ধিন ধি ধা
		ধ প ধ ম	প গ - ম
রে - সা -	নি ধ সা -	রে গ ম প	ধ - ম প
ধ সাঁ নি ধ	প ম গ রে		
×	২	০	৩

অন্তরা

		ম প ধ প	ধ নি নি ধ
সাঁ - সাঁ -	রেঁ রেঁ সাঁ -	ধ নি সাঁ রেঁ	গঁ - রেঁ সাঁ
ধ নি সাঁ রেঁ	সাঁ নি ধ প	গ রে গ ম	প ধ ম প
ধ নি ধ প	ম গ রে সা		
×	২	০	৩

রাগ: ভৈরব
স্বরমালিকা

ঝাঁপতাল-মধ্যলয়

স্থায়ী

ধি	না	।	ধি	ধি	না	।	তি	না	।	ধি	ধি	না
সা	ধ্	।	প	প	ধ্	।	[প]ম	প	।	ম	গ	র্রে
গ	র্রে	।	গ	ম	প	।	মা	গমা	।	র্রে	র্রে	সা
নি়	সা	।	র্রে	র্রে	সা	।	ধ্	ধ্	।	নি়	সা	া
গ	র্রে	।	গ	ম	প	।	ম	গম	।	র্রে	র্রে	সা ॥
×			২				০			৩		

অন্তরা

প	প	।	ধ্	ধ্	নি	।	র্সা	-	।	ধ্	নি	র্সা
ধ্	ধ্	।	নি	র্সা	র্রে	।	র্সা	নি	।	ধ্	ধ্	প
ম	গ	।	ম	প	ধ্	।	র্রে	র্সা	।	নি	ধ্	প
র্সা	নি	।	ধ্	ধ্	প	।	ম	গম	।	রে	রে	সা ।
×			২				০			৩		

২০২৩

রাগঃ ভৈরব
লক্ষণগীত

ত্রিতাল-মধ্যলয়

স্থায়ী

রি ধ কোমল সমবাদ
ওহি প্রাতঃ সন্ধি প্রকাশ ॥

অন্তরা

ভৈরব আশ্রয় রাগ হ্যায়
মধ্যম পর অবকাশ ॥

স্থায়ী

ধা	ধিন	ধিন	ধা	ধা	ধিন	ধিন	ধা	না	তিন	তিন	না	তা	ধিন	ধিন	ধা
								নি়	সা	গ	ম	প	প	গ	ম
								রি	ধ	কো	ঽ	ম	ল	স	ম
ধ	-	-	ম	প	ম	গ	ম	ম	-	গ	ম	রে	রে	সা	সা
বা	ঽ	ঽ	দ	ও	ঽ	হি	ঽ	প্রা	ঽ	ত	ঽ	স	ন্	ধি	প্র
ধ়	-	নি়	সা	রে	রে	রে	সা								
কা	ঽ	ঽ	ঽ	ঽ	ঽ	ঽ	শ								
×				২				০				৩			

অন্তরা

								ম	-	প	প	ধ	-	নি	নি
								ভৈ	ঽ	র	ব	আ	ঽ	শ্র	য়
র্সা	-	-	নি	র্সা	-	ধ	প	ম	-	গ	ম	ধ	ধ	প	প
রা	ঽ	ঽ	গ	হ্যা	ঽ	ঽ	য়	ম	ঽ	ধ্য	ম	প	র	অ	ব
ম	-	গ	ম	রে	রে	সা	সা								
কা	ঽ	ঽ	ঽ	ঽ	ঽ	ঽ	শ								
×				২				০				৩			

অনুশীলনী

১। খাম্বাজ রাগের শাস্ত্রীয় পরিচয় দাও।

২। খাম্বাজ রাগের স্বরমালিকা গেয়ে শোনাও।

৩। খাম্বাজ রাগের লক্ষণগীত পরিবেশন কর।

৪। কাফী রাগের শাস্ত্রীয় পরিচয় দাও।

৫। কাফী রাগের লক্ষণগীত পরিবেশন কর।

৬। ভৈরব রাগের শাস্ত্রীয় পরিচয় দিয়ে একটি স্বরমালিকা পরিবেশন কর।

৭। ভৈরব রাগের লক্ষণগীত গেয়ে শোনাও।

চতুর্থ অধ্যায়
বাংলাগান
ব্যবহারিক
রবীন্দ্রসংগীত

তাল: কাহারবা
পর্যায়: প্রকৃতি (শরৎ)

আজ ধানের ক্ষেতে রৌদ্রছায়ায় লুকোচুরি খেলা রে ভাই-
লুকোচুরি খেলা।
নীল আকাশে কে ভাসালে সাদা মেঘের ভেলা রে ভাই-
লুকোচুরি খেলা ॥
আজ ভ্রমর তোলে মধু খেতে-উড়ে বেড়ায় আলোয় মেতে,
আজ কিসের তরে নদীর চরে চখা-চখীর মেলা
নীল আকাশে কে ভাসালে সাদা মেঘের ভেলা রে ভাই-
লুকোচুরি খেলা ॥
ওরে, যাব না আজ ঘরে রে ভাই, যাব না আজ ঘরে।
ওরে, আকাশে ভেঙে বাহিরকে আজ নেব রে লুট করে-
যাব না আজ ঘরে।
যেন জোয়ার-জলে ফেনার রাশি-বাতাসে আজ ছুটছে হাসি,
আজ বিনা কাজে বাজিয়ে বাঁশি কাটবে সকল বেলা।
নীল আকাশে কে ভাসালে সাদা মেঘের ভেলা রে ভাই-
লুকোচুরি খেলা ॥

সা -া II ধ্সা -া সা া। সা -া সা -রা I গা -গা -া পা। পা -া পা -ধা I
আ জ্ ধা০ ০ নে র্ ক্ষে ০ তে ০ রো উ ০ দ্র ছা ০ য়া য়্

I পধা -না না -া। নধা -া পা -া I পা -ধা ধপা -া। মা -া গা -রা I
লু০ ০ কো ০ চু ০ রি ০ খে ০ লা ০ রে ০ ভা ই

II
I গসা -গা গা -া। গা -া গরা -গা I গরা -া সা -া। -া -া -া -া I
লু ০ কো ০ চু ০ রি ০ খে ০ লা ০ ০ ০ ০ ০

I পা -া -া পা। পা -া পা -া I পক্ষা -া পা -া। পধা -া ধপা -া I
নী ০ ল্ আ কা ০ শে ০ কে ০ ভা ০ সা০ ০ লে ০

I পসা -া রা -া। গা -পা পা -া I পা -ধা পধা -না। না -ধা পা -া I
সা ০ দা ০ মে ০ ঘে র্ ভে ০ লা০ ০ রে ০ ভা ই

I মগা -া -া রা । মগা -া মা -া I মগা -রা সা -া । -া -া সা -া II
লু ০ ০ কো চু ০ রি ০ খে ০ লা ০ ০ ০ "আ জ্"

পা -া II {পা -া ধা -া । র্সা -া র্সা -া I র্রা -া র্সা -া । র্না -া ধা -নধা I
আ জ্ ভ্র ০ ম র্ ভো ০ লে ০ ম ০ ধু ০ খে ০ তে ০০

I মপা -া ধা -া । মপা -া পা -মা I মগা -পা পা -া । ধা -া র্সা সনা I
উ ০ ড়ে ০ বে ০ ড়া য় আ ০ লো য় মে ০ তে ০

I -ধা -া -া -া । -া -া সনা সধা I মপা -া -া -া । -া -া পা -া } I
০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ আ জ্

I পা -া ধা -া । র্সা -া র্না -া I র্ধা -া পা -া । পধা -া পা -া I
কি ০ সে র্ ত ০ রে ০ ন ০ দী র্ চ ০ রে ০

I মপা -া মা -া । গা -া রা -গা I গসা -রা গা -া । -া -া -া -া I
চ ০ খা ০ চ ০ খী র্ মে ০ লা ০ ০ ০ ০ ০

I পা -া -া পা । পা -া পা -া I পক্ষা -া পা -া । পধা -া পা -া I
নী ০ ল্ আ কা ০ শে ০ কে ০ ভা ০ সা০ ০ লে ০

I গসা -া রা -া । গা -পা পা -া I পা -ধা পধা -না । না -ধা পা -া I
সা ০ দা ০ মে ০ ঘে র্ ভে ০ লা০ ০ রে ০ ভা ই

I মগা -া -া রা । গা -া মা -া I মগা -রা সা -া । -া -া সা -া II
লু ০ ০ কো চু ০ রি ০ খে ০ লা ০ ০ ০ "আ জ্"

সা সা II {সধা -সা -া সা । সা -া সা -রা I গা -পা পা -ধা । ধপা -া মা -া I
ও রে যা ০ ০ ব না ০ আ জ্ ঘ ০ রে ০ রে ০ ভা ই

I মগা -া া রা । গা -া মা া I মগা -রা সা -া । -া -া (সা সা)} I পা পা I
যা ০ ০ ব না ০ আ জ্ ঘ ০ রে ০ ০ ০ ও রে ও রে

I পা -া ধা -া । ধর্সা -া র্সা -া I র্রা -া র্সা -া । র্না -া ধা -না I
আ ০ কা শ্ ভে ০ ঙে ০ বা ০ হি র্ কে ০ আ জ্

২০২৫

I [ন]পা -া ধা -া । পা -া পা -া I [প]গা -পা পা -ধা । -না -া -া -া I
নে ০ ব ০ রে ০ লু ট্ ক ০ রে ০ ০ ০ ০ ০

I [প]গা -া -া রা । গা -া মা -া I [ম]গা -রা সা -া । -া -া {পা পা I
যা ০ ০ ব না ০ আ জ্ ঘ ০ রে ০ ০ ০ যে ন

I পা -া ধা -া । [ধ]র্সা -া র্সা -া I [স]র্রা -া [র]র্সা -া । [স]না -া ধা -না I
জো ০ য়া র্ জ ০ লে ০ ফে ০ না র্ রা ০ শি ০

I [ম]পা -া ধা -া । [ধ]পা -া পা -মা I [ম]গা -পা -া পা । [ধ]পা -া [ধ]র্সা -না I
বা ০ তা ০ সে ০ আ জ্ ছু ০ ট্ ছে হা ০ সি ০

I [-ন]ধা -া -া -া । -া -া [ধ]না [ন]ধা I [-ধ]পা -া -া -া । -া -া} পা -া I
০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ আ জ্

I পা -া ধা -া । ধর্সা -া [স]না -া I [ন]ধা না [ন]পা -া । [প]ধা -া পা -া I
বি ০ না ০ কা ০ জে ০ বা জি য়ে ০ বাঁ ০ শি ০

I [গ]পা -া -া মা । [ম]গা -া রা -গা I [গ]সা -রা গা -া । -া -া -া -া I
কা ০ ট্ বে স ০ ক ল্ বে ০ লা ০ ০ ০ ০ ০

I পা -া -া পা । পা -া পা -া I [প]ক্ষা -া পা -া । পধা -া [ধ]পা -া I
নী ০ ল্ আ কা ০ শে ০ কে ০ ভা ০ সা০ ০ লে ০

I [গ]সা -া রা -া । গা -পা পা -া I পা -ধা পধা -না । না -ধা পা -া I
সা ০ দা ০ মে ০ ঘে র্ ভে ০ লা ০ রে ০ ভা ই

I [প]গা -া -া রা । [ধ]গা -া মা -া I [ম]গা -রা সা -া । -া -া সা -া II II
লু ০ ০ কো চু ০ রি ০ খে ০ লা ০ ০ ০ “আ জ্”

* প্রকৃতি পর্যায়ের শরৎ উপপর্যায়ের এই গানটি ‘ঋণশোধ’ নাটকের অন্তর্ভুক্ত। কাহারবা তালে, বাউলসুরে রচিত এই গানটি কবি ৪৭ বছর বয়সে রচনা করেন। গানটির স্বরলিপি স্বরবিতান ৫০তম খণ্ডে মুদ্রিত আছে।

রবীন্দ্রসংগীত

পর্যায়: প্রকৃতি (বর্ষা)

তাল: ত্রিতাল

মোর ভাবনারে কী হাওয়ায় মাতালো,
দোলে মন দোলে অকারণ হরষে।
হৃদয়গগনে সজল ঘন নবীন মেঘে
রসের ধারা বরষে ॥
তাহারে দেখি না যে দেখি না,
শুধু মনে মনে ক্ষণে ক্ষণে ওই শোনা যায়
বাজে অলখিত তারি চরণে
রুনুরুনু রুনুরুনু নূপুরধ্বনি ॥
গোপন স্বপনে ছাইল
অপরশ আঁচলের নব নীলিমা।
উড়ে যায় বাদলের এই বাতাসে
তার ছায়াময় এলো কেশ আকাশে
সে যে মন মোর দিল আকুলি
জল-ভেজা কেতকীর দূর সুবাসে ॥

২ ০ ৩
সা -রা II {মা রা মা মা । -া পা মা পা । -া ধা মা পা I
মো র্ ভা ব না রে ০ কি হা্ও য়া য়্ মা তা লো

I -ধা -র্সা -া র্সনা । ধা ণা পা ধা । মা গা রা গা । সা সা রা গা I
০ ০ ০ ০ দো লে ম ন দো লে অ কা র ণ হ্ র

II
I মা -া (সা -রা)} । -া -া । রা মা মা -গা । রা রপা -পা -া । মা পা ধা ণধা I
ষে ০ মো র্ ০ ০ হৃ দ য় ০ গ গ০ নে ০ স জ ল ঘ০

I পা -া মা পা । ধা ণধা পা -া । মা গা রা -া । মা গা রা গা I
ন ০ ন বী ন মে০ ঘে ০ র সে র ০ ধা রা ব র

I সা -া সা -রা II
ষে ০ "মো র্"

২ ০ ৩
II {র্সা না ধা -া । মা পা ধা র্সা । র্সা -র্সনা ধা র্রা I
তা হা রে ০ দে খি না ০ যে ০ দে খি

I ର্সা -া র্রা র্গা । র্রা র্গা র্মা র্গা । র্রা র্গা র্সা র্রা । না -র্সা ধা ণা I
না ০ শু ধু ম নে ম নে ক্ষ ণে ক্ষ ণে ও ই শো না

I পা -া -া -া }। {রা -া পা -া । মা পা ধা ণা । ণধা পা মা মগা I
যা ০ ০ য় বা ০ জে ০ অ ল খি ত তা রি চ র

I রা -া -া -া} । সা রা মা পা । ধা র্সা ধা পা । মা গা রা গা I
ণে ০ ০ ০ রু নু রু নু রু নু রু নু নূ পু র ধ্ব

I সা -া সা -রা । II
নি ০ "মো র্"

II { মা গা রা -া I -া -া মা গা । রা -া গা মা I
গো প ন ০ ০ ০ স্ব প নে ০ ছা ই

I পা -া -া -া । পা ধা রা গা । মা ধা পা ধা । মা গা রা গা I
ল ০ ০ ০ অ প র শ আ চ লে র ন ব নী লি

I সা -া -া -া} । {র্সা না ধা -া । মা পা ধা র্সা । র্সা -না ধা র্রা I
মা ০ ০ ০ উ ড়ে যা য় বা দ লে র এ ই বা তা

I র্সা -া র্রা -র্গা । র্রা র্গা র্মা র্গা । র্রা র্গা র্সা -র্রা । না -র্সা ধা -ণা I
সে ০ তা র্ ছা য়া ম য় এ লো কে শ্ আ ০ কা ০

I পা -া -া -া} । {রা -া পা -া । মা পা ধা -ণা । ণধা পা মা মগা I
শে ০ ০ ০ সে ০ যে ০ ম ন মো র্ দি ল আ কু

I রা -া -া -া} । র্রা -া র্রা র্সা । ণা ধা পা -ধা । মা -গা রা গা
লি ০ ০ ০ জ ল্ ভে জা কে ত কী র্ দূ র্ সু বা

I সা -া সা -রা II II
সে ০ "মো র্"

* প্রকৃতি পর্যায়ের বর্ষা উপ-পর্যায়ের এই গানটি গৌড়-মল্লার রাগে ও ত্রিতালে নিবদ্ধ। কবির ৭৮ বছর বয়সে রচিত এই গানটির সুর সেতারের গৎ-এর সুর থেকে নেয়া। স্বরবিতান ৫৮তম খণ্ডে গানটির স্বরলিপি মুদ্রিত আছে।

রবীন্দ্রসংগীত

পর্যায়ঃ স্বদেশ

তালঃ কাহারবা

এবার   তোর মরা গাঙে বান এসেছে, 'জয় মা' ব'লে ভাসা তরী ॥
ওরে রে   ওরে মাঝি, কোথায় মাঝি,   প্রাণপণে, ভাই, ডাক দে আজি
তোরা   সবাই মিলে বৈঠা নে রে,   খুলে ফেল্ সব দড়াদড়ি ॥
দিনে দিনে বাড়ল দেনা,   ও ভাই,   করলি নে কেউ বেচা কেনা
হাতে নাই রে কড়া কড়ি।
ঘাটে বাঁধা দিন গেল রে,   মুখ দেখাবি কেমন ক'রে
ওরে,   দে খুলে দে,   পাল তুলে দে,   যা হয় হবে বাঁচি মরি ॥

সঃ সা রা II গপা পা ধা না | পাঃ নঃ ধা পা I [গ]পা মা গা রগা | সরগা গা গা রগরা I
এ বার্ তোর্ ম০ রা গা ঙে বান্ এ সে ছে জয়্ মা ব' লে০ ভা০০ সা ত রী০০

I -সা -া -া -া ॥ | -প্সা -ঃসঃ সা -রা II
০ ০ ০ ০ ০০ ০"এ বার্ তোর্"

াঃ পঃ পা ধর্সা II [র্স]র্সা র্সা র্সা র্সা | [স]র্রা র্সা না ধনধা I পাঃ ধঃ পা পা | রপা পা ধা নর্সনা I
০ ও রে রে০ ও রে মা ঝি কো থায়্ মা ঝি০০ প্রাণ্ প ণে ভাই ডাক্ দে আ জি০০

I -ধা -া -া -ণধা | -পা -া -া পপা I পা ধা [ধ]র্সা না I ধা পা ধা পা I
০ ০ ০ ০০ ০ ০ ০ তোরা স বাই মি লে বৈ ঠা নে রে

I [গ]পা মা গা রগা | সরগা গা গা রগরা I -সা -া -া -া | -প্সা -ঃসঃ সা -রা II
খু লে ফেল্ সব্ দ০০ ড়া দ ড়ি০০ ০ ০ ০ ০ ০০ "এ বার্ তোর্"

-া -া -া -া II {প্সা সা সা সরা | গপা পা পা মপমা I -গা -া -া গগা | গাঃ মঃ পা ধা I
০ ০ ০ ০ দি০ নে দি নে০ বাড়্ ল দে না০০ ০ ০ ০ ওভাই কর্ লি নে কেউ

I পা মপা মা গা | -া -া -া সরা I গাঃ মঃ গা রগা | রা সা -া -া} I
বে চা০ কে না ০ ০ ০ হাতে নাই রে ক ড়া০ ক ড়ি ০ ০

I পা ধর্সা র্সা র্সা | [স]র্রাঃ র্সঃ না ধনা I পাঃ ধঃ পা পা | রপা পা ধা নর্সনা I
ঘা টে০ বাঁ ধা দিন্ গে ল রে০ মুখ্ দে খা বি কে০ মন্ ক রে০০

I -ধা -া -া -ণধা | -পা -া -া পপা I পাঃ ধঃ র্সা না | ধাঃ পঃ ধা পা I
০ ০ ০ ০০ ০ ০ ০ ওরে দে খু লে দে পাল্ তু লে দে

I পা মা গা রগরা | সরগা গা গা রগরা I -সা -া -া -া | -প্সা -ঃসঃ সা রা II II
যা হয়্ হ বে০০ বাঁ০০ চি ম রি০০ ০ ০ ০ ০ ০০ ০"এ বার্ তোর"

* স্বদেশ পর্যায়ের এই গানটি সারি গানের সুরে কাহারবা তালে নিবদ্ধ। ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে গানটি রচিত। কবি ৪৪ বছর বয়সে গানটি রচনা করেন। স্বরবিতান ৪৬তম খণ্ডে গানটির স্বরলিপি মুদ্রিত আছে। মূল আদর্শ- মন মাঝি সামাল সামাল ডুবল তরী..........।

নজরুলসংগীত

নমঃ নমঃ নমো বাঙলা দেশ মম
চির মনোরম চির মধুর
বুকে নিরবধি বহে শত নদী
চরণে জলধির বাজে নূপুর ॥

গ্রীষ্মে নাচে বামা কাল বোশেখী ঝড়ে
সহসা বরষাতে কাঁদিয়া ভেঙ্গে পড়ে
শরতে হেসে চলে শেফালিকা তলে
গাহিয়া আগমনী গীতি বিধুর ॥

হরিত অঞ্চল হেমন্তে দুলায়ে
ফেরে সে মাঠে মাঠে শিশির ভেজা পায়ে
শীতের অলস বেলা পাতা ঝরারি খেলা
ফাগুনে পরে সাজ ফুল বধুর ॥

এই দেশের মাটি জল ও ফুলে ফলে
যে রস যে সুধা নাহি ভূমণ্ডলে
এই মায়েরি, বুকে হেসে খেলে সুখে
ঘুমাবো এই বুকে স্বপ্নাতুর ॥

TWIN FT. 2319 ॥ শিল্পীঃ আব্বাসউদ্দীন আহ্‌মদ ॥ দেশাত্মবোধক ॥ তালঃ কাহারবা

I -া {না না ধা | ধপা -া পা পা II -া মা [স]ধা পা | মগা মা গা রা I
০ ন মঃ ন মঃ০ ০ ন মো ০ বা ঙ্ লা দে০ শ ম ম

I -া রা গা পা | [প]ধা -া ধা পা I -া না না না | পধা -নর্সা -র্রসা -নধা I
০ চি র ম নো ০ র ম ০ চি র ম ধু০ ০০ ০০ ০০

II
I -পা } না না ধা | ধপা -া -া -া I {-া পা ধর্সা র্সা | র্সা -া র্সা র্সা I
র্ ন মঃ ন মঃ ০ ০ ০ ০ বু কে০ নি র ০ ব ধি

I -া না র্রসা র্সা | না -া না র্সনধা I -া ধা ধনা নধা | ধা ধপা পা -া I
০ ব হে০ শ ত ০ ন দী০০ ০ চ র০ ণে০ জ ল০ ধি র্

I (-া নধা ধা না | পৃধা [স]-র্সা -া -া) } I -া নধা ধা না | পধা -নর্সা -র্রসা -নধা I
০ বা০ জে নু পু০ ০ ০ র্ ০ বা০ জে নু পু০ ০০ ০০ ০০

I -পা না না ধা | ধপা -া পা পা II
র্ ন মঃ ন মঃ০ ০ ন মো

[পধা -নর্র্সা]
II {-া না -া না | ধা পা পা ধপা I -া পর্সা -া র্সা | র্সনা না না না I
০ গ্রী ০ ষ্মে না চে বা মা০ ০ কা ল্ বো শে খী ঝ ড়ে

I -া না র্সা র্রা | র্রা র্রা র্রা র্রা I -া র্সা না র্সা | ধনা র্রর্সা র্সা না} I
০ স হ্ সা ব র ষা তে ০ কাঁ দি য়া ভে ঙ্গে০ প ড়ে

I -া র্সা র্সা র্সা | র্সা র্সা র্সা র্সা I -া না নর্রা র্সা | না -া না র্সনধা I
০ শ র তে হে সে চ লে ০ শে ফা০ লি কা ০ ত লে০০

I -া ধা ধনা নধা | ধা ধপা পা পা I -া ধা ধা না | পধা -নর্সা র্রর্সা -নধা I
০ গা হি০ য়া০ আ গ০ ম নী ০ গী তি বি ধু০ ০০ ০০ ০০

I -পা না না ধা | ধপা -া পা পা II
র্ ন মঃ ন মঃ০ ০ ন মো

II {-া রা ধা পা | মাঃ -গঃ গা গা I -রা রা গা সরা | সরা -া রা রা I
০ হ রি ত অ ন্ চ ল ০ হে মন্ তে০ দু ০ লা য়ে

[পধা -র্সণা]
I -া রমা মা মা | পা পা ধা ধণা I -া পা ধা মপা | পা পা পা পা} I
০ ফে০ রে সে মা ঠে মা ঠে০ ০ শি শি র০ ভে জা পা য়ে

I {-া পা ধর্সা র্সা | র্সা র্সা র্সা র্সা I -া র্সা র্সর্রা র্সা | না না না র্সনা I
০ শী তের্ অ ল স বে লা ০ পা তা০ ঝ রা রি খে লা০

I -ধা ধা ধনা না | ধা ধপা পা -া I (-া ধা ধা না | পধা -র্সা -া -া)} I
০ ফা গু০ নে প রে০ সা জ্ ০ ফু ল ব ধু০ ০ ০ র্

I -া ধা ধা না | পধা -নর্সা -র্রর্সা -নধা I -পা না না ধা | ধপা -া পা পা II
০ ফু ল ব ধু০ ০০ ০০ ০০ র্ ন মঃ ন মঃ ০ "ন মঃ"

[পধা -নর্সা]
II {-া ধনা -া না | ধাঃ -পঃ পা ধা I -পা পর্সা -া র্সা | র্সনা না না না I
০ এ০ ই দে শে র্ মা টি ০ জ ল্ ও০ ফু লে ফ লে

I -া না র্সা র্রা | র্রা -া র্রা র্রা I -া র্সা নর্সর্রর্গা র্রা | না -র্রা র্সা না} I
০ যে র স যে ০ সু ধা ০ না হি০০০ ভু ম ন্ ড লে

I -া র্সা -া র্সা | র্সা র্সা র্সা র্সা I -া পা র্সা র্সা | র্সা -া র্সা র্সর্রর্সা I
০ এ ই মা য়ে রি বু কে ০ হে সে খে লে ০ সু খে০০

I -া না না না | ণধা -া পা পা I -া ধা -া না | পধা -নর্সা -র্রর্সা -নধা I
০ ঘু মা বো এ ই বু কে ০ স্ব প্ না তু০ ০০ ০০ ০০

I -পা না না ধা | ধপা -া পা পা II II
র্ ন মঃ ন মঃ ০ "ন মো"

* স্বদেশ পর্যায়ের এই গানটি ১৯৩২ সালে 'টুইন রেকর্ডস' থেকে রেকর্ড করা হয়। শিল্পী ছিলেন আব্বাসউদ্দিন। নজরুল ইন্সটিটিউটকৃত "নজরুল - সঙ্গীত স্বরলিপি" বইটির ১৭ তম খণ্ডে গানটি মুদ্রিত আছে। গানটি কাহারবা তালে নিবদ্ধ।

নজরুলসংগীত

মোরা ঝঞ্ঝার মত উদ্দাম,
মোরা ঝর্ণার মত চঞ্চল।
মোরা বিধাতার মত নির্ভয়,
মোরা প্রকৃতির মত সচ্ছল ॥
আকাশের মত বাধাহীন,
মোরা মরু-সঞ্চর বেদুঈন,
বন্ধনহীন জন্ম স্বাধীন
চিত্ত মুক্ত শতদল ॥
মোরা সিন্ধু-জোয়ার কল-কল্
মোরা পাগলা-ঝোরার ঝরা জল
কল-কল-কল্ ছল-ছল-ছল্
কল-কল-কল্ ছল-ছল-ছল্।
মোরা দিল্ খোলা খোলা প্রান্তর
মোরা শক্তি-অটল মহীধর,
হাসি গান সম উচ্ছল
বৃষ্টির জল বনফল খাই,
শয্যা শ্যামল বন-তল ॥

Columbia GE. 7548 ॥ শিল্পীঃ বাংলার সন্তান দল ॥ সুরঃ নিতাই ঘটক ॥ উদ্দীপনামূলক ॥
তালঃ দাদরা

সা	রা	II	{গা	-া	গা	-া	সা	রা	I	গা	-া	গা	।	‖ -া	গা	গা	I
মো	রা		ঝ	ন্	ঝা	র্	ম	ত		উ	দ্	দাম্		০	মো	রা	
I	গা	-মা	গা	।	-মা	গা	রা	I		গা	-ধা	ধা	।	-া	ধা	ধা	I
	ঝ	র্	ণা		র্	ম	ত			চ	ন্	চ		ল্	মো	রা	
I	গা	পা	ধা	।	-র্সা	র্সা	র্সা	I		ধা	-র্সা	ধা	।	ধপা	পা	পা	I
	বি	ধা	তা		র্	ম	ত			নি	র্	ভ		য়	মো	রা	

I গা ধা পা । -া গা রা I ন্া -রা সা । (-া সা রা)} I -া -া -া I
প্র কৃ তি র্ ম ত স ০ চ্ছ ল্ মো রা ০ ০ ল

I -া -া -া । -া সা রা II
০ ০ ০ ০ "মো রা"

I {গা পা র্সা । -া র্সা র্সা I র্সা র্সা র্সর্সা । -া র্সা র্সা I
আ কা শে র্ ম ত বা ধা হী ন্ মো রা

I না র্সা না । ধা ধা ধা I না র্রা র্গর্রর্সা । -া -া -া} I
ম রু স ন্ চ র বে দু ঈ ন্ ০ ০

I {র্সা -া ধা । ধা পা -া I পা -া ক্ষা । ধা পা -া I
ব ন্ ধ ন হী ন্ জ ন্ ম স্বা ধী ন্

[রা]
I গা -া গা । পা -া পা I রা রা সা । -া সা সা} II
চিত্ ০ ত মুক্ ০ ত শ ত দ ল্ "মো রা"

সা সা II {ন্া -া সা । ন্া ধ্া -ন্া I ন্া সা সা । -া সা -া I
মো রা সি ন্ ধু জো য়া র্ ক ল কল্ ০ মো রা

I ন্া -া সা । ন্া ধ্া ন্া I ন্া সা সা । -া (সা সা)} I
পাগ্ ০ লা ঝো রা র্ ঝ রা জল্ ০ মো রা

সা সা I ধ্া সা গা । -া গা গা I সা গা পা । -া পা পা I
ক ল্ ক ল ক ল্ ছ ল ছ ল ছ ল্ ক ল

I গা পা র্সা । -া ধা পা I গা ধা পা । -া -া -া I
ক ল ক ল ছ্ ল ছ্ ল ছ্ ০ ০ ল্

I সা সা গা । া গা গা I সা গা পা । -া পা পা I
ক ল ক ল্ ছ ল ছ ল ছ ল্ ক ল

I গা পা র্সা । -া ধা পা I গা ধা পা । -া -া -া I
ক ল ক ল্ ছ ল ছ ল ছ ০ ০ ল্

I -া -া -া । -া পা পা I গা -পা র্সা । র্সা র্সা র্সা I
০ ০ ০ ০ মো রা দি ল্ খো লা খো লা

I র্সা -না র্রর্সা । -া র্সা র্সা I না -া র্সা । না ধা -া I
প্রা ন্ ত র্ মো রা শ ক্ তি অ ট ল্

I না র্রা র্সর্রর্সা । -া -া ^গ^-া I গপা -া র্সা । র্সা র্সা র্সা I
ম হী ধ০০ ০ ০ র্ দি০ ল্ খো লা খো লা

I র্সা -না ^র্র^র্সা । -া র্সা র্সা I না -া র্সা । না ধা -া I
প্রা ন্ ত র্ মো রা শ ক্ তি অ ট ল্

I না র্রা র্সর্রর্সা । -া -া -া I র্সা র্সা র্রর্গা । -া র্গা র্গা I
ম হী ধ০০ ০ ০ র্ হা সি গা০ ন্ স ম

I র্রা ^র্র^-র্গা র্রর্সা । -া -া -া I {র্সা -া র্সা । -ধা ^ধ^পা -া I
উ ০ চ্ছ০ ল্ ০ ০ বৃ ষ্ টি র্ জ ল্

I পা পা পা । -ক্ষা ^ধ^পা -া I মা -া গা । পা পা -া I
ব ন ফ ল্ খা ই শ ০ য্যা শ্যা ম ল্

[রা]

I রা রা সা । -া সা সা} II II
ব ন ত ল্ "মো রা"

*'পাহাড়ী গান' শিরোনামে ছায়ানট রাগে, ১৩৩১ বঙ্গাব্দে হুগলীতে কবি গানটি রচনা করেন। পরবর্তীকালে ১৯৪৯ সালে নিতাই ঘটক গানটিতে নতুন সুর দেন। নজরুল ইন্সটিটিউটকৃত "নজরুল সঙ্গীত স্বরলিপি" বইটির ৫ম খণ্ডে (রেকর্ডের সুরে) গানটি মুদ্রিত আছে। গানটির তাল দাদরা।

নজরুলসংগীত

মোরা এক বৃন্তে দু'টি কুসুম হিন্দু-মুসলমান।
মুসলিম তার নয়ন-মণি, হিন্দু তাহার প্রাণ ॥

এক সে আকাশ মায়ের কোলে
যেন রবি শশি দোলে,
এক রক্ত বুকের তলে, এক সে নাড়ীর টান ॥

এক সে দেশের খাই গো হাওয়া, এক সে দেশের জল,
এক সে মায়ের বক্ষে ফলাই একই ফুল ও ফল।

এক সে দেশের মাটিতে পাই
কেউ গোরে কেউ শ্মশানে ঠাঁই
এক ভাষাতে মা'কে ডাকি, এক সুরে গাই গান ॥

H. M. V. GT. 26 ॥ শিল্পীঃ শিশু মঙ্গল সমিতি ॥ পুতুলের বিয়ে রেকর্ড-নাট্যের গান ॥ তালঃ কাহারবা ॥

সা সা II {গা -া -া মা । গা -রা সা -া I রা -া রা -পা । মা -া মা -পা I
মো রা এ ০ ০ ক্ বৃ ন্ তে ০ দু ০ টি ০ কু ০ সু ম্

[-া -া]
০ ০
I গা -া -া মা | গা -রা রা -গা | ঁসা -া -া -া | -া -া সা সা I
হি ০ ন্ দু মু ০ স ল্ মা ০ ০ ০ ০ ন্ মো রা

I {পা -ধা -া -া | ধা -া ধা -পা | পা -ধা ধা -ণা | ধা -পা মা -া I
মু ০ ০ স্ লি ম্ তা র্ ন ০ য় ন্ ম ০ ণি ০

[-ণধা-পমা -গা -া]
০০ ০০ ০ ণ্

I রা -মা -া মা | মা -া মা -পা | ধা -া -া -া | (-মা -পা -মা -পা)} I

হি ০ ন্ দু তা ০ হা র্ প্রা ০ ০ ০ ০ ০ ০ ণ্

I গা -া -া মা | গা -রা রা -গা | রসা -া -া -া | -া -া সা সা II

হি ০ ন্ দু মু ০ স ল্ মা ০ ০ ০ ০ ন্ "মো রা"

II {পা -ধা -া ধা | পা -মা মা -পা | ধা -র্সা র্সা -া | র্সা -া র্সা -া I

এ ০ ক্ সে আ ০ কা শ্ মা ০ য়ে র্ কো ০ লে ০

I ণধা -া ধা -া | র্সা -া র্রা -া | র্সা -া র্সর্রা -র্গা | র্রা -র্সা র্সা -া} I

যে০ ০ ন ০ র ০ বি ০ শ ০ শী০ ০ দো ০ লে ০

I {পা -ধা -া -া | ধা -া ধা -পা | পা -ধা ধা -ণা | ধা -পা মা -া I

এ ০ ০ ক্ র ০ ক্ত ০ বু ০ কে র্ ত ০ লে ০

[-ণধা -পমা -গা -া]
০০ ০০ ০ ন্

I রা -মা -া মা | মা -া মা -পা | ধা -া -া -া | -মা -পা -মা -পা} I

এ ০ ক সে না ০ ড়ী র্ টা ০ ০ ০ ০ ০ ০ ন্

I গা -া -া মা | গা -রা রা -গা | রসা -া -া -া | -া -া সা সা II

হি ০ ন্ দু মু ০ স ল্ মা ০ ০ ০ ০ ন্ "মো রা"

I সা -মা -া মা | মা -া মা -া | মা -পা -া পা | পা -া পা -ধা I

এ ০ ক্ সে দে ০ শে র্ খা ০ ই গো হা ও য়া ০

I না -া -া র্সা | না -ধা ধা -না | ধা -পা -া -া | -া -া -া -মা I
এ ০ ক্ সে দে ০ শে র্ জ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ল্

I পা -ধা -া ধা | ধা -া ধা -পা | পা -ধা ধা -ণা | ধা -পা মা -া I
এ ০ ক্ সে মা ০ য়ে র্ ব' ০ ক্ষে ০ ফ ০ লা ই

I গা -া -া মা | গা -রা রা -গা | সাসা -া -া -া | -া -া -া -া I
এ ০ ক্ ই ফু ল্ ও ০ ফ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ল্

I {পা -ধা -া ধা | পা -মা মা -পা | ধা -র্সা র্সা -া | র্সা -া র্সা -া I
এ ০ ক্ সে দে ০ শে র্ মা ০ টি ০ তে ০ পা ই

I ণধা -া -া ধা | র্সা -া র্রা -া | র্সা -র্রা র্সর্রা -র্গা | র্রা -র্সা র্সা -া} I
কে০ ০ উ গো রে ০ কে উ শ্য ০ শা০ ০ নে ০ ঠাঁ ই

I {পা -ধা -া ধা | ধা -া ধা -পা | পা -ধা ধা -ণা | ধা -পা মা -া I
এ ০ ক্ ভা ষা ০ তে ০ মা ০ কে ০ ডা ০ কি ০

[-ণধা -পমা -গা -া]
০০ ০০ ০ ন্
I রা -মা -া মা | মা -া মা -পা | ধা -া -া -া | -মা -পা -মা -পা} I
এ ০ ক্ সু রে ০ গা ই গা ০ ০ ০ ০ ০ ০ ন্

I গা -া -া মা | গা -রা রা -গা | সাসা -া -া -া | -া -া সা সা IIII
হি ০ ন্ দু মু ০ স ল্ মা ০ ০ ০ ০ ন্ "মো রা"

* বাউল অঙ্গের এই গানটি কাহারবা তালে নিবদ্ধ। পুতুলের বিয়ে নাটকের জন্য গানটি ১৯৩৩ সালে এইচ. এম. ভি. কোম্পানি থেকে রেকর্ড করা হয়। শিল্পী ছিলেন- বীণাপানি ও হরিমতী। নজরুল ইন্সটিটিউট কৃত "নজরুল সঙ্গীত স্বরলিপি" ১৬ তম খণ্ডে গানটি মুদ্রিত আছে।

লোকসংগীত

কথা ও সুরঃ জসীমউদ্‌দীন
তালঃ কাহারবা

আমার হাড় কালা করলামরে
আরে আমার দ্যাহ কালার লাইগ্যারে
অন্তর কালা করলামরে দুরন্ত পরবাসে ॥
মনরে ওরে হাইলা লোকের লাঙ্গল বাঁকা
জনম বাঁকা চাঁদরে, জনম বাঁকা চাঁদ
তার চাইতে অধিক বাঁকা
যারে দিছি প্রাণরে, দুরন্ত পরবাসে ॥
মনরে কূল বাঁকা গাঙ বাঁকা
বাঁকা গাঙের পানিরে, বাঁকা গাঙের পানি
সকল বাঁকায় বাইলাম নৌকা (হায় হায়)
তবু বাঁকারে না জানিরে, দুরন্ত পরবাসে ॥
মনরে ওরে হাড় হইল জ্বরো জ্বরো
অন্তর হইল গুড়া রে আমার অন্তর হইল গুড়া
পিরীতি ভাঙিয়া গেলে (হায় হায়)
নাহি লাগে জোড়া রে, দুরন্ত পরবাসে ॥

সা -ন্‌া II সা -া -া -গা | গা -া মগা রা I গা -া [ম]ধা -া | [প]ধা -া -া -া I
আ মার্‌ হা ০ ০ ড় কা ০ লা ০ ক র্‌ লা ম্‌ রে ০ ০ ০

I -া -া -া -া | ধা ধা ণা ধপা I পা -া [প]ধা -া | [ধ]ণা -া [প]ধা -পা I
০ ০ ০ ০ আ রে আ মার্‌ দ্যা ০ হ ০ কা ০ লা র্‌

I পধা -পা পমা -গা | গা -া -া -া I সা -া গা -া | মা -া পা -া I
লা০ ই গ্যা০ ০ রে ০ ০ ০ অ ন্‌ ত র্‌ কা ০ লা ০

I পধা -া পমা -া | পধা ণা [প]ধা -পা I [প]ধা -পা মা গা | রা -া -সা -া I
ক০ র্‌ লা০ ম্‌ রে০ ০ দু ০ র ন্‌ ত ০ প ০ ০ র্‌

I [গ]রা -সা সা -া | -া -া সা -ন্‌া II
বা ০ সে ০ ০ ০ আ মার্‌

না নর্সা II র্সা -া -া -া | -া -া -া -া I -র্সর্রা -র্গর্রা -র্সর্রা -র্সনা | -া -া -া -া I
ম ন০ রে ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০ ০ ০ ০

I -া -া -া -া | -া -া না না I না -া না -া | র্সা -া র্রা -র্সা I
০ ০ ০ ০ ০ ০ ও রে হা ই লা ০ লো ০ কে র্

I র্সা -া র্সা না | না -া না -া I [ন]র্সা -া র্সা -া | [র্গ]র্রা -র্সা ণা -ধপা I
লা ঙ্ গ ল্ বাঁ ০ কা ০ জ ০ ন ম্ বাঁ ০ কা ০০

I গধা -া -া -া | ণা -া [ণ]ধা -পা I পধা -া ধা -পা | পা -া মা -পা I
চাঁ০ ০ ০ দ্ রে ০ ০ ০ জ০ ০ ন ম্ বাঁ ০ কা ০

I গমা -া গা -া | -া -া -া -া I সা -া -া -গা | গা -া গা -মা I
চাঁ০ ০ ০ দ্ ০ ০ ০ ০ তা ০ ০ র্ চা ই তে ০

I মা -পা পা -মা | [ম]গা -া মা -া I ধা -া ধা -া | ণা -া ণদা পা I
অ ০ ধি ক্ বাঁ ০ কা ০ যা ০ রে ০ দি ০ ছি০ ০

I পধা -া -মা -া | পধা -ণা [প]ধা -পা I পধা -পা মা -গা | [গ]রা -া -সা -া I
প্রা০ ০ ০ ণ রে০ ০ দু ০ র০ ণ্ ত ০ প ০ ০ র্

I সরা -সা সা -া | -া -া সা ন্া II
বা০ ০ সে ০ ০ ০ আ মার্

না নর্সা II র্সা -া -া -া | -া -া -া -া I -র্সর্রা -র্গর্রা -র্সর্রা -র্সনা | -া -া -া -া I
ম ন০ রে ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০ ০ ০ ০

I -া -া -া -া | -া -া না না I না -া না -া | র্সা -া র্রা -র্সা I
০ ০ ০ ০ ০ ০ ও রে কূ ০ ০ ল্ বাঁ ০ কা ০

I র্সা -া -া -না | না -া না -া I [ন]র্সা -া র্সা -া | [র্গ]র্রা -র্সা ণা ধপা I
গা ০ ০ ঙ্ বাঁ ০ কা ০ বাঁ ০ কা ০ গা ঙ্ গে ০র্

I পধা -া ধা -া | ণা -া [ণ]ধা -পা I পধা -া ণধা -পা | পা -া মা -পা I
পাঁ০ ০ নি ০ রে ০ ০ ০ বাঁ ০ কা০ ০ গা ঙ্ গে র্

I গমা -া গা -া | -া -া -া -া I সা -া সা -গা | গা -া গা -মা I
পাঁ০ ০ নি ০ ০ ০ ০ ০ স ০ ক ল্ বাঁ ০ কা য়্

I মা -পা পা -মা | [গ]মা গা গা -রসা I সা -া সা -গা | গা -া গা -মা I
বা ই লা ম্ নৌ কা হায় হায়্ স ০ ক ল্ বাঁ ০ কা য়্

I মা -পা পা -মা | [গ]মা গা গা মা I ধা -া ধা -া | ণা -া ধা -পা I
বা ই লা ম্ নৌ কা ত বু বাঁ ০ কা ০ রে ০ না ০

I পধা -া -মা -া | পধা -ণা [ণ]ধা পা I [প]ধা -পা মা -গা | [গ]রা -া -সা -া I
জা ০ ০ নি রে০ ০ দু ০ র০ ণ্ ত ০ প ০ ০০ র্

I [স]রা -সা সা -া | -া -া সা ন্‌া II
বা ০ সে ০ ০ ০ আ মার্ II

না নর্সা II র্সা -া -া -া | -া -া -া -া I -র্সর্রা -র্গর্রা -র্সর্রা -র্সনা | -া -া -া -া I
ম ন০ রে ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০ ০ ০ ০

I -া -া -া -া | -া -া না না I না -া না -া | র্সা -া র্রা -র্সা I
০ ০ ০ ০ ০ ০ ও রে হা ০ ০ ড়্ হ ই ল ০

I সা -া সা -না | না -া না -া I [ন]র্সা -া র্সা -া | [র্স]র্রা -র্সা ণা ধপা I
জ্ব ০ রো ০ জ্ব ০ রো ০ অ ন্ ত র্ হ ই ল ০০

I পধা -া ধা -া | না -া [ণ]ধা -পা I পধা -া [ণ]পা পা | [ধ]পা -া মা -পা I
গুঁ০ ০ ড়া ০ রে ০ আ মার্ অ০ ন্ ত র্ হ ই ল ০

I গমা -া গা -া | -া -া -া -া I সা -া সা -গা | গা -া গা মা I
গুঁ০ ০ ড়া ০ ০ ০ ০ ০ পি ০ রী ০ তি ০ ভা ঙ্

I মা -পা পা -মা | মা গা -গা -রসা I সা -া সা গা | গা -া গা -মা I
গি ০ য়া ০ গে লে হায়্ হায়্ পি ০ রী ০ তি ০ ভা ঙ্

I মা -পা পা -মা | গা -া মা -া I পধা -া ধা -া | ণা -া ণধা -পা I
গি ০ য়া ০ গে ০ লে ০ না০ ০ হি ০ লা ০ গে০ ০

I পধা -া পমা -া | পধা -ণা ধা -পা I পধা -পা মা গা | [গ]রা -া -সা -া I
জো ০ ড়া০ ০ রে০ ০ দু ০ র০ ন্ ত ০ প ০ ০ র্

I সরা -সা সা -া | -া -া সা না IIII
বা০ ০ সে ০ ০ ০ আ মার্

পল্লিগীতি

তালঃ দ্রুত দাদরা
কথা ও সুরঃ আবদুল লতিফ

পরের জাগা পরের জমিন,
ঘর বানাইয়া আমি রই
আমি তো সেই ঘরের মালিক নই ॥
সেই ঘরখানা যার জমিদারী,
আমি পাইনা তাহার হুকুম জারি;
আমি পাইনা জমিদারের দেখা,
মনের দুঃখ কারে কই
আমি মনের দুঃখ কারে কই,
আমি তো সেই ঘরের মালিক নই ॥
জমিদারের ইচ্ছা মত দেইনা জমি চাষ
তাই তো ফসল ফলে নারে দুঃখ বারো মাস।
আমি খাজনাপাতি সবি দিলাম
তবু জমিন আমার হয় যে নিলাম
আমি চলি যে তার মন যোগাইয়া,
দাখিলায় মেলেনা সই
তবু দাখিলায় মেলেনা সই
আমি তো সেই ঘরের মালিক নই ॥

II	{সা	সা	-া	|	গা	গা	-মা	I	পা	মপমা	মা	|	গা	মা	-া	I
	প	রে	র্		জা	গা	০		প	রে০০	র্		জ	মি	ন্	
I	ধা	-া	ধা	|	পা	ধণধা	-া	I	পা	মা	-া	|	পা	-মা	-গা	I
	ঘ	র্	বা		নাই	য়া০০	০		আ	মি	০		র	০	ই	
I	গা	গা	-মা	|	ধা	পা	পা	I	পা	মা	-গা	|	রা	সা	-সা	I
	আ	মি	০		তো	সে	ই		ঘ	রে	র		মা	লি	ক্	
													॥			
I	সা	-া	-া	|	-া	-া	-সা	I	-া	-া	-া	|	-া	-া	-া}	II
	ন	০	০		০	০	ই		০	০	০		০	০	০	

পা ধা II মা -মা পা | না না -না I না র্সা -া | র্সা র্সগা -র্রগা I
সে ই ঘ র্ খা না যা র্ জ মি ০ দা রী০ ০০

I -র্সরা -া -র্সা | -া -া -া I -া -া -া | না র্সা র্রর্স I
০০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ আ মি০

I না না র্সা | র্সা র্সা র্সা I না না পা | পা পণা -ধণা I
পা ই না তা হা র্ হু কু ম্ জা রি০ ০০

I -পধা -া -পা | -া -া -া I -া -া -া | -া পনা না I
০০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ আ০ মি

I না না র্সা | র্সা র্সা -া I না ধপা -পা | না না -া I
পা ই না জ মি ০ দা রে০ র্ দে খা ০

I না না র্সা | র্সা র্সা -া I না ধপা পা | পা পধা -ণা I
পা ই না জ মি ০ দা রে০ র্ দে খা০ ০

I ধা পা পা | পা মগা -া I গা গা -মা | পা ধা ণা I
ম নে র দুঃ খ০ ০ কা রে ০ কই আ মি

I ধা পা পা | পা মগা -া I গা গা -মা | পা -মা গা I
ম নে র দুঃ খ০ ০ কা রে ০ ক ০ ই

I গা গা -মা | ধা পা পা I পা মা -গা | রা সা -সা I
আ মি ০ তো সে ই ঘ রে র্ মা লি ক্

I সা -া -সা | -া -া -া II
ন ০ ০ ০ ০ ই

II {পা মা -গা | রসা সা -সা I রা -রা গা | মা পা -ধপা I
জ মি ০ দা০ রে র্ ই চ্ ছা ম ত ০০

I গা -গা পা | মা গা -মা I রগা -া -গা | -া -া -া I
দে ই না জ মি ০ চা০ ০ ০ ০ ০ ষ্

I পা পা ধা | র্সা র্সা র্সা I ণা ধা -া | পা পমা -গা I
তা ই তো ফ স ল্ ফ লে ০ না রে০ ০

I পা -মা গা | রা -সা সা I সা -া -া | -া -া -া} I

দু খ্ খ বা ০ রো মা ০ ০ ০ ০ স্

পা ধা II মা মা পা | না না -া I না র্সা -া | র্সা র্গা -র্রর্গা I

আ মি খা জ্ না পা তি ০ স বি ০ দি লা ০০

I -র্সর্রা -া -র্সা | -া -া -া I -া -া -া | -া র্সা র্রর্সনা I

০০ ০ ম্ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ত বু০০

I না না -র্সা | র্সা র্সা র্সা I না না ধপা | পা পণা -ধণা I

জ মি ন্ আ মা র্ হ য় যে০ নি লা০ ০০

I -পধা -া -পা | -া -া -া} I -া -া -া | -া পনা না I

০০ ০ ম্ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ আ মি

I না না -র্সা | র্সা র্সা র্সা I না না ধপা | না না না I

চ লি ০ যে তা র্ ম ন্ যো০ গা ই য়া

I -া -া -া | -া -া -া I -া -া -া | -া -া -া I

০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০

I না না -র্সা | র্সা র্সা র্সা I না না ধপা | পা পধা -ণা I

চ লি ০ যে তা র্ ম ন্ যো০ গাই য়া০ ০

I ধা পা -া | পা মগা -া I গা গা -মা | পা ধা ণা I

দা খি ০ লায় মে০ ০ লে না ০ সই ত বু

I ধা পা -া | পা মগা -া I গা গা -মা | পা -া মগা I

দা খি ০ লায় মে০ ০ লে না ০ স ০ ০ই

I গা গা -মা | ধা পা পা I পা মা -গা | রা সা -সা I

আ মি ০ তো সে ই ঘ রে র মা লি ক্

I সা -া -সা | -া -া -া II II

ন ০ ০ ০ ০ ই

পল্লিগীতি

কথা: সংগ্রহ
সুর: সুরসাগর প্রাণেশ দাস
তাল: দ্রুত দাদরা

সোহাগ চাঁদ বদনী ধ্বনি নাচত দেখি
নাচত দেখি বালা নাচত দেখি ॥
নাচুইন ভালা সুন্দরী গো বাঁধেন ভালা চুল
হেলিয়া দুলিয়া পড়ে নাগ কেশরের ফুল ॥
রুনুর ঝুনুর নূপুর বাজে ঠুমুক ঠুমুক তালে
নয়নে নয়ন মিলিয়া গেল সরমের রঙ লাগে গালে ॥
যেমনি নাচে নাগর কানাই তেমনি নাচেন রাই।
নাচিয়া ভুলাও তো দেখি নাগর কানাই ॥

					সা	রা	-া	II	গা	-া	-া	|	গা	গা	-া	I
					সো	হা	গ		চাঁ	০	০		দ	ব	০	
I	গা	গা	-া	|	মা	গা	-া	I	রা	রা	-া	|	গা	সা	-া	I
	দ	নী	০		ধ	নী	০		না	চ	০		ত	দে	০	
I	রা	-া	-া	|	-া	-া	॥ -া	I	গা	গা	-পা	|	পা	পা	-া	I
	খি	০	০		০	০	০		না	চ	০		ত	দে	০	
I	ধা	-া	-া	|	ধা	ধা	র্সা	I	র্সা	র্সা	-া	|	না	ধা	-া	I
	খি	০	০		বা	লা	০		না	চ	০		ত	দে	০	
I	পা	-া	-া	|	মা	গা	-া	I	রা	রা	-া	|	গা	সা	-া	I
	খি	০	০		বা	লা	০		না	চ	০		ত	দে	০	
I	রা	-া	-া	|	সা	রা	-া	II								
	খি	০	০		"সো	হা	গ"									
II	পা	পা	-া	|	পা	(পা	ধা)	I	র্সা	-া	র্সা	|	না	ধা	-া	I
	না	চুই	ন		বা	লা	০		সু	ন্	দ		রী	গো	০	
I	পা	পা	-া	|	ধা	ধা	না	I	পা	ধা	-া	|	-া	-া	-া	I
	বাঁ	ধে	ন্		ভা	লা	০		চু	০	০		০	০	ল্	

I ধা ধা -া | না র্সা -া I র্সা র্রা র্রা | র্সা না -া I
না চুই ন্ বা লা ০ সু ন্ দ রী গো ০

I পা পা -া | ধা ধা না I পা ধা -া | -া -া -ধা I
বাঁ ধে ন ভা লা ০ চু ০ ০ ০ ০ ল্

I পা -া ধা | র্সা না -া I ধা পা -া | মা গা -া I
হে ০ লি য়া দু ০ লি য়া ০ প ড়ে ০

I রা -া রা | গা সা -া I রা -া -া | সা রা -া II
না গ কে শ রে র ফু ০ ল সো হা গ

II -া -া ন্া | -ন্া ন্া -ন্া I সা সা -সা | রা গা -া I
০ ০ রু নুর্ ঝু নুর্ নু পু র্ বা জে ০

I সা রা পা | পা মা -া I গা -া -রা | সা -া রা I
ঠুঁ মু ক্ ঠুঁ মু ক্ তা ০ ০ লে ০ ০

I ন্া -া ন্া | -ন্া ন্া -ন্া I সা সা -া | রা -গা -রা I
০ ০ রু নুর্ ঝু নুর্ নূ পু র বা ০ ০

I গা -সা -া | -া -া -া I -া -া পা | পা পা -ধা I
জে ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ন য় নে ০

I পা -া -া | মগা -রা -া I -া -া মা | মা মা -া I
ন ০ ০ য়০ ন্ ০ ০ ০ মি লি য়া ০

I মা -া -া | গরা -সা -রা I -ন্া -া -ন্া | ন্া ন্া না I
গে ০ ০ ল০ ০ ০ ০ ০ স র মে র

I সা -া -া | রা গা রা I গা -সা -া | সা -া -া II
র ০ ঙ্ লা গে ০ গা ০ ০ লে ০ ০

II পা -পা -া | পা পা -ধা I র্সা র্সা -া | না ধা -া I
যে ম্ নি না চে ন্ না গ র্ কা না ই

I পা পা -া | ধা ধা -না I পা ধা -া | -া -া ধা I
তে ম্ নি না চে ন্ রা ০ ০ ০ ০ ই

I পা -া ধা | র্সা না -া I ধা পা -া | মা গা -া I
না ০ চি য়া ভু ০ লা ও ত দে খি ০

I রা রা -া | গা সা -া I রা -া -া | -া -া -া IIII
না গ ০ র কা ০ না ০ ০ ০ ০ ই

হাসন রাজার গান

তাল: কাহারবা

বাউলা কে বানাইল রে
হাসন রাজারে বাউলা
কে বানাইল রে ॥

বানাইল বানাইল বাউলা
তার নাম হয় যে মওলা
দেখিয়া তার রূপের চটক
হাসন রাজা হইল আউলা ॥

হাসন রাজা গাইছে গান
হাতে তালি দিয়া
সাক্ষাতে দাড়াইয়া শোনে
হাসন রাজার প্রিয়া ॥

হাসন রাজা হইছে পাগল
প্রাণ বন্ধের কারনে
বন্ধু বিনে হাসন রাজা
অন্য নাহি মানে ॥

সা রা II পা পা পধা পধা | মা -া -[ধ]পা -মগা I
বাউ লা কে বা নাই ল০ রে ০ ০০ ০০

I গা রসা -সা রজ্ঞা | রজ্ঞা রসা ণ্ধ্া ণ্া | রা রা রমা জ্ঞরা | রা -া -া -া II
হা স০ ন্ রা০ | জা০ রে০ বাউ লা | কে বা নাই লো০ | রে ০ ০ ০

II -া মা পা না । না নর্সা র্সা র্সা । র্রা র্রজ্ঞা র্রর্সা র্সর্রা । না র্সা -া -া I
০ বা নাই লবা । নাই ল০ বাউ লা । তার নাম হয় যে । মও লা ০ ০

I -া র্সর্সা র্সা র্সর্রা । র্সণা ণধা ধপা পপা । ধণা -ণণা ধা পা । মপা গা মা পা I
০ দেখি য়া তার । রু০ পের চ০ টক । হা০ সন্ রা জা । হই ল আউ লা

I পা পা পধা পধা । মা -া মপা মগা II
কে বা নাই ল । রে ০ ০০ ০০

```
II  -া  মপা  পনা  না ।  না  নর্সা  র্সা  -র্সা ।  র্রা  র্রজ্ঞা  র্রর্সা  র্সর্রা ।  না  র্সা  -া  -া I
    ০  হাস  নরা  জা ।  গাই  ছে  গা  ন্  ।  হা  তে  তা  লি০ ।  দি  য়া  ০  ০

I  -া  র্সর্সা  র্সা  র্সর্রা ।  র্সণা  ণধা  ধপা  পপা ।  ণা  -ণণা  ধা  পা ।  মপা  গা  মা  পা I
    ০  সাক্ষা  তে  দা ।  ড়াই  য়া  শু  নে ।  হা  সন্  রা  জার ।  প্রি  য়া  বাউ  লা

I  পা  পা  পধা  পধা ।  মা  -া  -মপা  -মগা II
    কে  বা  নাই  লো ।  রে  ০  ০০  ০০

II  -া  মপা  পনা  না ।  ননা  নর্সা  র্সা  র্সা ।  র্রা  র্রজ্ঞা  র্রর্সা  র্সরা ।  না  র্সা  -া  -া I
    ০  হাস  নরা  জা ।  হই  ছে  পা  গল ।  প্রাণ  বন  ধের  কা০ ।  র  নে  ০  ০

I  -া  র্সর্সা  র্সা  র্সরা ।  র্সণা  ণধা  ধপা  পপা ।  ণা  ণণা  ধা  পা ।  মপা  গা  মা  পা I
    ০  বন্  ধুবি  নে ।  হা  সন  রা  জা ।  অ  ন্য  না  হি ।  মা  নে  বাউ  লা

I  পা  পা  পধা  পধা ।  মা  -া  -মপা  -মগা II II
    কে  বা  নাই  লো ।  রে  ০  ০০  ০০
```

দেশাত্মবোধক গান

তাল: দাদরা

কথা: আব্দুল গাফফার চৌধুরী

সুর: শহিদ আলতাফ মাহমুদ

আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি
আমি কি ভুলিতে পারি।
ছেলে হারা শত মা'য়ের অশ্রু-গড়া-এ ফেব্রুয়ারি
আমি কি ভুলিতে পারি
আমার সোনার দেশের রক্তে রাঙানো ফেব্রুয়ারি
আমি কি ভুলিতে পারি ॥
জাগো নাগিনীরা জাগো
জাগো কাল বোশেখীরা
শিশু হত্যার বিক্ষোভে আজ
কাঁপুক বসুন্ধরা।
দেশের সোনার ছেলে খুন করে
রুখে মানুষের দাবী।
দিন বদলের ক্রান্তি লগনে
তবু তোরা পার পাবি?
না- না-
খুনে রাঙা ইতিহাসে শেষ রায় দেওয়া তারি
একুশে ফেব্রুয়ারি।
সেদিনো এমনই নীল গগনে বসনে শীতের শেষে
রাত জাগা চাঁদ চুমু খেয়েছিল হেসে।
পথে পথে ফোটে রজনীগন্ধা
অলোকা-নন্দা যেন।
এমন সময় ঝড় এলো, ঝড় এলো ক্ষেপা বুনো।
সেই আঁধারে পশুদের মুখ চেনা
তাদের তরে মায়ের বোনের ভায়ের চরম ঘৃণা।
ওরা গুলি ছোঁড়ে এদেশের বুকে
দেশের দাবীকে রুখে।
ওদের ঘৃণ্য পদাঘাত এই সারা বাংলার বুকে।
ওরা এদেশের নয়
দেশের ভাগ্য ওরা করে বিক্রয়।
ওরা মানুষের অন্ন, বস্ত্র, শান্তি নিয়েছে কাড়ি।
একুশে ফেব্রুয়ারি, একুশে ফেব্রুয়ারি ॥

I {গা গা -া | গা গা -া I গা -মা^গ রা^গ | সা ধ্া প্া I
আ মা র্ ভাই য়ে র্ র্ ক্ তে রা ঙা নো

I প্া রা রা | রা -া গরসা I রগা গা -া | -া -া -া I
এ কু শে ফে ব্ রু০০ য়া০ রি ০ ০ ০ ০

I প্া প্গা গা | গরা রা রগা I ^রসা -া -া | সা -া -া I
আ মি০ কি ভু০ লি তে০ পা ০ ০ রি ০ ০

I ^গমা মা মা | মা মা মা I মপা পধা‿গা | গা -া গা I
ছে লে হা রা শ ত মা০ য়ে০ র্ অ ০ শ্রু

I গা গমা মরা | রা -া সন্া I সরা -া রা | -া -া -া I
গ ড়া এ০ ফে ব্ রু০ য়া০ ০ রি ০ ০ ০

I প্া প্গা গা | গরা রা রগা I ^রসা -া -া | সা -া -া I
আ মি০ কি ভু০ লি তে০ পা ০ ০ রি ০ ০

I পা পা -া | পা পা -া I পধা পা -া | পধা‿গা গা I
আ মা র সো না র দে০ শে র র০ ক্ তে

I ধা ধা ধা | ধা -া নধপা I ধনা না -া | -া -া -া I
রা ঙা নো ফে ব্ রু০০ য়া০ রি ০ ০ ০ ০

I না না না | না নর্সা নধা I নর্সা র্সা -া | -া -া -া I
আ মি কি ভু লি০ তে০ পা০ রি ০ ০ ০ ০

দ্বিগুণ গতি

I {জ্ঞজ্ঞা জ্ঞজ্ঞা জ্ঞসা | জ্ঞসা -া -া I জ্ঞজ্ঞা জ্ঞজ্ঞা জ্ঞসা | জ্ঞসাঃ -জ্ঞঃ সা I
জাগো নাগি নীরা জাগো ০ ০ জাগো নাগি নীরা জাগো ০জা গো

I সধা ধা ধাধ্া | পধা -া -া I ননা না নর্সা | ধা পপা মা I
জাগো কাল্ বোশে খীরা ০ ০ শিশু হত্ তার বিক্ খোভে আজ

I র্ররাঃ রঃ র্সরা | নর্সা -া -া I
কাঁপু ক্ব সুন্ ধরা ০ ০

I সধাঃ ধপাঃ পধা | মপা মা ররা I মমা ররা সা | ধ্ধ্া -া -া I
দেশে র্সো নার্ ছেলে খুন করে রুখে মানু ষের দাবী ০ ০

I ধ্রা ররা রা | মমা রমা মরা I সরা মপা রমা | পপা -া -া I
দিন্ বদ লের্ ক্রান্ তিল গনে তবু তোরা পার পাবি ০ ০

I রমা পণা মপা | ণণা -া -ধা I র্সা -া ণা | র্রা -া -া I
তবু তোরা পার পাবি ০ ০ না ০ ০ না ০ ০

I র্গর্গা র্গর্গা র্গর্গা | র্রর্গা -া -া I র্রা র্রা র্রর্গা | র্সর্রা -া -া I
খুনে রাঙা ইতি হাসে ০ ০ শেষ্ রায় দেওয়া তারি ০ ০

I র্রর্গা র্রর্সা র্সধা | পগা -া -া I গপা ধর্সা র্সধা | র্সর্সা -া -া I
একু শেফে ব্রু য়ারি ০ ০ একু শেফে ব্রু য়ারি ০ ০

দ্বিগুণ গতি শেষ

I ন্া সা গা | ক্ষা পা ক্ষগা I গা -ক্ষা গা | ঋা সা -া I
সে দিন্ ও এ ম নি০ নী ল্ গ গ নে ০

I পা ক্ষা ক্ষগা | গক্ষা গঋা ঋা I রগা রগা -া | -া -া -া I
ব স নে০ শী০ তে০ র শে০ যে০ ০ ০ ০ ০

I গা পা পক্ষা | ক্ষধা ধনধা পা I পা পনা নধা | ধপা মা মপা I
রা ত্ জা০ গা০ চাঁ০০ দ চু মু০ খে০ য়ে০ ছি ল০

I মা গা -া | সরসা ন্সন্া ধ্া I I
হে সে ০ ০০০ ০০০ ০

I {ধ্া ন্া ন্া | সা সা সা I সা সগা ঋগা | ঋা -া সা I
প থে প থে ফো টে র জ০ নী গ ন্ ধা

[-া -া -া]
০ ০ ০

I সা সপা পক্ষগা | গঋা -া ঋগা I ঋা সা -া | ন্ন্া ধ্া -া}] I
অ ল০ কা০০ ন০ ন্ দা০ যে ন ০ ০০ ০ ০

I ন্া ন্া -া | ন্া ন্া -া I
এ ম ন স ম য়

দ্বিগুণ গতি:

I র্সা -া র্সা | র্সা -া -া I র্ঋা -া র্ঋা | র্ঋা র্সা র্ঋা I

ঝ ড় এ লো ০ ০ ঝ ড় এ লো ক্ষে পা

I না র্সা -া | -া -া -া I {র্সা র্ঋা র্ঋা | র্ঋা র্ঋা -া I

বু নো ০ ০ ০ ০ সে ই আঁ ধা রে র

I র্ঋা র্ঋা র্ঋা | -া র্সা র্ঋা I না র্সা -া | -া -া -া I

প শু দে র্ মু খ্ চে না ০ ০ ০ ০

I মা পা মা | ণা ণা -া I পা ণা -পা | র্সা র্সা -া I

তা দে র ত রে ০ মা য়ে র বো নে র

I র্সা ণা -া | পা পা মা I ঋা ঋা -া | -া -া -া I

ভা য়ে র চ র ম ঘৃ ণা ০ ০ ০ ০

I সা গা মা | ধা মা পা I পা পা ণা | -া পা পা I

ও রা গু লি ছো ড়ে এ দে শে র্ বু কে

I পা পা -র্ঋা | র্সা র্সা র্ঋা I না র্সা -া | -া -া -া I

দে শে র দা বি কে রু খে ০ ০ ০ ০

I গা গা -র্গা | র্গা -া র্গা I র্গা র্গা র্গা | র্ঋা র্সা -া I

ও দে র্ ঘৃ ০ ণ্য প দা ঘা ত্ এ ই

I না র্সা না | ধা ধা -না I না র্সা -া | -া -া -া I

সা রা বা ং লার র্ বু কে ০ ০ ০ ০

I র্ঋা র্সা ণা | ধা পা ধা I ণা -া -া | -া -া -া I

ও রা এ দে শে র ন ০ ০ ০ ০ য়

I র্সর্ঋা র্সা -া | ধা -া পা I ধা পা মা | ঋা গা মা I

দে০ শে র্ ভা ০ গ্য ও রা ক রে বি ০

I মা -া -া | -া -া -া I

ক্র ০ ০ ০ ০ য়

I	গা	মা	রা	|	গা	গা	-া	I	ণা	-া	ণা	|	পা	-া	পা	I
	ও	রা	মা		নু	যে	র		অ	ন্	ন		ব	স্	ত্র	
I	র্সা	-া	র্সা	|	ণা	ণা	পা	I	র্সা	র্সা	-া	|	-া	-া	-া	I
	শা	ন্	তি		নি	য়ে	ছে		কা	ড়ি	০		০	০	০	
I	র্রা	র্গা	র্রা	|	র্সা	-া	ধা	I	পা	গা	-া	|	-া	-া	-া	I
	এ	কু	শে		ফে	ব্	রু		য়া	রি	০		০	০	০	
I	গা	পা	ধা	|	র্সা	-া	ধা	I	র্সা	র্সা	-া	|	-া	-া	-া	II II
	এ	কু	শে		ফে	ব্	রু		য়া	রি	০		০	০	০	

দেশাত্মবোধক গান

তাল: কাহারবা

কথা: গাজী মাজহারুল আনোয়ার

সুর: আনোয়ার পারভেজ

একবার যেতে দেনা আমার ছোট্ট সোনার গাঁয়,
যেথায় কোকিল ডাকে কুহু, দোয়েল ডাকে মুহু মুহু।
নদী যেথায় ছুটে চলে আপন ঠিকানায় ॥
পিদিম্ জ্বালা সাঁঝের বেলা শান বাঁধানো ঘাটে,
গল্প কথার পান্‌শী ভিড়ে রূপ কাহিনীর বাঁকে।
মধুর মধুর মায়ের কথায় প্রাণ জুড়িয়ে যায়।
ফসল ভরা স্বপ্ন ঘেরা পথ হারানো ক্ষেতে,
মৌ মৌ মৌ গন্ধে যেথায় বাতাস থাকে মিঠে।
মমতারই শিশির গুলো জড়িয়ে থাকে পায় ॥

II -া -া গা মা | -া পা র্সা -া I না -া নধা -পা | -া পা না -ধা I
০ ০ এক বা র্ যে তে ০ দে ০ না০ ০ ০ আ মা র্

I ধা ধা ধা -পা | -া পা ধনধা -পা I পা -া -া -পা | -া -া -া -া II I
ছো ট্ ট ০ ০ সো না০০ র্ গাঁ ০ ০ য়্ ০ ০ ০ ০

I -া -া রগা গা | -গা গা গা -গা I মা -া ধা -পা | -মা মা মা -া I
০ ০ যে০ থা য়্ কো কি ল্ ডা ০ কে ০ ০ কু হু ০

I -া -া রমা মা | -মা মা মা -া I পা -া না -ধনা | -পা পা পা -া I
০ ০ দো০ য়ে ল্ ডা কে ০ মু ০ হু ০০ ০ মু হু ০

I -া -া পা পা | না না না -া I না -া র্র্সা -না | -া নর্রা র্রা -া I
০ ০ ন দী ০ যে থা য় ছু ০ টে ০ ০ চ০ লে ০

I -া -া র্রা -র্মা | র্গা র্র্সা -র্সা র্সা I র্সা -া -া -র্রা | -র্না -ধা -মপা গগ I
০ ০ আ ০ পন্ ঠি০ ০ কা না ০ ০ ০ ০ ০ ০ য়্

II {-া -া র্সা -র্গর্রা | -র্রা র্সা না -ধা I -া পধা ধা -া | ধা ধা -া র্রা I
০ ০ পি ০০ দিম্ জ্বা লা ০ ০ সাঁ০ ঝে ০ র বে ০ লা

I -া -া র্রা র্রা | র্গা র্মা র্পা -া I -র্সা র্সা -া র্গা | -া -া -া -া I
০ ০ সা ন বাঁ ধা নো ০ ০ ঘা ০ টে ০ ০ ০ ০

I -া -া রসা -র্গর্রা | র্রা র্সা না -ধা I -া পধা -ধা ধা | -া ধা -া র্রা I
০ ০ গ ০ল্ প ক থা র ০ পা০ ন্ সি ০ ভি ০ ড়ে

I -া -া র্সা -না | না ধা ধা না I পধা -া পা -া | -া -া -া -া I
০ ০ রু প্ কা হি নী র্ বাঁ০ ০ কে ০ ০ ০ ০ ০

I গপা -া পা -পা | ধর্সা -া র্সা -না I না -া ধপা -পা | -া ধর্সনা না -ধা I
ম০ ০ ধু র ম০ ০ ধু র মা ০ য়ে০ র্ ০ ক০০ থা য়্

I -া -া ধা -ধা | পমা মা ধনধা -পা I পা -া -া -া | -া -া -া -পা II
০ ০ প্রা ণ জু০ ড়ি য়ে০০ ০ যা ০ ০ ০ ০ ০ ০ য়্

II {-া -া র্সা -র্গর্রা | র্রা র্সা না -র্ধা I -া পধা -ধা ধা | -া ধা -া র্রা I
০ ০ ফ ০০ সল্ ভ রা ০ ০ স্ব০ প্ ন ০ ঘে ০ রা

I -া -া র্রা র্রা | র্গা র্মা র্পা র্সা I র্সা -া র্গা -া | -া -া -া -া I
০ ০ প থ হা রা নো ০ ক্ষে ০ তে ০ ০ ০ ০ ০

I -া -া র্সা -র্গর্রা | র্রা র্সা র্সা-নর্সনা I -ধা মধা ধা ধা | -া ধা -া র্রা I
০ ০ মৌ ০০ মৌ ০ মৌ ০০০ ০ গ০ ন্ ধে ০ যে ০ থা

I -া -র্রা র্সা না | -ধা ধা ধা -না I পধা -া পা -া | -া -া -া -া I
০ য়্ বা তা স্ থা কে ০ মি০ ০ ঠে ০ ০ ০ ০ ০

I গপা -া পা -া | ধর্সা -া র্সা -না I -া না -া ধপা | -পা ধর্সনা না -ধা I
ম০ ০ ম ০ তা০ ০ রি ০ ০ শি ০ শি০ র্ গু০০ লো ০

I -া -া ধা ধা | পমা মা ধনধা -পা I -া পা -া -া | -া -া -া -পা I
০ ০ জ ড়ি য়ে০ থা কে০০ ০ ০ পা ০ ০ ০ ০ ০ য়্

I গপা -া পা -া | ধর্সা -া র্সর্রর্সা -না I না না -া ধপা | পা ধর্সনা -না না I
ম০ ০ ম ০ তা০ ০ রি০০ ০ ০ শি ০ শি০ র গু০০ ০ লো

I -া -া ধা ধা | পমা মা ধনধা -পা I -া পা -া -া | -া -া -া -পা II II
০ ০ জ ড়ি য়ে০ থা কে০০ ০ ০ পা ০ ০ ০ ০ ০ য়্

দেশাত্মবোধক গান

কথা: গোবিন্দ হালদার
সুর: সমর দাস

তাল: দাদরা

পূর্ব দিগন্তে সূর্য উঠেছে
        রক্ত লাল রক্ত লাল রক্ত লাল
জোয়ার এসেছে গণসমুদ্রে
        রক্ত লাল রক্ত লাল রক্ত লাল
বাঁধন ছেঁড়ার হয়েছে কাল ॥

শোষণের দিন শেষ হয়ে আসে
        অত্যাচারীরা কাঁপে আজ ত্রাসে
রক্তে আগুনে প্রতিরোধ গড়ে
        রক্তে আগুনে প্রতিরোধ গড়ে
নয়া বাংলার নয়া সকাল ॥

আর দেরি নয় উড়াও নিশান
        রক্তে বাজুক প্রলয়ের বিষাণ
বিদ্যুৎগতি হউক অভিযান
        ছিঁড়ে ফেল সব শত্রু জাল ॥

II	পা	-া	পা	|	পা	গা	-া	I	পা	-া	-া	|	-া	-া	-া	I
	পূ	র	ব		দি	গ	ন		তে	০	০		০	০	০	
I	পা	-া	র্সা	|	না	ধা	-া	I	পা	-া	-া	|	-া	-া	-া	I
	সূ	র্	য		উ	ঠে	০		ছে	০	০		০	০	০	
I	ধা	-া	ধা	|	মা	-া	-া	I	পা	-া	পা	|	গা	-া	-া	I
	র	ক	ত		লা	০	ল		র	ক্	ত		লা	০	ল	
I	মা	-া	গা	|	রা	-া	-া	I	-া	-া	-া	|	-া	-া	-া	I
	র	ক্	ত		লা	০	ল		০	০	০		০	০	০	
I	ধা্	ধা্	-া	|	রা	রা	-া	I	রা	-া	-া	|	-া	-া	-া	I
	জো	য়া	র্		এ	সে	০		ছে	০	০		০	০	০	

I ধা ধ্া ধ্া | মা -া -গা I রা -া -া | -া -া -া I
গ ণ স মু ০ দ্ দ্রে ০ ০ ০ ০ ০

I পা পা পা | মা -া -া I পা পা -া | গা -া -া I
র ক ত লা ০ ল র ক ত লা ০ ল

I রা -গা রা | সা -া সা I -া -া -া | -া -া গা I
র ক্ ত লা ০ ল্ ০ ০ ০ ০ ০ বাঁ

I সা -া -া | -া -া র্সা I র্সধা -া -া | -া -া ধা I
ধ ০ ০ ০ ন্ ছেঁ ড়া ০ ০ ০ র্ হ

I ধা না ধা | পা -া -া I -া -া -া | -া -া পা I
য়ে ০ ছে কা ০ ০ ০ ০ ০ ০ ল্ হ

I পা -ধা পা | মা -া মা I মা -পা মা | গা -া গা I
য়ে ০ ছে কা ল্ হ য়ে ০ ছে কা ল্ হ

I গা -মা পা | পা রা -া I -া -া -া | -া -া -া I
য়ে ০ ছে কা ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ল্

I ধ্া ধ্া রা | রা রা -া I রা -া -া | -া -া -া I
জো য়া র এ সে ০ ছে ০ ০ ০ ০ ০

I ধ্া না ধ্া | মা -া গা I রা -া -া | -া -া -া I
গ ণ স মু ০ দ্র দ্রে ০ ০ ০ ০ ০

I পা পা -া | মা -া -া I পা পা -া | গা -া -া I
র ক ত লা ০ ল র ক ত লা ০ ল্

I রা -গা রা | সা -া -া I -া -া -া | -া -া -া II
র ক্ ত লা ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ল

II {সা গা পা | ধা পা গা I গা গা পা | ধা -া পা I
শো ষ ণে র দি ন শে ষ হ য়ে ০ আ

I ণা -া -া | -া -া -া I -া -া -া | -া -া -া I
সে ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০

I র্সণা ণা -া | র্সণা ণা -া I র্সা র্সা -া | ণা পা মা I
অ০ ত্যা ০ চা০ রী রা কাঁ পে ০ আ জ ত্রা

I গা -া -া | -া -া -া I -া -া -া | -া -া -া I
সে ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০

I মা মা -া | মা মা মা I মা মা মা | মা মা মা I
র ক তে অ গু নে প্র তি রো ধ গ ড়ে

I গা গা গা | গা গা গা I গা গা গা | গা গা গা I
র ক তে অ গু নে প্র তি রো ধ গ ড়ে

I সা সা ধ্া | প্া প্া -া I সা -া সা | গা -া গা I
ন য়া বাং লা র ০ ন য়া স কা ০ ল

I পা গা পা | পা -া পা I পা ণা পা | ণা -া -া I
ন য়া স কা ০ ল ন য়া স কা ০ ০

I র্সা -া -া | -া -া -া I ণা -া -া | -া -া -া I
০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০

I পা -া -া | -া -া -া II
ল ০ ০ ০ ০ ০

I {সা গা পা | ধা পা গা I গা গা পা | ধা -া পা I
আ র দে রি ন য় উ ড়া ০ ও নি ০

I ণা -া -া | -া -া -া I -া -া -া | -া -া -া I
শা ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০

I র্সণা ণা -া | র্সণা ণা -া I র্সা র্সা -া | ণা পমা -া I
র০ ক তে বা০ জু ক প্র ল য়ে র বি০ ০

২০২৫

I গা গা -া | গা -া -া I গা -া -া | -া -া -া}} I
যা ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ণ ০ ০

I মা মা মা | মা মা মা I মা মা মা | মা মা মা I
বি দ্যু ০ ত গ তি হো ক অ ভি যা ন

I গা গা গা | গা গা গা I গা গা গা | গা গা গা I
বি দ্যু ০ ত গ তি হো ক অ ভি যা ন

I সা সা সা | ধ্‌া প্‌া -া I সা গা সা | গা গা গা I
ছিঁ ড়ে ফে ল স ব শ ক্রু ০ জা ০ ল

I গা পা গা | পা -া পা I পা ণা পা | ণা -া -া I
শ ০ ক্রু জা ০ ল শ ০ ক্রু জা ০ ০

I র্সা -া -া | -া -া -া I ণা -া -া | -া -া -া I
০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০

I পা -া -া | -া -া -া II II
ল ০ ০ ০ ০ ০

দেশাত্মবোধক গান

কথা: আবুল ওমারাহ মোঃ ফখরুদ্দিন

সুরঃ আলাউদ্দিন আলী

তাল: দাদরা

ও আমার বাংলা মা তোর আকুল করা
রূপের সুধায় হৃদয় আমার যায় জুড়িয়ে,
যায় জুড়িয়ে- ও আমার বাংলা মাগো।
ফাগুনে তোর কৃষ্ণচূড়া পলাশ বনে কিসের হাসি,
চৈতী রাতে উদাস সুরে রাখাল বাজায় বাঁশের বাঁশি॥
বোশেখে তোর রুদ্র ভয়াল কেতন উড়ায় কাল-বোশেখী,
জষ্ঠি মাসে বনে বনে আম কাঁঠালের হাট বসে কি।
শ্যামল মেঘের ভেলায় চড়ে আষাঢ় নামে তোমার বুকে,
শ্রাবণ ধারার বরষাতে কি সিনান করিস্ পরম সুখে॥
নীলাম্বরী শাড়ী পরে শরৎ আসে ভাদর মাসে,
অঘ্রানে তোর ধানের ক্ষেতে সোনা রঙের ফসল হাসে।
রিক্ত চাষির কুঁড়েঘরে দিস্ মাগো তুই আঁচল ভরে,
পৌষ পাবনের নবান্ন ধান আপন হাতে উজাড় করে॥

	+				০				+				০			
II	II-া	-া	{সা	|	গা	মপমা	-গমপা	I	পা	পা	পা	|	পা	ণদা	পমা	I
	০	০	ও		আ	মা০০	০০র		বা	ং	লা		মা	তো০	০র	
I	মা	মপা	ণদা	|	পমা	মপা	-মগা	I	গা	পমা	-গা	|	রসা	সরা	-সণ্া	I
	আ	কু০	০ল		ক০	রা০	০০		রু	পে০	র		সু০	ধা০	০য়	
I	ণ্া	সা	-জ্ঞা	|	সণ্সা	ণ্দ্া	-ণ্া	I	ণ্সণ্া	-দ্ণ্সা	সা	|	সা	সা	-া	I
	হৃ	দ	য়		আ০০	মা০	র		যা০০	০০য়	জু		ড়ি	য়ে	০	
I	গা	গা	গা	|	মা	পা	-দা	I	-মপা	-মগা}	সা	|	গা	পমপা	-র্সা	I
	যা	য়	জু		ড়ি	য়ে	০		০০	০০	ও		আ	মা০০	র	
I	ণদপা	-দা	দা	|	পদপা	-মদপা	-া	I	মা	-া	-া	|	-া	-া	-া	II
	বা০০	ং	লা		মা০০	০০০	০		গো	০	০		০	০	০	
II	র্সা	ণদা	-র্সণদা	|	পমা	মপা	-মগা	I	মা	মা	মা	|	মা	মা	-া	I
	ফা	গু০	০০০		নে০	তো০	০র্		কৃ	ষ্	ণ		চূ	ড়া	০	

I মা পমা -জ্ঞমজ্ঞা | মপা পা -া I পা দা দা | দপা পণদা -পমা I
প লা০ ০০শ ব০ নে ০ কি সে র হা০ সি০০ ০০

I রমা -া মা | পধা ধা -া I পধা ধমা -রা | ধণা ণা -া I
চৈ০ ০ তি রা০ তে ০ উ০ দা০ স সু০ রে ০

I ণা র্সণা -দা | ণর্সা র্সা -পা I পা পদা -পদা | মপা মগা -া I
রা খা০ ল বা০ জ য় বাঁ শে০ ০র বাঁ০ শি০ ০

I -া -া সা | গা মপমা -গমপা I পা পা পা | পা ণদা -পমা I
০ ০ ও আ মা০০ ০০র বা ং লা মা তো০ র০

I মা মপা -ণদা | পমা মপা -মগা I গা পমা -গা | রসা সরা -সণ্া I
আ কু০ ০ল ক০ রা০ ০০ রু পে০ র সু০ ধা০ ০য়

I ণ্া সা -জ্ঞা | সণ্সা ণ্দ্া -ণ্া I ণ্সণ্া -দ্ণ্সা সা | সা সা -া II
হৃ দ য় আ০০ মা০ র যা০০ ০০য় জু ড়ি য়ে ০

I দ্া ণ্সণ্া -দ্ণ্সা | সা সা -া I সঋা -জ্ঞা জ্ঞা | ঋজ্ঞা ঋসা সা I
বো শে০০ ০০০ খে তো ০ রু০ দ্ র ভ০ য়া০ ল

II গা গা গা | মা পা -মগা I গমা -গমগা গা | রসা সরা -সণ্া I
কে ত ন উ ড়া ০য় কা০ ০০ল বো শে০ খী০ ০০

I ণ্া -সা সণ্া | ণ্রসা ণ্দ্া -ণ্দ্া I ণ্া ণ্া -সা | সা সা -া I
জো স্ ঠি০ মা০০ সে০ ০০ ব নে ০ ব নে ০

I সা সা সা | ঋ জ্ঞা জ্ঞা I গজ্ঞা -ঋগজ্ঞা ঋসা | সা সা -া I
আ ম কাঁ ঠা লে র্ হা০ ০০ট্ ব০ সে কি ০

I {র্সা ণদা -র্সণদা | পমা মপা -মগা I মা মা মা | মা মা -া I
শ্যা ম০ ০০ল মে০ ঘে০ র০ ভে লা য় চ ড়ে ০

[মপা ণপা -মজ্ঞা]
I মা পমা -জ্ঞমজ্ঞা | মপা পা -া I পা দা দা | দপা পণদা -মপা} I
আ ষা০ ০০ঢ় না০ মে ০ তো মা র বু০ কে০০ ০০

I রমা মা মা | পধা ধা ধা I পধা -রা রা | ধণা ণা -া I
শ্রা০ ব ণ ধা০ রা য় ব০ র্ ষা তে০ কি ০

I ণা র্সণা -দা | ণর্সা র্সা -পা I পা পদা -পদা | মপা মগা -া I
সি না০ ন্ ক০ রি স প র০ ০ম সু০ খে০ ০

II দ্া ণ্সণ্া -দ্ণ্সা | সা সা -া I সঋা -জ্ঞা জ্ঞা | ঋজ্ঞা ঋসা সা I
নী লা০০ ০০ম্ ব রী ০ শা ড়ি০ ০ প০ রে০ ০

II গা গা গা | মা পা -মগা I গমা -গমা -গা | রসা সরা -সণ্াI
শ র ৎ আ সে ০০ ভা দ০ র মা০ সে০ ০০

I ণ্া -সা সণ্া | ণ্রসা ণ্দ্া -ণ্দ্া I ণ্া ণ্া -সা | সা সা -া I
অ ০ ঘ্রা০ ণে০০ তো০ ০র ধা নে র ক্ষে তে ০

I সা সা -া | ঋা জ্ঞা জ্ঞা I গা জ্ঞঋা -গজ্ঞা | ঋসা সা -া I
সো না ০ র ঙ্গে র ফ স০ ০ল হা০ সে ০

I {র্সণা -দর্সণা দপা | পমা মপা মগা I মা মা -া | মা মা -া I
নি০ ০০ত্ ত্০ চা০ ষী০ ০র কুঁ ড়ে ০ ঘ রে ০

[মপা -ণপা মজ্ঞা]
I পমা -জ্ঞমজ্ঞা জ্ঞা | মপা পা পা I পা দা দা | দপা পণদা-মপা}I
দি০ ০০স্ মা গো০ তু ই আঁ চ ল্ ভ০ রে০০ ০০

I ণা র্সণা -দা | ণর্সা র্সা -পা I পা পদা -পদা | মপা মগা -া II II
আ প০ ন হা০ তে উ জা০ ০ ড় ক০ রে০ ০

অনুশীলনী

১। প্রকৃতি পর্যায়ের একটি রবীন্দ্রসংগীত পরিবেশন কর।

২। ত্রিতালে নিবদ্ধ একটি প্রকৃতি পর্যায়ের রবীন্দ্রসংগীত গেয়ে শোনাও।

৩। স্বদেশ পর্যায়ের একটা রবীন্দ্রসংগীত পরিবেশন কর।

৪। নজরুল ইসলাম রচিত একটি দেশাত্মবোধক গান গেয়ে শোনাও।

৫। কাজী নজরুলের একটি উদ্দীপনামূলক গান পরিবেশন কর।

৬। কবি জসীমউদ্‌দীনের লেখা একটি লোকসংগীত গেয়ে শোনাও।

৭। আবদুল লতিফের লেখা ও সুর করা একটি পল্লিগীতি পরিবেশন কর।

৮। হাছন রাজা রচিত একটি গান পরিবেশন কর।

৯। একটি দেশাত্মবোধক গান পরিবেশন কর।

সমাপ্ত

২০২৫ শিক্ষাবর্ষ

সপ্তম-সংগীত

মানুষ বাঁচে কর্মের মধ্যে।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য।